প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৭১

প্রকাশনায় ঃ

আবদুল হক

প্রকাশনাধ্যক্ষ

কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড

১০, গ্রীন রোড, ঢাকা-৫

মুদ্রণে ঃ

এ. কে. এম. আবদুল হাই

এশিয়াটিক প্রেস

৪, জিন্দাবাহার তৃতীয় গলি,

ঢাকা-১

দাম বারো টাকা

AS-SAB-'UL-MU'ALLAQĀT

Translated in Bengali from Arabic verse by Moulana Nuruddin Ahmed.

Edited by Dr. Muhammad Enamul Haq, M. A., Ph. D.

Price Taka 12·00

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় খণ্ড

আলোচনা

মূল আরবী কাব্য

পরিচালকের নিবেদন

'অস্-সব্'উল মু'অল্লকাত' আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইহা প্রাগৈসলামিক যুগের সর্বোৎকৃষ্ট কাহিনী-কাব্যরূপে সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। বিশ্বের কয়েকটি উন্নত ভাষায় কাব্যটি অনূদিত হইয়াছে। এই কাব্য আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও মাদ্রাসা-শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে আরবী সাহিত্যের ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় হইলেও আজ পর্যন্ত ইহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই এবং এই অনুবাদ প্রকাশের প্রয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভূত হইতেছিল। বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড কাব্যটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং সুসাহিত্যিক মওলানা নূরুদ্দীনকে ইহা অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। মওলানা সাহেব দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের পর কাব্যটির অনুবাদ সমাপ্ত করেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যসাধক শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব এই অনুবাদ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া সম্পাদনা করিয়া দেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজে পাণ্ডুলিপির প্রেস-কপি তৈরী করিয়া দেন। পুস্তক মুদ্রণের সময়ও প্রায় সকল প্রুফ তিনি দেখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকটি সম্পাদনা ও মুদ্রণের ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ডঃ হক যে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। বস্তুতঃ তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহে পুস্তকটির প্রকাশ ত্বরান্বিত হইয়াছে। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

সমগ্র অনুবাদটি ২৩৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পাঠকগণের সুবিধার জন্য অনুবাদ-অংশের শেষে ১০৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী মূল আরবী-পাঠও সংযোজিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনুবাদক পুস্তকের শুরুতে আরব জাতি এবং আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি প্রস্তাবনা এবং মূল কাব্যের ছন্দ, আঙ্গিক ও উপজীব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিবেদন

লিখিয়াছেন। অনুবাদের মাঝে মাঝেও বিভিন্ন কাব্যের পটভূমির বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। এই সকল বিষয় পাঠ করিলে পাঠক মূল কাব্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করিবেন এবং কাব্যের গভীরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবেন।

পুস্তকটিকে সুপাঠ্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। বইটি গুণগ্রাহী পাঠক ও ছাত্র-সমাজের নিকট আদৃত হইলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

মীর আবু সালেক
পরিচালক

অনুবাদকের নিবেদন

আমরা গর্ব করিয়া থাকি,—নিশ্চয় অকারণে নয়,—বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। আমাদের এই গৌরব-বোধ যতই সঙ্গত ও সকারণ হউক না কেন, এই কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই যে, পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলির মধ্যে যে-সমস্ত মূল্যবান বিদেশী সম্পৎ আহৃত হইয়াছে ও হইতেছে, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে তাহার অভাব অত্যন্ত প্রকট। উদাহরণ স্বরূপ আরবী ভাষার "অস্‌-সব্‌'উ-ল্‌-মু'অল্লকাত্‌" (السبع المعلقات), সংক্ষেপে "মু'অল্লকাত্‌", নামক প্রাগৈস্‌লামিক যুগের সর্বোৎকৃষ্ট কাহিনী-কাব্যটির কথা উল্লেখ করা যায়।

বলাবাহুল্য, বিশ্বের কয়েকটি উন্নত ভাষায় এই আরবী কাব্যটি অনূদিত হইয়াছে। অথচ, বাংলা-ভাষায় আজও ইহার কোন পূর্ণাঙ্গ গদ্য বা পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। কারণ যাহাই হউক, ইহা একটি লজ্জাজনক পরিস্থিতির পরিচায়ক। এই পরিস্থিতি বেদনাদায়কও বটে। এতৎসত্ত্বেও, আমাদের সাহিত্যের এই পরিস্থিতির প্রতি বহুদিন আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। কিভাবে আমি "মু'অল্লকাত্‌"-এর কাব্যানুবাদে আত্মনিয়োগ করি এবং কিভাবে এই পুস্তক বর্তমান পরিকল্পনায় আত্মপ্রকাশ করে সে-সম্বন্ধে একটু পরেই সংক্ষেপে আলোকপাত করিয়াছি।

দীর্ঘদিন অসাধারণ পরিশ্রমের পর, মু'অল্লকহ্‌-গুলির অনুবাদ যখন সমাপ্ত ও সংশোধিত হইল, তখন বারংবার মনে হইতে লাগিল, এই কাব্যের রসাস্বাদন, কি আরবী, কি বাংলা, কোন ভাষাতেই খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বাংলা-ভাষা-ভাষী লোকের নিকট অপরিচিত আরবের প্রাগৈসলামিক যুগের যেই সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশে এই কাহিনী কাব্যগুলি রচিত ও চর্চিত হইয়াছিল, তাহার সহিত পূর্বাহ্ণেই কিছুটা পরিচিত হইতে না পারিলে, এই কাহিনী-কাব্যগুলির প্রকৃত রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়,—সব বিষয়ে না হইলেও, অধিকাংশ বিষয়ে সার্থক ধারণা পোষণ করাও যায় না। এই

ধারণার বশবর্তী হইয়াই এই কাব্যখানির রসাস্বাদনের সহায়করূপে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবনায় "প্রাগৈসলামিক আরবী-সাহিত্য ও সংস্কৃতির" একটি ক্ষীণ রেখাচিত্রের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

বলা আবশ্যক যে, মু'অল্লকাহ্-গুলি কাহিনী-কাব্য। এইগুলিকে আরবীতে "কসীদহ্" এবং ইংরেজীতে 'ওড্' (Ode) বলা হয়। সুরেলা আবৃত্তি ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম। বাংলায় এই জাতীয় কাহিনী-কাব্যকে 'গীতিকা' বলা হয়। এই প্রসঙ্গে মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। তাই, সাতটি কবিতাগুচ্ছকে বাংলায় "ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তক" নামে চিহ্নিত করা হইল। কি কারণে এই গীতিকাগুলিকে "মু'অল্লকহ্" বা 'ঝুলন্ত' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রধানতঃ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী-সাহিত্যের ছাত্রদের জন্যই বর্তমান অনুবাদের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য যাঁহারাই এই অনুবাদ পাঠ করিবেন, তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি আরবী-ভাষা ও সাহিত্যের সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই অবস্থায় প্রস্তাবনাংশে যে-সমস্ত আরবী বাক্য বা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার উচ্চারণ-বিশুদ্ধি-রক্ষায় যত্নবান হওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করার পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে। তাই, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আরবী শব্দের বাংলা বানানে 'বাংলা উন্নয়ন-বোর্ডের' 'আরবী-বাংলা অভিধানে' ব্যবহৃত আরবীর বাংলা প্রতিবর্ণায়ন-রীতি গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, আরবীর জন্য ইহার চেয়ে উত্তম ও বৈজ্ঞানিক বাংলা প্রতিবর্ণায়ন-পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই প্রতিবর্ণায়নের একটি সংক্ষিপ্ত ছকপত্র নিবেদনের পরে দেওয়া হইয়াছে।

মু'অল্লকাত্-এর বর্তমান অনুবাদ সম্বন্ধেও আমার কিছু বক্তব্য আছে: এ-বিষয়ে আমি বিখ্যাত ইংরেজ আরবী-পণ্ডিত আর. এ. নিকল্সনের (R. A. Nicholson) সহিত সম্পূর্ণ একমত। তাই তাঁহার অতি সত্য ও মূল্যবান কথা উদ্ধৃত করিয়াই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। তিনি বলেন, It must be confessed that no rendering of the 'Mu'allaqāt' can furnish European readers with a just idea of the originals, a literal version least of all. They contain much that only

full commentary can make intelligible" (vide *A Literary History of the Arabs*,—reprint, 1962, p. 103). অর্থাৎ স্বীকার করিতে হইবে যে, মু'অল্লকাঁত্-এর কোন অনুবাদ ইউরোপীয় পাঠককে মূলের ধারণাটুকুও দিতে অক্ষম,—আক্ষরিক অনুবাদ তো নহেই। মূলের বিষয়-বস্তু এত অপর্যাপ্ত যে, কেবল বিশদ ব্যাখ্যার সাহায্যেই ইহাকে বোধগম্য করিয়া তুলিতে পারা যায়। বাংলা-ভাষায় মু'অল্লকাঁত্ অনুবাদের দুরূহতা কত অধিক এবং তৎসাহায্যে বাংলাভাষী পাঠককে তাহার বিষয়-বস্তুর পরিচয় প্রদান, বিশেষ করিয়া কাব্য-সৌন্দর্যের অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করানো কতখানি কঠিন কাজ, তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। তথাপি, আমি কেন এমন একটা দুঃসাধ্য কাজে ব্রতী হইয়াছিলাম, এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। কেন না, ইহা আমার একটা ব্যক্তিগত কর্তব্য।

সে যাহা হউক, বেশ কয়েক বছর আগে আমি কসীদতু-'ল্-বুরদহ্ নামক বিখ্যাত আরবী কবিতাটির কাব্যানুবাদ করিয়াছিলাম। অনুবাদটি শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিতাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মরহুম আবদুল হাই সাহেবের আগ্রহে এই বিভাগের 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। এই সূত্র ধরিয়াই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব মু'অল্লকহ্-র কবিতাগুলিকে কাব্যে অনুবাদ করিতে আমাকে উৎসাহিত ও অনুরোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে তিনি কবিতাগুলি পূর্বেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফলে, প্রাগৈসলামিক শ্রেষ্ঠ আরবী কবিতাগুলিতে তাঁহার জ্ঞান পর্যাপ্ত ছিল এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধিৎসা বশতঃ তিনি স্বাভাবিকভাবেই মু'অল্লকহ্-গুলিকে বাংলা-ভাষায় রূপান্তরিত দেখিবার আশা পোষণ করিতেন। এইগুলিকে বাংলায় কাব্যানুবাদ করিবার জন্য তিনি আমাকে যে প্রেরণা দেন, তাহার মূলে বাংলা ও আরবী ভাষার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাই।

এতৎসত্ত্বেও, আমি মনে করি না যে, তিনি উক্ত কবিতাগুলির প্রাঞ্জল কাব্যানুবাদ করিতে অক্ষম ছিলেন। কেননা, তিনি আমার অনুবাদে বহু স্থানে যথার্থ তাৎপর্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, সংশোধন করিয়াছেন, এমন কি অনেক চরণ তিনি কবিতায় অনবাদ করিয়া দিয়াছেন। এইগুলি মার্জিত, সুন্দর ও

নিখুঁৎ হইয়াছে। হয়তো তাঁহার অবকাশ ছিল না বলিয়াই তিনি এই কাজে আমাকে প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। এই প্রেরণা এক সময় তাড়নার রূপ ধারণ করিলে, আমি এই অনুবাদে হাত দিয়াছিলাম। প্রথম চারিটি মু'অল্লকহ্ বাংলা একাডেমী পত্রিকায় পর পর প্রকাশিত হয়; তাহাও ডক্টর হকের সম্পাদনায়। পরে কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড মু'অল্লকাঁতের কাব্যানুবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, অবশিষ্ট তিনটি 'ঝুলন্ত গীতিকার' অনুবাদ করা হয়।

আলোচ্য পুস্তকটি আমি যথাসময়ে বোর্ডে দাখিল করি। অতঃপর, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানি সুসম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। সুতরাং, তাঁহারা ডক্টর হকের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির হাতেই ইহার সম্পাদন-ভার ন্যস্ত করেন। তিনি ইহার সম্পাদনায় অসামান্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কবিতাগুলির রচনার পটভূমি, কবিতার মূল্যায়ন ও কবিকৃতি-বিষয়ক আলোচনা-গুলিকে তিনি ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। আগাগোড়া মূলের সহিত মিলাইয়া কবিতা-গুলিকে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং ইহাদের ত্রুটিগুলির সংশোধন ও বিচ্যুতিগুলির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। মোটকথা, এই কাব্যানুবাদের প্রেরণা, ইহার পরিণতি, ইহার রূপরেখা ও সৌষ্ঠব-সমৃদ্ধির যেটুকু কৃতিত্ব তাহা একমাত্র শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের প্রাপ্য। তাঁহার এই অসামান্য শ্রম ও মনীষীসুলভ ঔদার্যের জন্য আমি তাঁহার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

সে যাহা হউক, মু'অল্লকাঁত্-এর অনুবাদ, সম্পাদনা, পরিমার্জনা, বিষয়-বিন্যাস ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিয়াও, মূল-গীতিকাগুলির কাব্যানুবাদে ব্যবহৃত ছন্দ সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তাহা এই, — মূল-গীতিকাগুলির বাংলা অনুবাদে যে-ছন্দ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত বাংলা ছন্দ। ইহাতে মু'অল্লকাত্-এ ব্যবহৃত আরবী ছন্দের অনুকরণের বা অনুসরণের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। আমার বিবেচনায় তেমন চেষ্টা অমূলক ও নিরর্থক। আরবীর কাঁফীয়হ্ বা অন্ত্যানুপ্রাসের প্রতিও কোন গুরুত্ব আরোপ করি নাই। উদাহরণস্বরূপ, কবি ইম্‌রু'উ-ল্-কঁইস্ প্রণীত প্রথম মু'অল্লকঁহ্-র কথা ধরা যাইব। ইহা আরবী 'ত্বরীল্' ছন্দে 'লাম্-কাঁফীয়হ্' [illegible] রচিত, যথা ঃ-

'ত্বৱীল' ছন্দের 'ৱযন্' বা পর্ব ঃ

فَعُولُنْ - مَفَاعِيلُنْ - فَعُولُنْ - مَفَاعِيلُنْ +

ফ'উলুন্ - মফা'ঈলুন্ - ফ'উলুন্ - মফা'ঈলুন্ +

فَعُولُنْ - مَفَاعِيلُنْ - فَعُولُنْ - مَفَاعِيلُنْ +

ফ'উলুন্ - মফা'ঈলুন - ফ'উলুন্ - মফা'ঈলুন +

'লাম' কাফীয়হ্ বা অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত ঃ

قِفَانَبْ - كِمِنْ ذِكْرَى - حَبِيْبٍ - وَمَنْزِلِ +

بِسِقْطِ - لِلوَى بَيْنَ الدْ - دَخُولِ - فَحَوْمَلِ +

গদ্যানুবাদ

হে বন্ধুদ্বয় দাঁড়াও, প্রেয়সী ও তার বাস্তুভিটা স্মরণে আমরা কাঁদি, (তাহার বাস্তু যে ঐ) বালির টিলার প্রান্তভাগে (অবস্থিত) 'দখূল' এবং 'হৌমিলের' মধ্যস্থলে (দেখা যাইতেছে)।

এতগুলি অর্থবহ কথাকে আরবী "ত্বৱীল্" ছন্দের অনুরূপ কোন বাংলা ছন্দে অনুবাদ করা যায় না। কেননা, কেহ কেহ এই ছন্দ বাংলায় আমদানী করিবার চেষ্টা করিলেও, ইহার সাহায্যে কোন দীর্ঘ কবিতা অদ্যাবধি এই ভাষায় রচিত হয় নাই। সুতরাং বাংলা-ভাষার মূল তিন ছন্দের, অর্থাৎ 'মাত্রাবৃত্ত', 'স্বরবৃত্ত' ও 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের যে-কোন একটির সাহায্য লওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। আমি নিঃসঙ্কোচে তাহা করিয়াছি। আলোচ্য কবিতার অনুবাদে আমি যে ছন্দের শরণ লইয়াছি, তাহা 'স্বরবৃত্ত'। কেন না, এই ছন্দে স্বরান্ত, হলন্ত, যুক্ত বা বিযুক্ত ধ্বনি 'এক মাত্রা' বলিয়া গণ্য হওয়ায়, এবং পর্বের সংখ্যা প্রায় সর্বত্র চারিমাত্রা সমন্বিত হওয়ায়, এই ছন্দের দুই চরণে অনেক কথা প্রকাশ করার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। বোধ হয় এই কারণেই,

উক্ত গীতিকাকে আমি 'স্বরবৃত্ত' ছন্দে অনুবাদ করায়, মূলের বক্তব্যের সম্পূর্ণ না হউক, অধিকাংশ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার প্রথম দুই চরণের অনুবাদ এইরূপ :-

দাঁড়াও যুগল | বন্ধু ! কাঁদি | প্রিয়া ও তার | বাস্তু স্মরি,
হাম্‌লা-দখুল | বালির টিলায় | ভিটে যে তার | রইলো পড়ি।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, মূলের 'লাম্' কাফীয়হ্ বা 'ল'-অন্ত্যানুপ্রাসও অনুবাদে রক্ষিত হয় নাই। কারণ, বাংলা-ভাষায় এইরূপ শব্দ-প্রাচুর্য নাই বলিয়া দীর্ঘ গীতিকায় এমন বিশিষ্ট বর্ণের অন্ত্যানুপ্রাস দুঃসাধ্য কাজ। বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য হইল চরণান্তিক অনুপ্রাস এবং আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রত্যেক শ্লোকের দ্বিতীয় চরণান্তিক অনুপ্রাস। এই ক্ষেত্রেও আমি বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করিয়াছি।

মু'অল্লকহ্-গুলিতে শ্লোকগুলি দুই চরণ বিশিষ্ট। অনুবাদেও এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইয়াছে। এই জন্য মূলের সহিত অনুবাদের শ্লোক সংখ্যা একরূপ। ইহাতে মূলের সহিত অনুবাদ মিলাইয়া পড়ার পক্ষে সুবিধা হইবে। তবে, অনুবাদে দুই এক স্থলে বাধ্য হইয়া মূলের অনুপাতে শ্লোকের ব্যাপ্তি ঘটাইতে হইয়াছে। তাহা না করিলে ভাব ও বিষয়-বস্তুর সঙ্গে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে (বলা বাহুল্য সংখ্যায় অতি নগণ্য), মূল শ্লোক-সংখ্যার সহিত অনুবাদের শ্লোক-সংখ্যা এক রাখিয়া 'ক', 'খ' চিহ্নের দ্বারা মূলশ্লোকের ব্যাপ্তি নির্দেশ করা হইয়াছে ; যেমন :-

১। লি-খৌলত্ব অত্ব্‌লালুন্ বি-বুর্কতি থহ্‌মদী।
তলূহু ক-বাকী-'ল্‌-বশ্‌মি ফী জাহিরি-ল্‌-য়দী ।।

গদ্যানুবাদ

থহ্‌মদের শীলাভূমিতে খৌলার বিধ্বস্ত বসতবাটির নিদর্শনমালা পড়িয়া রহিয়াছে ; তাহা হস্তপৃষ্ঠে অঙ্কিত অবলুপ্তপ্রায় উল্‌কি-রেখার ন্যায় উজ্জ্বল।

কাব্যানুবাদ

১। (ক) 'খাওলা' চলিয়া গেছে
পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা তার,
আজিও উজ্জ্বল হেথা
স্মৃতিচিহ্ন আমার প্রিয়ার।

১। (খ) 'সমদ' কঙ্কর-ভূমে
সেই চিহ্ন আজো দেখা যায়,
কর পৃষ্ঠে লুপ্ত প্রায়
উল্কিসম, রেখায়-রেখায়।

শ্লোকটিকে দ্বিচরণ বিশিষ্ট একটি বাংলা শ্লোকে পরিণত করা যাইত না বা যায় না,—এমন নহে। তবে, মূলের ভাব ও বিষয়-বস্তুর কি হইত, অর্থাৎ ইহা 'কাব্য' হইত, না শুধু 'পদ্য' হইত, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য আমরা শ্লোকটিকে দ্বিচরণবিশিষ্ট 'পদ্যে' অনুবাদ করিয়া দিলাম।

১। খৌলার টিলাগুলি সহ্মদের পাষাণ-প্রান্তরে।
উজ্জ্বল উল্কির মত রেখায়িত করপৃষ্ঠ পরে॥

মূল শ্লোকটিতে কবির যে-প্রাণস্পর্শ অর্থাৎ 'কাব্য' বর্তমান, উপরের অনুবাদে তাহার মাথায় কুঠারাঘাত করিয়া হত্যা করা হইয়াছে ; নয় কি ? কোন কাব্যের এ হেন নীরস-অনুবাদের পক্ষপাতী আমরা নহি। কবিতার মধ্যে কবির যে-প্রাণস্পর্শ ও কাব্য-রস থাকে, তাহাকে যথাযথভাবে ভাষান্তরিত করা যায় কি না, বলিতে পারি না। তবে, ভাষান্তর কালে অনুবাদককে এ-বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইলে চলে না। প্রকৃতপক্ষে, কবিতার ভাষান্তরণের অর্থই হইল 'দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানো'। আমরা বর্তমান অনুবাদে যদি তাহা করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবে নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিব। কেননা, "সব্'অ মু'অল্লকাত্"-এর ন্যায় আরবী কাব্যের 'কাব্যানুবাদে' দুধের সাধ ঘোলে মিটাই-বার ব্যবস্থা করাও একটা দুঃসাহসিক কাজ।

মু'অল্লকাত্-এর বর্তমান কাব্যানুবাদে আমি বাংলা মূল ছন্দত্রয়ের মধ্য হইতে মাত্র দুইটিরই ব্যবহার করিয়াছি। তাহা 'স্বরবৃত্ত' ও 'অক্ষরবৃত্ত'। মাত্রাবৃত্ত'

ছন্দ প্রকৃতিতে কৃত্রিম ও ভব্য এবং আচরণে বেশ পোশাকী ও আঁটঘাট বাঁধা বলিয়া মু'অল্লকহ্-এর ন্যায় সুদীর্ঘ গীতিকায় ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কোন্ মু'অল্লকহ্-তে কোন্ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছি নিম্নে তাহারও একটা নির্দেশিকা দেওয়া গেল ঃ-

কবিতার সংখ্যা	ছন্দের নাম	মাত্রা-সংখ্যা	মন্তব্য
১। প্রথম মু'অল্লকহ্	স্বরবৃত্ত ছন্দে	৪ + ৪ + ৪ + ৪ ৪ + ৪ + ৪ + ৪	নমুনা পূর্বে দ্রষ্টব্য
২। দ্বিতীয় "	অক্ষরবৃত্ত ছন্দে	৮ + ১০ ৮ + ১০	নমুনা পূর্বে দ্রষ্টব্য
৩। তৃতীয় মু'অল্লকহ্	স্বরবৃত্ত ছন্দে	৪ + ৪ + ৪ + ৪ ৪ + ৪ + ৪ + ৪	

উদাহরণ

এই কি নীরব | জীর্ণ মলিন | আবাস ভূমি | উম্মে 'আফার।
দরাজ মুত | সল্লাম মাঝে | রিক্ত ভিটা | আমার প্রিয়ার ॥

কবিতার সংখ্যা	ছন্দের নাম	মাত্রা-সংখ্যা	মন্তব্য
৪। চতুর্থ মু'অল্লকহ্	স্বরবৃত্ত ছন্দে	৪ + ৪ + ৪ + ৪ ৪ + ৪ + ৪ + ৪	উদাহরণ অনুবাদ দ্রষ্টব্য
৫। পঞ্চম "	ঐ	ঐ	ঐ
৬। ষষ্ঠ "	ঐ	ঐ	ঐ
৭। সপ্তম "	অক্ষরবৃত্ত ছন্দে	৮ + ১০ ৮ + ১০	

উদাহরণ

'আসমা' প্রেয়সী মোর | বিদায়ের জানালো খবর।
কত জন পীড়া দেয় | কাছে যারা থাকে নিরন্তর ॥

ইহা হইতে দেখা যাইবে, সাতটি গীতিকার মধ্যে পাঁচটিকে আমি 'স্বরবৃত্ত' ছন্দে অনুবাদ করিয়াছি এবং মাত্র দুইটি গীতিকাকে আঠার মাত্রার 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দে

রূপান্তরিত করিয়াছি। আমার মনে হইয়াছে, 'স্বরবৃত্ত' ছন্দই গীতিকাগুলির অনুবাদে প্রশস্ততর। তবে, রুচি পরিবর্তনের অর্থাৎ ছন্দের একঘেঁয়েমি পরিবর্তনের জন্য উভয় ছন্দ ব্যবহার করিয়াছি, নতুবা ইহার অন্য কোন বিশেষ কারণ নাই। অধিকন্তু, অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, ইহার অধিক কিছু করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং ক্ষমতাও আমার নাই।

বলাবাহুল্য, এই অনুবাদ ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন নহে। ইহার জন্য আমার অযোগ্যতাই প্রধানতঃ দায়ী। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেবের ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতায় ইহার বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি শোধরাইবার পরও ছোটখাটো দোষ যে থাকিয়া যায় নাই, তেমন কথা বলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। তৎসম্বন্ধে কেহ দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার স্বীকৃতি দিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া লইব।

মু'অল্লকহ্-গুলির অধিকাংশই আমাদের আরবী-মাদ্রাসাগুলির উচ্চতম শ্রেণীর এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আরবী-বিভাগের ছাত্রদের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত। এতদ্ব্যতীত ইহাদের কিছু কিছু সাধারণ পাঠকও আছেন, অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যাহাতে এই উভয় শ্রেণীর, বিশেষ করিয়া আরবী-ছাত্রদের উপকারে আসে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মু'অল্লকাত্-এর বর্তমান কাব্যানুবাদ বিস্তৃত আলোচনাসহ প্রকাশিত হইল। ইহাতে এই উভয় শ্রেণীর পাঠকের কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও আমার শ্রম সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।

পরিশেষে, কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড মু'অল্লকাত্-এর অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া আরবী-ভাষার প্রতি যে-দরদের এবং পূর্ব-পাকিস্তানের আরবী মাদ্রাসা সমূহে বাংলা প্রচলনের প্রতি যে-দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য দেশ তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং আমিও তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি

ঢাকা
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ইং।

আরজ গুজার
নূরুদ্দীন আহ্‌মদ

আরবী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

(মুখ্যতঃ ফার্সী এবং গৌণতঃ আরবী-ভাষার দীর্ঘ-চর্চাসূত্রে এই দুই ভাষার বহু শব্দ আজ বাংলা-ভাষার অঙ্গীভূত। এই শব্দগুলি এখন বাংলা-উচ্চারণ ও বাংলা-ব্যাকরণ দ্বারা ন্যূনাধিক প্রভাবিত। ভাষাতাত্ত্বিক কারণে এই সমস্ত শব্দের বিশুদ্ধায়ন একান্তই অবাঞ্ছিত। এই জাতীয় শব্দের কথা বাদ দিয়া, ধর্মীয় কারণে কু়র্‌আন্-হদীথ্-এর মূল-পাঠের, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে আরবী নামের এবং নির্ভুলতার খাতিরে অভিধান (lexicon), অভিসন্দর্ভ (thesis) প্রভৃতিতে ব্যবহৃত আরবী শব্দাদির উচ্চারণ-বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য বাংলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরবী বর্ণমালার প্রতিবর্ণীকরণ-রীতি অনুসৃত হওয়া আবশ্যক।)

আরবী-বর্ণমালার বাংলা-প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি

ব্যঞ্জন-বর্ণ		স্বরবর্ণ		ব্যঞ্জন-বর্ণ	
বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিস্বর	আরবী স্বরধ্বনি	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ
ধ়	ض	অ	ـَ	ঊর্ধ কমা ’	ا = ء
ত্ব	ط	ি = ই	ـِ	ব	ب
জ়	ظ	উ = ু	ـُ	ত	ت
উল্টা কমা ‘	ع	অন্	ـً	থ়	ث
ঘ	غ	ইন্	ـٍ	জ়	ج
ফ	ف	উন্	ـٌ	হ	ح
ক়	ق	্ (= হস্ চিহ্ন)	ـْ	খ	خ
ক	ک	আ = া	أ ، ـَ ، ا	দ	د
ল	ل	আ = া	آ	দ়	ذ
ম	م	ঈ = ী	ىٰ ، ـِ ، ا	র	ر
ন	ن	ঊ = ূ	وْ ـُو	য	ز
ব়	و	ঔ = ৌ	وْ ـَ	স	س
হ়	ة = ہ	ঐ = ৈ	ىْ ـَ	শ	ش
য়	ى	বর্ণদ্বিত্ব-চিহ্ন	ـّ	স্ব	ص

দ্রষ্টব্য ঃ- শব্দের অন্তে বা মধ্যে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণে 'হস্' চিহ্ন না থাকিলে তাহাকে 'অ'-কারান্ত উচ্চারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ

য়ুদক্‌কিরানী তুলূ'উ-শ্‌-শম্‌সি স্বখ্‌রান্ ;
ব্ব-অদ্‌কুরুহূ লি-কুল্লি ঘুরূবি-শ্‌-শম্‌সি ॥

অনুবাদ

সূর্যোদয় হায়, জাগায় হৃদয়ে 'সখর'-করুণ-স্মৃতি ;
সেই স্মৃতি পুনঃ রাঙা হয়ে জাগে গোধূলি বেলায় নিতি।

'অস্-সব্'উ-ল্-মু'অল্লকাঁত

বা

ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তক

(প্রথম খণ্ড)

প্রস্তাবনা

[১]

আরব, আরব-জাতি ও আরবী-ভাষা

'আরব' ও 'আরবী' শব্দদ্বয় বাংলা-ভাষায় স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত বিদেশী শব্দগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ভাষায় 'আরব' শব্দে মুখ্যতঃ এই নামের দেশটিকে এবং গৌণতঃ এই নামধারী দেশের অধিবাসীকেও বুঝাইয়া থাকে ; আর 'আরবী' শব্দে ঐ ভূখণ্ডের ভাষা এবং আরব দেশের বাসিন্দাকেও বুঝায়।

'আরবী' খাস সেমীয় একটি বিশেষ্য শব্দ এবং ইহার মূল সেমীয় রূপ عَرَب - 'অবব। ব্যুৎপত্তিগতভাবে, এই সেমীয় শব্দটির অর্থ—'মরুভূমি' অথবা 'মরুবাসী'। এই অর্থে ব্যবহৃত 'হিব্রু' (আরবী, —'ইব্‌রানী - عِبْرَانِی) নামক আর একটি সেমীয় গোষ্ঠীর ভাষার 'এরেব্' শব্দ এই প্রসঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। 'ওল্ড্ টেস্টামেন্টের' সাক্ষ্যই এই ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য : জেরিমিয়ায় (সময় খ্রীস্টপূর্ব ৬২৬ হইতে ৫৮৬ অব্দের মধ্যবর্তী) দেশের নাম হিসাবে 'আরব রাজন্যবর্গ' (২৫ : ২৪) কথা ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহা হইতে মনে হয়, খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে মরু-অঞ্চল লইয়া গঠিত আরব-দেশ 'অরব (عَرَب) নামে চিহ্নিত হইতেছিল। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে 'অরব শব্দে এই উপদ্বীপের অধিবাসীকেও বুঝাইতে থাকে (History of the Arabs, 5th Edition, —P. K. Hitti, pp. 41-45)। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে আসিয়া আরব-দেশ বুঝাইতে 'অরব, আরবের শহর-বন্দর-গ্রামবাসী স্থায়ী মানুষ বুঝাইতে 'অরবী এবং এই দেশের ভাষা বুঝাইতে 'অরবীয়হ যে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহা কুরআন-হদীথ অভিজ্ঞ মুসলমানের নিকট সুবিদিত। বাংলা-ভাষায় শব্দটি "আরব" ও "আরবী" রূপে স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

মরু-আরবের যাযাবর অধিবাসীকে বাংলায় 'বেদুঈন' বলা ও লেখা হয়। ইহা এই অর্থবহ আরবী বদৱীয়ুন = بَدَوِى শব্দের বাংলা রূপ। আরবী-ভাষায় ইহা একটি সাধিত-শব্দ ; 'মরুস্থল' অর্থে এই ভাষার বদৱ = بدو ধাতু হইতে শব্দটির উৎপত্তি। আরবের মরু-অঞ্চলের যাযাবর শ্রেণীর বাসিন্দাকে প্রাচীন কালে যেমন বদৱী = بدوى বা মরুবাসী বলিত, এখনও তাহাদিগকে সেই নামেই চিহ্নিত করা হয়। মু'অল্লকাত এই বেদুঈন-জীবনের একখানি অদ্ভুত আলেখ্য বলিয়া যথাস্থানে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

আরব জন-সমষ্টি সেমীয় গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। ইঁহারা হধরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র 'সাম'-এর (বাইবেলের Shem son of Noah) বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। এই নাম 'সাম' = سام হইতেই বাংলায় ইঁহাদিগকে 'সেমীয়' এবং ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় Semitic, Semitischen, Semitiques নামে পরিচিত করা হয়। সমগ্র আরব উপদ্বীপেই এই সেমীয় মানব-গোষ্ঠীর বাস। তবে উত্তর প্রদেশগুলির, বিশেষ করিয়া হিজায ও মধ্যদেশীয় নজদ-এর মরুভূমির অধিবাসীরা যাযাবর জীবন তাঁবুতেই কাটাইয়া দিতেন। আর, দক্ষিণের ... যমন্ ও হধরমৌত্-এর অধিবাসীরা উন্নত সভ্যতার পত্তন করিয়া স্থায়ী জীবন-যাপন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই সেমীয় মানব-গোষ্ঠী বহু শাখায় বিভক্ত ও বহু গোত্রে বিখণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের যতগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল, তন্মধ্যে গোত্রগত প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা ও উন্নাসিক-বংশ-মর্যাদাবোধ ছিল ... ।

এই মহান সেমীয় মানব-গোষ্ঠীর বহু শাখাকে কেন্দ্র করিয়া যুগে যুগে বহু বিশিষ্ট সভ্যতা জন্মলাভ করিয়াছিল। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও খনন-কার্যের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, অতীতে আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে বাবিলনীয়, আসিরীয়, কালদীয়, ইব্রানীয়, ফিনিসীয়, ঘস্সানীয়, নবতীয় প্রভৃতি মধ্যাঞ্চলে হিজাযের মক্কা ও য়থ্‌রিব (পরে 'মদীনা') শহরের বাণিজ্য ও ধর্ম-ভিত্তিক সংস্কৃতি প্রভৃতি এবং দক্ষিণাঞ্চলে সবয়ানীয়, আবিসিনীয়, মাওনীয়, হিময়ারীয় প্রভৃতি সভ্যতার উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয় ঘটে। অধিকন্তু, উত্তরাঞ্চলের থমূদ ও দক্ষিণাঞ্চলের 'আদ জাতির সভ্যতার উত্থান-পতনের কথাও কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই সমস্ত সেমীয় সভ্যতার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। যাহা আছে, তাহা হয় কিংবদন্তীমূলক, না হয় প্রত্নতত্ত্বনির্ভর। খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত পাথুরে-প্রমাণের সাহায্যে এ-যাবৎ যে-সমস্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে এই সমস্ত সভ্যতার কতকগুলি খণ্ডচিত্র ব্যতীত কোন ধারাবাহিক ইতিহাস আজও পুনর্গঠিত হয় নাই। তদ্দ্বারা এক সভ্যতার সহিত অন্য সভ্যতার কোন প্রকৃত যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে, এই সভ্যতাগুলির উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয়-কাল সম্বন্ধে যে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করা যায়, তাহা হইতে সঠিকভাবে বলিতে পারা যায় যে, এই সেমীয় সভ্যতাগুলি খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার (৩০০০) হইতে খ্রীস্টপর পাঁচ শত (৫০০) অব্দের মধ্যে কোন-না-কোন সময়ে সগৌরবে বিদ্যমান ছিল।

বর্তমানে আরবীই সেমীয় মানব-গোষ্ঠীর একমাত্র জীবন্ত ভাষা। এতদ্ব্যতীত সেমীয় ভাষা আরও কয়েক বর্গে বিভক্ত ছিল। এই ভাষাবর্গগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার এই স্থলে নিষ্প্রয়োজন। ইহাদের লিপিমালাও পৃথক্ ছিল। পৃথক্-পৃথক্ সেমীয় ভাষাবর্গ পৃথক্-পৃথক্ সেমীয় লিপিতে যে শিলালেখমালা হাজার হাজার বৎসর আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া মানুষের কাছে তাহাদের গোপন তথ্য আজ খুলিয়া ধরিয়াছে, কালানুক্রম অনুসারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে এইভাবেই সাজাইয়াছেন ঃ —

(ক) খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ হইতে ৫০০ অব্দের মধ্যে বাবিলনীয় ও আসিরীয় বর্গের সেমীয় ভাষার শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(খ) খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ হইতে সেমীয় ভাষার 'ইবরানীয় বা হিব্রু বর্গের শিলালেখগুলি উৎকীর্ণ হইতে থাকে।

(গ) খ্রীস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ হইতে খ্রীস্টপর ৬০০ অব্দের মধ্যে দক্ষিণ আরবের সবয়ানীয় ও হিময়ারীয় বর্গের সেমীয় ভাষার শিলালিপিগুলি খোদিত হইয়াছিল।

(ঘ) খ্রীস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ হইতে আরমেইক বর্গের সেমীয় ভাষার শিলালেখগুলি খোদিত হইতে থাকে।

(ঙ) খ্রীস্টপূর্ব ৭০০ অব্দ হইতে ফিনিসীয় বর্গের সেমীয় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির নিদর্শন মিলিতেছে।

(চ) ৩৫০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ইথিওপীয় বর্গের সেমীয় ভাষায় খোদিত শিলালিপি পাওয়া যাইতেছে।

(ছ) ৫০০ খ্রীস্টাব্দ হইতে আরবী বর্গের সেমীয় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির নিদর্শন মিলিতেছে। হলব বা আলেপ্পোর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত 'যবদ' নামক স্থানে আবিষ্কৃত ৫১২ খ্রীস্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি ত্রৈভাষিক (সিরীয়, গ্রীক ও আরবী) শিলালিপি এবং 'হর্রান' নামক স্থানে আবিষ্কৃত ৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি দ্বৈভাষিক (গ্রীক ও আরবী) শিলালিপি এই উক্তির পরিপোষক।

এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আরবী-ভাষা সেমীয় ভাষাবর্গের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। এতৎসত্ত্বেও, সেমীয় ভাষাবর্গের মূলরূপের সহিত আরবী বর্গের সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ, এই ভাষার অন্য বর্গের সহিত ইহার সম্বন্ধ তেমন নিকটবর্তী নহে। বর্তমানে আরবী-ভাষাই সেমীয় ভাষাগোষ্ঠীর একমাত্র জীবন্ত প্রতিনিধি হইলেও, ইস্রাঈল জাতি এই ভাষার মৃত হিব্রু-বর্গকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বিশেষ সচেষ্ট।

বলা বাহুল্য, প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে যখন আরবী-ভাষায় "মু'অল্লকাত" রচিত ও চর্চিত হইয়াছিল, সেই ভাষার সহিত আধুনিক আরবী-ভাষার পার্থক্য যথেষ্ট। আরবী জীবন্ত ভাষা বলিয়া এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক, কেননা প্রত্যেক জীবন্ত ভাষাই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আরবী অধুনা প্রায় দশ কোটি

লোকের মাতৃভাষা। তাঁহারা এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছেন।

[২]

ঐয়াম্-'ল্-জাহিলীয়হ্

(أَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ)

বা

অজ্ঞতা-যুগ

" 'অস্-সব্'উ-'ল্-মু'অল্লকাত" বা 'ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তক' প্রাগৈসলামিক আরবী কাব্য-কুঞ্জের পুষ্পিত প্রসূন। এই সময়ের রূপে-রসে ও আবহাওয়ায় এই গীতিকা-গুলি পরিপুষ্ট। যেই পরিবেশে ও পটভূমিতে এই অমূল্য গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছিল এবং যাঁহারা এই সময়কার সংস্কৃতিতে মানুষ হইয়া এই গীতিকাগুলির চর্চা ও উপভোগ করিতেন, সেই যুগকেই আরব-ঐতিহাসিকগণ "ঐয়াম্-'ল-জাহিলীয়হ্ বা 'অজ্ঞতা-যুগ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আমাদের মতো আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে এই কাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করা কঠিন। অথচ, এই কাল সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকিলে, অথবা আধুনিক যুগের মাপকাঠি দিয়া এই কালকে বিচার করিলে, "মু'অল্লকাত" বুঝা ও উপভোগ করার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। প্রধানতঃ এই কারণেই "ঐয়াম্-'ল্-জাহিলীয়হ্" বা 'অজ্ঞতা-যুগ' সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া এই যুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে। তবে, এই অনুচ্ছেদে "মু'অল্লকাত"-এর প্রেক্ষিতে 'অজ্ঞতা-যুগের একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হইল।

স্মরণাতীত কাল (হধ্রত্ আদম্ 'অলৈহি-স্-সলাম-এর কাল) অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে শুরু করিয়া ইসলাম-ধর্মের অভ্যুদয় (৬১০ খ্রীঃ) পর্যন্ত বিশাল ও বিস্তৃত সময়কে মুসলিম ঐতিহাসিকেরা সচরাচর "ঐয়াম্-'ল-

জাহিলীয়হ্" বা 'বর্বর-যুগ', 'অসভ্য-যুগ', 'মূর্খতার যুগ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়া থাকেন। আমরা তাহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছি 'অজ্ঞতা-যুগ'। একটু পরেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে। যে সমস্ত মুসলমান ঐতিহাসিক সমগ্র প্রাগৈসলামিক কালের জন্য "ঐয়ামু-ল্-জাহিলীয়হ্" কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তবরী (৮৩৮-৯২৩), মস্'উদী (মৃ: ৯৫৬) প্রভৃতির ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকগণও রহিয়াছেন। তাঁহারা এই কথাটিকে যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে 'বর্বর-যুগ', 'মূর্খতার যুগ'। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই "জাহিলীয়হ্" (جاهلية) শব্দটি কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলিতে পারা না গেলেও, কুর্আন্ শরীফ হইতে শব্দটি গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে। শব্দটি 'বর্বরতা', 'মূর্খতা', 'অসভ্যতা' প্রভৃতি অর্থে কুর্আন্ শরীফের চারি ক্ষেত্রে (৩:১৪৮; ৫: ৬৫; ৩৩: ৩৩; ৪৮: ২৬) ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং, শব্দটি আরব ঐতিহাসিকদের অজ্ঞাত ছিল না।

প্রাগৈসলামিক যুগের সবটুকুকে মুসলিম্ ঐতিহাসিকগণ যেরূপ পাইকারীভাবে 'বর্বর-যুগ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন, তাহা করা যায় কি না, এই স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে; অথবা, ইসলামের অভ্যুদয়-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ ৬১০ খ্রীস্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া তৎপূর্ববর্তী কতকাল পর্যন্ত জাহিলীয়হ্ শব্দ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বুঝানো হইয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

ইসলাম প্রচারের পূর্বে, অবশ্য দীর্ঘদিন পূর্বে নহে, আরবে যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা বর্তমান ছিল, তাহাকে নিছক বর্বর-যুগীয় বলা যায় না। কারণ, 'বর্বর-যুগে' মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় বনে-জঙ্গলে বাস করিত, ফলমূল খাইয়া ও পশু-পক্ষী শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত। 'বর্বর-যুগ' বলিতে মানব-সমাজের যে আদিম অবস্থা সচরাচর বুঝাইয়া থাকে বলিয়া উল্লেখ করা হইল, ৬১০ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরবের অবস্থা তেমন ছিল না। ইতিহাসই তাহার প্রধান সাক্ষী—আরবের সেই সময়কার মানুষ সভ্যতার বেশ উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন। আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এই আরবেই খ্রীস্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ হাজার বছর আগে হযরত ইবরাহীম, প্রায় ১০০০ হাজার বছর আগে হযরত সুলেমান এবং ইসলামের মাত্র ৬০০ ছয়শত বছর আগে হযরত

'ঈসা মসীহ্ (আঃ) জন্মগ্রহণ ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা বিকৃত ও বহুলাংশে ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু সেগুলি আরবের জনসাধারণের জীবনের মান যে বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই দেখিতে পাই, সেই সময়কার আরবের মানুষ সংস্কৃতি ও সভ্যতার বেশ উচ্চস্তরে উন্নীত। তখন তাঁহারা যে বন্য বর্বর-জীবন যাপন করিতেন না (যদিও 'বেদুঈন'-গণ মরুভূমিতে যাযাবর-জীবন তাঁবুর মধ্যে কাটাইতেন, তাহা বন্য-জীবন ছিল না), এমন নহে, তাঁহারা লোকালয়ে, তাঁবুতে, গ্রামে, শহরে ও বন্দরে সুসভ্য মানুষরূপে বাস করিতেন: চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রীড়া-কৌতুক, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, পূজা-অর্চনা, চারু ও কারু-কলা, ধর্ম ও অধর্ম, সুনীতি ও দুর্নীতি, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি উন্নত প্রকৃতির মানব-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত তাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন। মক্কা তখন সমগ্র আরবের তীর্থক্ষেত্র ও প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। কাবা (ক'বহ্) তখন ইহার প্রধান মন্দির ও কুরৈশ-সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মন্দিরের পুরোহিত। বিশেষ করিয়া, যখনকার শিলালিপিতে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্য-শিল্পে, কাব্যে, গানে, কথায় ও কাহিনীতে সমসাময়িক আরব-জীবনের উজ্জ্বল, ভব্য ও শালীন চিত্র আজও বিধৃত ও দেদীপ্যমান, সেই যুগ যে অধুনাপ্রচলিত ধারণানুযায়ী "জাহিলীয়হ্" বা 'বর্বর-যুগ' ছিল, এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আর যাহাই করুন, ইসলাম পূর্ববর্তী (প্রাগৈসলামিক) অনন্ত ও অজ্ঞাত কালের সবটুকুকে "ঐয়্যামু-'ল্-জাহিলীয়হ্" বা 'বর্বর-যুগ' নামে অভিহিত করিয়া ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের পরিচয় দেন নাই। কারণ, ইতিহাস বস্তুসাপেক্ষ ও সময়নির্ভর। সময়ের সুস্পষ্ট ধারণা যে-কাহিনী দিতে পারে না, তাহা যথার্থ ইতিহাস নহে। ইসলাম-পূর্ববর্তী অনির্ণীত অসীম সময়ের ইতিহাস তবরী, মস্'উদী প্রভৃতির সময়ে যেমন অজ্ঞাত ছিল, আজও তেমন আছে, ভবিষ্যতেও তেমন থাকিবে। আরব ও মিসর দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খনন-কার্যের ফলে খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ-ছয় হাজার বছরের ইতিহাসের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ এখনকার ঐতিহাসিকেরা আবিষ্কার করিলেও, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা এখনও উপাদানের অভাবে সম্ভবপর হয় নাই। আরব ঐতিহাসিকেরাও আরব প্রাগৈসলামিক যুগের যে-ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশকে ইতিহাস বলা যায় না।

তবে, ইসলাম পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর বিবরণকে খাঁটি ইতিহাস বলা না গেলেও, ইতিহাসের কাঁচা-উপাদান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

প্রাগৈতিহাসিক কালকে পূর্বাপর "ঐয়ামুল-'ল্-জাহিলীয়হ্" বা 'বর্বর-যুগ' বলিতে গিয়া আরব ঐতিহাসিকগণ সময়ের সীমারেখা চিহ্নিত করিবার জন্য যে-মাপকাঠি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ইসলামের অনুপস্থিতির কাল। ইসলামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার ফলে, ইসলাম-পূর্ববর্তী পৌত্তলিক আরব-জীবনের প্রতি তাঁহাদের অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, এমন কি কখনও কখনও শ্লেষও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার না হইলেও, ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে। কেন না, বিষয়-নিরাসক্তি ও আত্মনির্লিপ্ততা ঐতিহাসিকের একটি বিশেষ গুণ। তিনি যে ইতিহাস লিখিবেন, যাঁহাদের ইতিহাস রচনা করিবেন, যে-দেশের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবেন, তাহা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখিবেন, উন্মুক্ত ও অপক্ষপাত দৃষ্টিতে ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দান করিবেন,—ইহাই হইল ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি সম্বন্ধে একটি সর্ববাদিসম্মত মত।

ইসলামের অনুপস্থিতি-কালকে ইতিহাসের প্রারম্ভ হিসাবে ধরিয়া লওয়ায়, আরব-ঐতিহাসিকগণ সহজেই প্রাগৈসলামিক যুগকে অবিমিশ্রভাবে "জাহিলীয়হ্" বা 'বর্বর-যুগ' বলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইসলামই সভ্যতার একমাত্র মাপকাঠি—এমন একটা ধারণা ইহার পশ্চাতে ক্রিয়া করিয়া থাকিবে। এইরূপ ধারণা যে অবৈজ্ঞানিক ও একদেশদর্শী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই উল্লেখিত ঐতিহাসিকদের বর্ণিত প্রাগৈসলামিক যুগের বর্ণনায় এই সময়কার আরব-সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রকৃত রূপ সর্বত্র সম্যক্রূপে বিধৃত হয় নাই। ফলে, আলোচ্য বিষয়ের ইতিহাস সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাই, এখনও নানা লিখিত ও অলিখিত, বিশেষ করিয়া, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হইতে প্রাগৈসলামিক যুগের আরবের ইতিহাস রচিত হইতেছে।

এই স্থলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং প্রাগৈসলামিক যুগ,—এই দুইটিকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। প্রাগৈসলামিক (জাহিলীয়হ্) যুগ বা কাল (ঐয়াম,—একবচনে য়ৌম) বলিতে আরব ঐতিহাসিকগণ যাহা বুঝাইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এই ঘোষণা অনুসারে ঠিকভাবে কাজ করিতে পারেন নাই। জাহিলীয়হ্-যুগের যে-সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান

তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কাল একসঙ্গে বিজড়িত। ইহার মধ্য হইতে জাহিলীয়হ্-যুগের ঐতিহাসিক-কালকে পৃথক্ করিয়া লইতে হইলে, দেখা যায়, এই কালের দৈর্ঘ্য কিছুতেই দেড়শত বৎসরের অধিক নহে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ৪৭০ হইতে ৬২২ অব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কার্যতঃ, এই দেড়শত (৪৭০-৬২২ খ্রীঃ) বৎসরই ঐতিহাসিক জাহিলীয়হ্-যুগ। ইহাকে টানিয়া আগের দিকে বড়জোর আরও একশত বৎসর পর্যন্ত নেওয়া যাইতে পারে। যে-কারণে ঐতিহাসিক জাহিলীয়হ্-যুগের উপর্যুক্ত সীমা নির্দেশ করা হইল তাহা এই ঃ—

(ক) অল্-হীরহ্-এর "লখ্মিদ্"-বংশীয় রাজা প্রথম 'ইম্রু'উ-ল্-কৈস্ (মৃত্যু—৩২৮ খ্রীঃ)-এর কবরে ৩২৮ খ্রীস্টাব্দে যে-সমাধিলিপি (epitaph) উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে আদিমতম আরবী লিপির নমুনা মিলিতেছে। অতঃপর, ৫১২ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ হল্ব্-এর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত যবদ্-এর আরবী শিলালিপি, ৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে উৎকীর্ণ হর্রান-এর অল্-লজ নামক স্থানে আবিষ্কৃত আরবী শিলালেখ এবং এই একই শতাব্দীতে উৎকীর্ণ উম্মু-ল-জিমাল্ নামক স্থানে লব্ধ আর একটি আরবী শিলালিপি প্রাগৈসলামিক জাহিলীয়-যুগের ঐতিহাসিক কালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে।

(খ) জাহিলীয়হ্-যুগে রচিত "মু'অল্লকাত" বা ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তকের প্রাচীনতম কবি হইতেছেন ইম্রু'উ-ল্-কৈস্ বিন্ হুজ্র্ বিন্ 'উমর্ কিন্দী। ইঁহার জীবন-কাল ৪৮০ হইতে ৫৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

(গ) পারস্যের প্রথম সাসানীয় রাজা অর্দশীর বাবকান (রাজ্যকাল—২২৬-২৪১ খ্রীঃ)-এর সময়ে ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে য়মনী বেদুঈনগণ হীরহ্ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহারা তনুখ, 'ইবাদ্ ও অহ্লাফ নামক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।

(ঘ) খ্রীস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে দমিশ্ক্ ও উহার অদূরবর্তী চতুর্দিকে ঘস্সানী বংশীয় আরবগণ ঘস্সানী-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সমস্ত তথ্য অনুধাবন করিলে, অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, ঐতিহাসিক জাহিলীয়হ্-যুগের কাল-পরিমাণ ৩০০ হইতে ৬০০ বছরের অধিক কিছুতেই নহে। এই সময়কে "জাহিলীয়হ্" নামে চিহ্নিত করার কারণ,— ইসলাম-পূর্ব যুগের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। নতুবা, এই যুগ যে 'বর্বর-যুগ' ছিল না, তাহা "জাহিলীয়হ্" শব্দটির অর্থ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। শব্দটির বহুল প্রচলিত অর্থ 'বর্বরতা', 'পৌত্তলিকতা', 'মূর্খতা' বটে এবং এই সমস্ত অর্থেই মুসলমানেরা শব্দটিকে এখনও বুঝিয়া থাকেন। এতৎসত্ত্বেও, শব্দটির দ্বারা বনে-জঙ্গলে অবস্থিত সেই আদিম মানবের বর্বরতা, পাশবিকতা ইত্যাদি বুঝায় না। এমন কি, তাহাদের 'অজ্ঞতা'ও নহে। ইহা দ্বারা সভ্য ও সংস্কৃতিবান প্রাগৈসলামিক মানুষের মধ্যে অসংস্কৃত বর্বরতা, অসংস্কৃত পাশবিকতা প্রতিহিংসাবৃত্তি, নৃশংসতা ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি অসামাজিক, বিধর্মীয় ও অশোভন আচরণ সমষ্টিকেই বুঝানো হইয়াছে এবং ইসলাম এইগুলির সংস্কার, সংশোধন ও উচ্ছেদ সাধনের জন্যই প্রচারিত হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই,- যেই জহ্ল (جهل) ধাতু হইতে জাহিলীয়হ্ (جاهلية) শব্দের উৎপত্তি, তাহার বিপরীতার্থক শব্দ 'ইল্ম্ (علم) বা জ্ঞান নহে, বরং হিল্ম্ (حلم) বা ভব্যতা' শালীনতা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই ভব্যতা ও শালীনতাই বিশ্ব-সভ্যতায় ইসলামের অপূর্ব অবদান। মোটের উপর, ইসলামের পূর্বে আরবের লোক বর্বর আদিম জীবন-যাপন করিত এমন নহে, বরং তাহারা ইসলামী ধর্মবোধ, নীতিবোধ ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, — এই কথাই জাহিলীয়হ্-শব্দ ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, প্রাগৈসলামিক আরবের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে অবহিত না হইলে, শুধু যে এই সময়ের আরবী কবিতা সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় না, তাহা নহে ; এমনকি, স্বয়ং ইসলাম-ধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতিকেও ভালরূপে বুঝিয়া উঠা কঠিন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, প্রাগৈসলামিক আরবের কোন সমসাময়িক ইতিহাস নাই। পরবর্তী ইসলামী যুগে এই ইতিহাস পুনর্গঠিত হইয়াছে ; এবং নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাদানের সাহায্যে এখনও এই ইতিহাস রচিত হইতেছে। যে-সমস্ত উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া প্রাগৈসলামিক যুগের আরব ইতিহাস পরবর্তী সময় রচিত হইয়াছে,

তন্মধ্যে সেই যুগের আরবী কবিতা ও তৎসূত্রে আরবী কবির কথাই প্রধানতঃ উল্লেখ করিতে হয়। সুতরাং, এই আলোচনা পৃথক্‌ভাবে করাই বাঞ্ছনীয়।

[৩]
প্রাগৈসলামিক আরব-কবি

(ক) প্রাচীন আরবে কবির মর্যাদা :-

"জাহিলীয়হ্"-যুগের আরবে কবিরা বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন এক একটি উপাখ্যানসর্বস্ব চরিত্র (legendary figure) এবং তাঁহাদের কবিতা আরবদের জবানীতেই 'অশ্-শি'রু দীৱানু-'ল্-'অরবি' বা 'কবিতা আরবদের ঘটনা-পঞ্জি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই আরবী প্রবচনের সার্থকতা কতখানি, তাহা ধীরে ধীরে উপলব্ধিত হইবে।

প্রাগৈসলামিক আরবদের দৃষ্টিতে কবি (শা'ইর, বহুবচনে শু'অরা) ছিলেন একজন অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী জ্বিন্ন্ অথবা শৈত্বান্-আশ্রিত (শয়তান) অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান মানব। সুতরাং, তিনি মানুষ হইয়াও 'মানুষ'-রূপে গণ্য হইতেন না। ফলে, তখনকার আরবে কবির জন্ম ছিল একটা অসাধারণ ঘটনা। কোন বেদুঈন পরিবারে কবির আবির্ভাব ঘটিলে প্রতিবেশীরা, এমন কি দূরবর্তী স্থানের লোকজনও, এই পরিবারের চতুষ্পার্শ্বে ভীড় জমাইত এবং তাহাদের পরম সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিত ও অভিনন্দন জানাইত। সেই উপলক্ষে বিবাহ প্রভৃতি উৎসবের ন্যায় গীতবাদ্য, আমোদ-প্রমোদ ও ভোজের আয়োজনও হইত। অধিকন্তু, গোত্রের ছোট-বড় সকলেই সকলকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইত। কারণ, তাহারা মনে করিত কবি গোত্রীয় মর্যাদার রক্ষাকবচ, সুনাম-সুখ্যাতির অফুরন্ত উৎস এবং কীর্তিমালা ও যশোরাশিকে অমরত্ব দান করিবার একমাত্র উপায়।

আরও দেখা যায়, প্রাচীন-আরবে কবিরা দৈববাণীবাহীরূপে সচরাচর প্রত্যাদৃত ছিলেন। যখন গোত্রের মধ্যে শান্তি বিরাজ করিত, তখন তাঁহারা গোত্রের দৈনন্দিন জীবনের দিশারী রূপে কাজ করিতেন এবং যখন গোত্রের সহিত অন্য গোত্রের

যুদ্ধ চলিত, তখন তাঁহারা আপন আপন গোত্রের সেনানায়ক রূপে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন। কোন নূতন চারণভূমির সন্ধান পাওয়া গেলে, গোত্রভুক্ত সকলেই সেই গোত্রের কবির নিকট পরামর্শের জন্য ছুটিয়া যাইত এবং তাঁহারই নির্দেশে তাহারা তাঁবু উঠাইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিত। শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত যাযাবর বেদুঈন যখন কোন কূপের পানি পান করিতে কিংবা তাহাতে অবগাহন করিতে যাইতেন, তখন তাহাদের কবি তাহাদের পুরোভাগে থাকিতেন।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কবি-কৃতি (শা'ইরী) উন্নত হইতে থাকিলে, কবির কাজ বহুগুণে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। গোত্রের প্রত্যাদেশবাহী, দিশারী, প্রবক্তা, সেনাপতি ও মুখপাত্ররূপে যুদ্ধাবস্থা ও শান্তিতে কবি যে-ভূমিকা পালন করিতেছিলেন, তদুপরি তাঁহাকে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের ভূমিকাও গ্রহণ করিতে হয়। এই শেষোক্ত ভূমিকাদ্বয় পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে গোত্রের বংশ-লতিকা ও লোক-কাহিনী, অতীত গৌরব ও কৃতিত্ব এবং অধিকার ও অনধিকার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে হইত। অধিকন্তু, সময় মতো প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রকে কবিতার মধ্যস্থতায় জব্দ করিবার জন্য, তাহাদের ব্যক্তি ও গোত্রগত দুর্বলতা এবং অতীত অকৃতকার্যতা সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল হইতে হইত। কাব্য সৌন্দর্য ও গুণাগুণের কথা বাদ দিলেও, দেখিতে পাওয়া যায় যে, আরবদের প্রাচীন কবিতা তখনকার দিনের সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপাদান। এই কবিতা প্রাগৈসলামিক আরব জীবনের নানা দিক সুন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। তাই, আরব ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন, الشعر ديوان العرب -- প্রাচীন আরবী কবিতা আরবদের ঘটনাপঞ্জি।

(খ) প্রাচীন আরবের আদর্শ কবি :-

প্রাচীন আরবের বেদুঈনদের মধ্যে যে-সমস্ত বিশেষ গুণ অত্যন্ত সমাদৃত ছিল, তন্মধ্যে যুদ্ধে শৌর্য, দুর্ভাগ্যে ধৈর্য, প্রতিশোধ গ্রহণে স্থৈর্য, দুর্বলের রক্ষায় আটল্য ও সবলের আক্রমণ-প্রতিরোধে অবিচলতা প্রভৃতিই প্রধান। প্রাচীন আরবের কবিরা অপরাপর গুণের সহিত এই সমস্ত গুণেও ভূষিত ছিলেন। এমন দুইজন প্রাচীন আদর্শ বীর-কবির কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা

হইতেছেন অয্দ-এর কবি **শন্ফরা** ও তাঁহার অতর্কিত আক্রমণের সহচর **ত'অব্বত্ব শর্রান**। তাঁহাদের উভয়েই রাহাজান, আইন-বহির্ভূত ও দ্রুত-ধাবনক্ষম ব্যক্তি এবং চমৎকার কবি ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে, শত্রুর প্রতিশোধ গ্রহণে অতৃপ্তির ব্যাপারে, শন্ফরা সম্বন্ধে যে-কাহিনী প্রচলিত, তাহা এইরূপ :

কথিত আছে, তিনি যখন অপোগণ্ড শিশু, তখন "বনূ সলমান"-গোত্র তাঁহাকে যুদ্ধবন্দিরূপে ধরিয়া লইয়া গিয়া প্রতিপালন করিতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন জন্ম-গোত্র সম্বন্ধে অবহিত হইলেন, তখন আপন গোত্রে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বনূ সলমান-গোত্রের একশত লোককে তিনি হত্যা করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে আটানব্বই জনকে হত্যা করার পর, শত্রু-গোত্রীয় ব্যক্তিগণ এক অতর্কিত আক্রমণে তাঁহাকে বন্দী করেন। আক্রমণকালে বন্দী হইবার পূর্বে তাঁহার সহিত শত্রুদের যে-ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়, তাহাতে তরবারির আঘাতে তাঁহার একটি হস্ত বাহুচ্যুত হইলে, তিনি আর এক হস্তে তাহা কুড়াইয়া লইয়া বনূ সলমান-গোত্রের একজনের মুখে সজোরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। ইহাতে তৎকর্তৃক নিহতের সংখ্যা নিরানব্বইতে গিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর, তাঁহাকে কাব্ করিয়া হত্যা করা হইল। তখনও তাঁহার প্রতিজ্ঞবদ্ধ হত্যার সংখ্যা পূর্ণ হইতে আরও একটি হত্যা বাকি। শন্ফরার খণ্ডিত মস্তক মাঠে ধূল্যবলুন্ঠিত হইতেছিল। তখন বনূ সলমান গোত্রের এক ব্যক্তি সেই পথে অন্যত্র গমন করার সময় শন্ফরার রৌদ্রদগ্ধ করোটিতে অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করিলে ইহার একটি টুক্রা এই ব্যক্তির পায়ে বিদ্ধ হয় এবং ক্ষতটি মারাত্মক হইয়া লোকটির মৃত্যু ঘটায়। ইহাতে শন্ফরার প্রতিজ্ঞানুসারে শততম হত্যা পূর্ণ হইল।

কবি হিসাবে এই শন্ফরার খ্যাতি প্রাচীন আরবী সাহিত্যে আজও অম্লান। তদ্রচিত সুবিখ্যাত কস্বীদহ্ বা কাহিনী-কাব্য "লামীয়তু-'ল্-'অরব" অর্থাৎ আরবী 'ল'-অন্ত্য অক্ষরে ছন্দোবদ্ধ কবিতাটি আরবী-সাহিত্যে সুবিদিত। এই সুদীর্ঘ কবিতায় শন্ফরা তাঁহার বীর্যবত্তা ও লুণ্ঠনসর্বস্ব জীবনের এক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

কবি ত'অব্বত্ব শর্রান্ তাঁহার সহকর্মী শন্ফরা-এর মত একটি চরিত্র। ইহা তাঁহার ডাকনাম বা উপনাম। তাঁহার প্রকৃত নাম হইতেছে, থাবিত্ বিন

জাবির্ বিন্ সুফ্যীয়ান্ ফহ্‌মী। কথিত আছে, একদা তাঁহার মাতা তাঁহাকে তাঁবু হইতে কক্ষপুটে এক তরবারি চাপাইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে দেখেন। শঙ্কিত-হৃদয়া মাতা কর্তৃক "থাবিত কোথায়" বলিয়া জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি উত্তর দিলেন "জানি না : সে এক ক্ষতিকর-বস্তু বগলে দাবাইয়া (ত'অব্বাত্ব শর্‌রান্) চলিয়া গিয়াছে।" এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার এই 'ডাকনাম' চালু হয়। তাঁহার কবিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে, (Vide Sir Charles Lyall's Ancient Arabian Poetry, p. 16) তিনি মরুভূমিতে যাযাবর-জীবন যাপন করিতেন। লুট-তরাজ করিয়াই তাঁহার জীবিকা অর্জিত হইত এবং শত্রুকে কখনও অতর্কিতে, কখনও বীরের মত সম্মুখ সংগ্রামে আক্রমণ করিয়া তাঁহার দিন কাটিত।

বলা বাহুল্য প্রাচীন আরবের কবিকুল এই জাতীয় জীবন যাপন করিতেন। যে-কবি যতই প্রাচীন, তাঁহার চরিত্র ততই বন্য-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে ভরপুর।

(গ) প্রাচীন আরবের কতিপয় প্রসিদ্ধ কবি :-

প্রাচীন আরবে অর্থাৎ প্রাগৈসলামিক যুগের আরব-দেশে কবির অভাব ছিল না। যুগধর্মে ইঁহারা কীর্তিমান পুরুষ বটে, তবে সুকীর্তির চেয়ে কুকীর্তির দিকেই তাঁহাদের প্রবণতা ছিল অত্যধিক। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন আরবের গোত্রপ্রীতি, বংশপরম্পরায় শোণিতাক্ত-প্রতিশোধ গ্রহণ, গোত্রে-গোত্রে ঝগড়া-ঝাটি ও যুদ্ধ বাধানো প্রভৃতি নানা কুকার্যের জন্য কবিগণ কুখ্যাত ছিলেন। এই সময়কার এই শ্রেণীর কবিগণকে লক্ষ্য করিয়াই কুরআন্ শরীফের 'অশ্-শু'রা' নামক অধ্যায়ে "কবিগণ বিপথগামীদের অনুসারী" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই সময়কার কবিদের মধ্যে মু'অল্লকাত্-এর কবিগণই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে তাঁহাদের মু'অল্লকাত্-এর অনুবাদের গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে। তথাপি এই স্থানে কেবল নাম উল্লেখ করা হইল :—

(১)	ইম্‌রু'উ-ল্-কৈস্	-	রচয়িতা	-	প্রথম মু'অল্লকহ্
(২)	তরফহ্-বিন্-অল্‌অব্‌দ্	-	"	-	দ্বিতীয় "
(৩)	যুহৈর-বিন্-'অবী সুল্‌মা	-	"	-	তৃতীয় "
(৪)	লবীদ-বিন্-রবীয়হ্	-	"	-	চতুর্থ "

(৫)	'অমর-বিন্-কুল্থূম্	–	রচয়িতা	–	পঞ্চম মু'অল্লকহ্
(৬)	অন্তরহ্-বিন্-শদ্দাদ্	–	"	–	ষষ্ঠ "
(৭)	হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্	–	"	–	সপ্তম "

"ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তকের" কবিগণের কথা বাদ দিলেও, আরও তিনজন প্রাগৈসলামিক যুগীয় কবির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহারা হইতেছেন, নাবিঘহ্, অল্-অ'শা ও 'অল্কমহ্। এই কবিত্রয়ের মধ্যে আরবী কাব্য-জগতে নাবিঘহ্ ও অ'শা শ্রেষ্ঠকবিদের অন্তর্গত বলিয়া সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ না-করিলেও 'অল্কমহ্ যে প্রাচীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(১) কবি নাবিঘহ্-এর আসল নাম যিয়াদ্-বিন্-মু'আবীয়হ্। তিনি দুবয়ান্-বংশোদ্ভূত ছিলেন। হীরহ্-রাজ নু'মান-বিন্-মুন্দির্ অবূ কাবূস্ (রাজত্ব-কাল ৫৮০-৬০২ খ্রীস্টাব্দ) কবির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুদের চক্রান্তে, তাঁহাকে হীরহ্-রাজদরবার ত্যাগ করিয়া ঘস্সান দরবারের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিছুদিন অবস্থানের পর তাঁহার সহিত হীরহ্-রাজের সমঝোতা হয় এবং আবার হীরহ্-রাজের অনুগ্রহ তিনি লাভ করেন। তিনি খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়। তবে, তিনি "যু-উম্মতিন্" বা ধর্মানুসারী বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইসলাম প্রচারের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার কবিতার সুরে গাম্ভীর্য ও ভাবে আন্তরিকতা দেখা যায়।

(২) কবি অল্-অ'শা – এর প্রকৃত নাম ছিল মৈমুন-বিন্-কৈস্। অল্-অ'শা শব্দের অর্থ "ক্ষীণদৃষ্টি-নর"। কি কারণে, কবিকে লোকে অল্-অ'শা বলিতেন, সে কথা জানা যায় নাই। তবে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ার জন্যও কবির ডাক-নাম "অল্-অ'শা" হইতে পারে। তিনি একজন পেশাদার চারণ-কবি ছিলেন। আরবের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বীণা বাজাইয়া পুরস্কার-দাতাদের স্তুতিগান গাহিয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। অধিকন্তু, সুরা ও সুরাপানের জলসার বর্ণনায় তাঁহার কবিতা অধিক স্ফূর্ত ও মূর্ত হইত

মৃত্যুর পর তাঁহাকে য়মামহ্‌ নামক স্থানের মনফুহায় কবর দেওয়া হয়। তাঁহার সমাধি পানোৎসব প্রমত্ত নর-নারীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

(৩) কবি 'অল্‌ক্মহ্‌'-এর প্রকৃত নাম 'অল্‌ক্মহ্‌-বিন্‌-'অব্‌দহ্‌। তাঁহার ডাকনাম ছিল "অল্‌-ফহল্‌"; ইহার অর্থ হইল 'ঘোটক'। এই ডাকনামের সার্থকতা কি, বলা যায় না। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটি ঘস্‌সানীয় হারিথ্‌-অল্‌-অ'রজ্‌-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়। ইহাতে কবি বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া হলীমহ্‌-যুদ্ধে কতিপয় স্বগোত্রীয় বন্দীর মুক্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই বন্দীদের মধ্যে আপন ভাই অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রও ছিল।

এতদ্ব্যতীত আরও বহু কবি প্রাগৈসলামিক যুগের একেবারে শেষের দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হধ্‌রত্‌ মুহম্মদ মুস্তফার (দঃ) অনুগত হস্‌সান-বিন্‌-থাবিৎ; তাঁহার প্রশংসা পরিকীর্তিত "বানত সু'আদ্‌" নামক কসীদহ্‌-এর রচয়িতা ক'অব-বিন্‌-যুহৈর; ভ্রাতৃবিলাপ রচয়িতা মুতম্মিম্‌-বিন্‌-নুবৈরহ্‌; খলীফহ্‌ হধরত 'উমর (রাঃ) কর্তৃক নির্বাসিত মদ্যগাথা-রচয়িতা অবু মিহ্‌জন্‌ এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতাবিশারদ অল-হুতৈ'অ (অর্থাৎ 'বামন') প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) প্রাচীন আরবের মহিলা-কবি :-

প্রাগৈসলামিক যুগে মহিলারাও কবিতা রচনা করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, তাঁহাদের কবিতায় রমণীসুলভ গুণের চেয়ে পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যই বেশী। তাঁহারা যে গান রচনা করিতেন, তাহার বিষয়-বস্তুতে কদাচিৎ ভালবাসা স্থান পাইত। মৃত্যুই যেন তাঁহাদিগের চিন্তাকে সর্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ফলে, তাঁহারা শোকগাথা (মরথিয়হ্‌) রচনাতে অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

প্রাচীন আরব মাহলা কবিদের মধ্যে যে নারী শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিণী, তাঁহার নাম খন্‌সা। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল তুমাধির্‌। ইসলাম প্রচারের অল্প কিছুদিন আগেই খন্‌সার আবির্ভাব ঘটে। তিনি যে সমস্ত শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার বীরভ্রাতা মু'আবীয়হ্‌ এবং সখ্‌র্‌-এর বর্শাবিদ্ধ হইয়া অকাল-মৃত্যুবরণ উপলক্ষে লিখিত শোক-গীতিই করুণতম। সখ্‌র্‌-এর হত্যায় ব্যথিত হইয়া তিনি যে শোকগীত রচনা করেন তাহার

একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :-

য়ুদক্‌কিরুনী ত্বুলু'উ-'শ্‌-শম্‌সি স্বখ্‌রান্ ;
ব-অদ্‌কুরুহ্‌ লি-কুল্লি ঘুরূবি-শ্‌-শম্‌সি ॥
সূর্যোদয় হায়, জাগায় হৃদয়ে 'সখর'-করুণ-স্মৃতি ;
সেই স্মৃতি পুনঃ রাঙা হ'য়ে জাগে গোধূলী-বেলায় নিতি ॥

[8]

প্রাগৈসলামিক আরবী কবিতা

(ক) আরবী কবিতার উদ্ভব :-

পৃথিবীর যাবতীয় দেশের কবিতার ন্যায় আরব-দেশের কবিতার উদ্ভব-কাল সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। সকল দেশের মতো কবিতাতেই আরবী-সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ হয়। এখানে উল্লেখ করিতে হয় যে, অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলিয়া বিবেচিত কবিদের দ্বারাই আরবী কবিতার অনিশ্চিত উদ্ভব সূচিত হয়। তৎপূর্বে আরবী-ভাষার কোন সাহিত্যিক রূপ লক্ষ্য করা যায় নাই।

এতৎসত্ত্বেও, ইহা নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লওয়া যায় যে, প্রাচীন আরবী-সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝাইত, তাহা ছিল সজ' (سجع) বা প্রবহমাণ-গদ্য। ইহাকে মাত্রাবর্জিত ছন্দোবদ্ধ গদ্যও বলা যায়। বলা বাহুল্য, হধ্‌রত মুহম্মদ মুস্তফাকে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল ; কারণ ক্বুর্‌আন শরীফের ভাষা ছন্দোবদ্ধ গদ্য। ইহা দ্বারা এই সত্যই প্রমাণিত হইতেছে যে, আরবী কবিতার মাত্রা আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও, ইহার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হইত। সজ' পরে নিছক গদ্যরূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং লেখ্য অথবা কথ্য রীতিতে বাগ্মিতার বিশেষ নিদর্শনরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আরবী কবিতার উদ্ভব ও উহার কাল অতীতের অন্ধকার-গর্ভে বিলীন হইয়া গেলেও, প্রসিদ্ধি আছে যে, বিখ্যাত তঘ্‌লিব গোত্রের কবি মুহল্‌হিল্‌-বিন্‌-রবি'

কর্তৃক সর্বপ্রথম আরবী কবিতা রচিত হইয়াছিল। কবি মুহলহিল্ দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর স্থায়ী বসুস-যুদ্ধের (৫১০-৫৫০ খ্রীঃ) একজন নায়ক। তাহা হইলে, কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরবী কবিতার উদ্ভব হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (মরহুম)-এর মতে বাংলা-ভাষার 'চর্যাপদ'ও এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়, আরবী ও বাংলা কবিতার উদ্ভব একই সময়ে ঘটিয়াছিল।

কবি মুহলহিল্ তাঁহার ভ্রাতা ও তঘলিব-গোত্র প্রধান কুলৈব-এর মৃত্যু উপলক্ষে যে-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই আরবী সাহিত্যের প্রথম কবিতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই কবিতা রচনার ফলে তঘলিব এবং বকর গোত্রের মধ্যে বসুস-যুদ্ধ (৫১০-৫৫০ খ্রীঃ) বাধিয়াছিল বলিয়া বলা হয়। অতঃপর, মুহলহিলের রচনার আদলেই আরবী কবিতা রচিত হইতে থাকে। সমগ্র আরব উপদ্বীপের সর্বত্র এই ধারার অনুবর্তন পরবর্তী শতাব্দীতে চলিতে থাকে। বলিতে কি, কবিতা রচনা সম্পর্কে মুহলহিল্ এবং তাঁহার অনুসারীরা যে-রীতির প্রবর্তন ও স্থায়িত্ব দান করেন, উমৈয়হ্ আমলের শেষকাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, আরবী কবিগণ সেই ধারারই লালন-পালন করিয়াছিলেন।

(খ) আরবী কবিতার শ্রেণী বিভাগ ঃ

প্রাচীন আরবী কবিগণ প্রধানতঃ বেদুঈন ছিলেন। এই সময়কার আরবী কবিতায় বেদুঈন-জীবনের নানা ছবি ও চিত্র প্রতিফলিত ও অঙ্কিত হইয়াছে। এই সমস্ত বেদুঈন কবি যুদ্ধের কবিতা, প্রেমের কবিতা, ঝর্ণার কবিতা, উটের কবিতা, ঘোড়ার কবিতা ও তাঁহাদের দেবদেবীর স্তুতিবাদমূলক কবিতা রচনা করিতেন। এই জাতীয় কবিতা ব্যতীত আরও অনেক প্রকারের কবিতা তাঁহারা রচনা করিতেন। মৃতের উদ্দেশ্যে তাঁহারা শোকগাথা (মরথীয়হ্)-ও রচনা করিতেন। এই শ্রেণীর কবিতা-রচনায় মহিলা কবিদের একচেটিয়া অধিকার না থাকিলেও, তাঁহারা ইহাতে পুরুষকে হার মানাইয়া দিয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও এই সময়কার কবিগণ ব্যঙ্গ-কবিতা (هجو - হিজু) রচনায় অধিকতর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতায় গোত্রীয় কলহের বীজ উপ্ত হইত এবং লড়াই লাগানোর উস্কানী অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান থাকিত। এই শ্রেণীর কবিতার মাধ্যমে কবি যখন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ অথবা তৎপ্রতি ভীতি প্রদর্শন

করিতেন, তখন উহা যথার্থই মারাত্মক বিবেচিত হইত। হিজুর ছন্দোগতিকে নিক্ষিপ্ত তীরের ফলার গতির সহিত তুলনা করা হইত। ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কোন নবী বা সাধুর অভিশাপ-বাণীর চেয়ে এই কবিতার উক্তিগুলি কোন অংশে কম কার্যকরী ছিল না। বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করিয়া এই সমস্ত কবিতার আবৃত্তি শ্রবণ করা হইত।

প্রাগৈসলামিক যুগের কবিতা ছন্দে, ভাবে, বিষয়-বস্তুতে, ভাষায় ও আঙ্গিকে "কসীদহ্"-এর মধ্যেই পরিণত রূপ লাভ করে। অধুনা "কসীদহ্"-এর অর্থে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও, মোটামুটিভাবে শিল্পোত্তীর্ণ দীর্ঘ কবিতাকে "কসীদহ্" বলা হয়। এই কবিতার গঠন-প্রকৃতির বিবেচনায় ইহার নামকরণ করা হয় বলিয়া মনে করার পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে; কেন না- "কসীদহ্" শব্দের অর্থ 'ভাঙ্গা' বা 'বিভক্ত করা'। এই কবিতার প্রতি-চরণ দুইভাগে বিভক্ত এবং শেষের ভাগের শেষ-শব্দের সহিত অন্য চরণের শেষের ভাগের শেষ-শব্দের অন্ত্যমিল দেখা যায়। মোটের উপর, কসীদহ্-ই প্রাগৈসলামিক যুগের আরবী কবিতার চূড়ান্ত রূপ এবং ইহাকেই সেই যুগের কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়।

বহু সংখ্যক বৈত (بيت) (বহুবচনে—'অবয়াত্') বা শ্লোকে এক একটি "কসীদহ্" গঠিত হয়। তবে, সচরাচর পঁচিশ শ্লোকের নিম্নে এবং একশত শ্লোকের (=দুই চরণে এক-শ্লোক ধরিয়া) ঊর্ধ্বে কোন "কসীদহ্" গঠিত হয় না।

কসীদহ্-এর ছন্দের রীতিও চমৎকার। কবিতার প্রথম চরণের দুই অংশের যে মিল, পরবর্তী চরণের শেষ দুই পাদেও সে একই মিল রহিয়াছে অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাস দেওয়া আছে। অনুরূপভাবে কবিতার শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক চরণে মিল এবং ধ্বনিসাম্য (অন্ত্যানুপ্রাস) রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, আরবদের নিকট অমিত্রাক্ষর ছন্দ অপরিচিত। তাঁহারা কেবল মিত্রাক্ষর ছন্দকে চারুশিল্প বলিয়া মনে করেন না, বরং ইহাকে তাঁহারা কবিতার প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন।

এই প্রসঙ্গে "কসীদহ্" সম্পর্কে বিখ্যাত আরব সমালোচক ইব্‌ন্ কুতৈবহ্, ইহার বিষয়-বস্তু ও বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রনিধান

যোগ্য। তিনি তৎকালীন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সূত্র উল্লেখ করিয়া বলেন, প্রেমিকার বাস্তুভিটা এবং ইহার লুপ্তপ্রায় স্মৃতিচিহ্ন উপলক্ষ করিয়া 'কস্বীদহ্" নামক কবিতাগুলি রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। সেই স্মৃতিচিহ্ন অবলম্বন করিয়া কবি অশ্রু বিসর্জন করিতেন, অভিযোগ করিতেন, পরিত্যক্ত বাস্তুকে সম্বোধন করিয়া সঙ্গীকে অপেক্ষা করিতে বলিতেন; অতঃপর বাস্তুত্যাগী প্রেমিকার উপলক্ষে আলাপ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতেন। ইহার কারণ এই যে, তাঁবুতে বাসকারী যাযাবর বেদুঈনদের অবস্থান এবং প্রস্থানের ব্যাপারটি নগর এবং পল্লীবাসীদের অবস্থান-প্রস্থানের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তাঁবু আশ্রয় করিয়া অবস্থানকারী যাযাবর বেদুঈনগণ পশুচারণ, মাঠ ও বর্ষাসিক্ত স্থান খুঁজিয়া ফিরিত। ইহারই সাথে কবি তাঁহার প্রেমের ভূমিকা, ইহার প্রচণ্ড ব্যাকুলতা এবং তাঁহার প্রণয়িনী হইতে বিচ্ছেদজনিত বিরহ জুড়িয়া দিয়া শ্রোতৃগণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন। কারণ, প্রেমের গান স্বভাবতঃই মনোমুগ্ধকর।

এইভাবে কবি যখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণে নিশ্চিত হইতেন, তখন তিনি তাঁহার অভিযোগগুলি বর্ণনা করিতেন। তাঁহার অপরিসীম শ্রান্তি-ক্লান্তি, বিনিদ্র-রজনী যাপন, উত্তপ্ত দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণ, নিদারুণ ভ্রমণে উষ্ট্রের ক্ষীয়মাণ অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা কবি যখন তাহার ভ্রমণের কষ্ট এবং বিপদ যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে মনে ধারণা করিতে পারিতেন এবং পারিতোষিক ও পুরস্কার লাভের সঙ্গত আশা মনে মনে পোষণ করিতে শুরু করিতেন, তখনই তিনি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসায় (মদিহ্) অবতীর্ণ হইতেন। এই ব্যক্তির পরোপকারিতা, বদান্যতা, মহানুভবতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে পরিতোষিক দানের জন্য কবি উৎসাহিত করিতেন।

শত শত "কস্বীদহ্"-য় উপরি উক্ত আদর্শের অবিকল অনুসরণ দৃষ্ট হয়। তবে, ইহাই যে একেবারে অপরিবর্তনীয় আদর্শ, এমন নয়। প্রেমের ভূমিকা,—যাহাকে অনেক সময় প্রধান বলিয়া মনে হয়,—কখনও কখনও "কস্বীদহ্"-য় অনুপস্থিত থাকিতে পারে। বিশেষ করিয়া শোক-গাথায় এই ভূমিকা তো অনুপস্থিত থাকেই। প্রেমের ভূমিকা যেখানে বিষয় বস্তুর সহিত যথাযথ সঙ্গতি রক্ষা করে না, সেখানে হরিণ, বন্যগাধা, বন্যগাভী, তাজীঘোড়া অথবা উষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারা কস্বীদহ্-র সূত্রপাত করা হয়।

বেশীর ভাগ "কসীদহ্" স্তুতিবাদবহুল। পশুর মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাও বহু "কসীদহ্-য় অপর্যাপ্ত। উট, ঘোড়া, গাধা, উটপাখী, হরিণ প্রভৃতির সহিত যেমন বেদুঈন জীবন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, ঠিক তেমনই পুরস্কার ও পারিতোষিক লাভের প্রবল আশা বহু কসীদহ্-র প্রেরণা ও বিষয়বস্তু যোগাইয়া থাকিবে।

কেহ কেহ মনে করেন, "কাসীদহ্" কোন একটি অখণ্ড রচনা নহে। ইহার কোন সামগ্রিকতা নাই। ইহা যেন একই তুলিকায় অঙ্কিত কয়েকটি বিভিন্ন চিত্রের সমষ্টি অথবা যেন বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট কতকগুলি মুক্তায় গ্রথিত এক ছড়া হার। এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই কবিতাগুলিতে একটা সামগ্রিকতা,—তাহা যতই ক্ষীণ হউক,—রক্ষিত হইয়াছে; নতুবা এইগুলি উপভোগ্য হইত না। এই সামগ্রিকতা 'আরব্য উপন্যাসের' সামগ্রিকতার আদিমতম রূপ। কতকগুলি বিভিন্ন কাহিনীকে 'আরব্য উপন্যাসে' যে কলা-কৌশলে একই সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, প্রাগৈসলামিক যুগের আরবী "কসীদহ্-গুলিতেও অনুরূপ কৌশলে এক চিত্রের সহিত আর এক চিত্র, এক কাহিনীর সহিত আর এক কাহিনী জুড়িয়া দিয়া প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে কবিগণ বিচরণ করিয়াছেন।

(গ) প্রাগৈসলামিক আরবী কবিতার ঐতিহ্য-সংরক্ষণ :-

আমরা দেখিয়াছি, আরবী কবিতার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন,—প্রায় খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি। আরবী লিখন-পদ্ধতির প্রচলন তখনও সীমিত। এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে ঐসলামিক যুগে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। অতএব, এই কথা সত্য যে, এই সমস্ত কবিতার শতকরা নিরানব্বইটি শ্রুতি ও স্মৃতিরূপে সংরক্ষিত হয়।

প্রশ্ন এই যে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল? লোকস্মৃতিতে ও লোক-মুখে ইহা এত দীর্ঘকাল যে অবিকৃত (পুরাপুরি না হউক, অন্ততঃ মূলরূপের কাছাকাছি রূপ লইয়া) ছিল, উহার নিশ্চয়তা কি? নিম্ন আলোচনা হইতে ইহার উত্তর মিলিবে :—

(ক) এই কথা একরূপ নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, যে-সব কবিতা গোত্রীয় মর্যাদার প্রতিষ্ঠা বা বৃদ্ধি করিয়াছিল অথবা শত্রুগোত্রের উৎসন্নার

ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল, সেইগুলি কবির নিজ গোত্রীয় লোকেরা অনবরত আবৃত্তি করিত। এই উপায়েই দীর্ঘ কবিতা বা তাহার অংশ বিশেষ অথবা "হিজু" বিদ্রূপাত্মক মুখরোচক কবিতাগুলি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

(খ) শুধু জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করিলে, মু'অল্লকহ্ প্রভৃতির ন্যায় কোন কসীদহ্-ই আজ আমাদের হস্তগত হইত কি না, সন্দেহ। মু'অল্লকহ্-গুলিকে মূল্যবান রেশমী বস্ত্রে লিখিয়া কাবা-শরীফের দরজায় প্রচারার্থে টাঙ্গাইয়া রাখার এবং পরে সেইগুলিকে কাবা-শরীফের অভ্যন্তরে দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখার কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মু'অল্লকহ্-র নামই এই কিংবদন্তীর সত্যতার প্রধান প্রমাণ।

(গ) প্রাচীন আরবের একটি প্রথা এই কবিতাগুলির সংরক্ষণে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। প্রথমটি এইরূপ :—প্রাচীন আরবের প্রত্যেক পেশাদার কবিরই "রাবী" (راوی) বা আবৃত্তিকারী (আমাদের দেশের 'দোহার') থাকিত। কবি তাহাকে সঙ্গে করিয়া সর্বত্র গমন করিতেন। "রাবী" কবির কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত এবং প্রয়োজনে অন্যকেও শিখাইয়া দিত। কখনও একই ব্যক্তি কবি এবং রাবীর ভূমিকা একসঙ্গেই পালন করিতেন। রাবীর কাজ প্রথম দিকে সৌজন্যমূলক হইলেও, পরে উহা একটি লাভজনক উপজীবিকায় পরিণত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ইহারা একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হয়। প্রাচীন কবিতার বিপুল ভাণ্ডার এবং তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী তাহারা কি-ভাবে স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত করিয়া রাখিতেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

হম্মাদ-অর্-রাবীয়হ্ ছিলেন একজন খ্যাতনামা "রাবী"। আনুমানিক ৭৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান। কথিত আছে, হম্মাদ একদা খলীফহ্ ৱলীদ-বিন্-য়যীদ্‌কে কহিলেন,—"আমি আরবী বর্ণমালার প্রতি হরফ ব্যবহার করিয়া সেই হরফে অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত একশতটি প্রাগৈসলামিক যুগের দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করিতে পারি।" খলীফহ্ হম্মাদের এইরূপ দাম্ভিক উক্তি শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আপনি কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকুন।" অতঃপর হম্মাদ কবিতা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। শুনিতে শুনিতে খলীফা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, তিনি আর একজনকে কবিতা শুনিবার জন্য বসাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। হম্মাদের আবৃত্তি অবারিত স্রোতে বহিয়া চলিল। এই বৈঠকে হম্মাদ দুই হাজার নয়শত

কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। পরিশেষে খলীফাহ্ হম্মাদ্-'অর-রাব্রীয়াহ্-কে একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার দিয়াছিলেন।

ইহাকে যাঁহারা একটা খোশ-গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, মুসলমানদের হাফিজ-ই-কুর্'আন্ ব্যক্তিরা এখনও ত্রিশ পারা কুর্'আন্ মুখস্থ রাখিয়াছেন। যে-যুগে হম্মাদের মতো রাব্রী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে-যুগে আরবের লোকদের স্মৃতিনির্ভর ও স্মৃতিসর্বস্ব না হইয়া উপায় ছিল না। সুতরাং, এই কাহিনী বর্তমানে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইলেও, সেই প্রাচীন যুগে একটা সাধারণ ব্যাপার না হইলেও অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত না।

বলাবাহুল্য, প্রাগৈসলামিক যুগে এইভাবেই যুগ-যুগ ধরিয়া আরবী কবিতার ঐতিহ্য সংরক্ষিত হইয়া বংশ-পরম্পরায় ঐতিহ্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে।

[৫]

প্রাগৈসলামিক আরবী কবিতার সংগ্রহ ও সঙ্কলন

(ক) আরবী কবিতা-সংগ্রহ-পদ্ধতি :

প্রাগৈসলামিক যুগে আরবী কবিতা অধিক সংখ্যায় (বোধ হয়, মু'অল্লকাহ্-গুলি ব্যতীত অন্য কোন কবিতা) লিপিবদ্ধ হয় নাই। হিজরীর প্রথম শতকে অর্থাৎ ৭০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে আরবে কবিতা লিপিবদ্ধ করার প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তখনও দেশে বহু প্রাগৈসলামিক কবিতা প্রচলিত ছিল। এতৎসত্ত্বেও, ইহা সম্ভব যে, অনেক কবিতাই তখন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "রাব্রী" ইতোমধ্যেই যুদ্ধে কিংবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁহাদের কোন উত্তরাধিকারীও আর অবশিষ্ট ছিল না।

ইসলাম আরবে এক নূতন যুগ, নূতন প্রেরণা ও নূতন জীবন-ধারা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। বেশীর ভাগ মুসলমান প্রাচীন আরবী কবিতাকে পৌত্তলিক আরবের উত্তরাধিকার বলিয়া তৎপ্রতি ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকাইতেন এবং তৎপ্রতি কোন প্রকারের সহানুভূতি পোষণ করিতেন না। তাঁহারা কুর্'আন্ এবং হদীথ্-এর বাহিরে অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে চাহিতেন না।

এতৎসত্ত্বেও, খাস আরব-উপদ্বীপের বাহিরে, ইরাক, খুরাসান, সিরিয়া এবং মিসরে, যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিংবা বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট কুর্‌আনের ভাষা ও ভাষণ-পদ্ধতি যথাযথ বোধগম্য হইতেছিল না। এই কারণেই কুর্‌আনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এই একই কারণে আরবী ব্যাকরণ-শাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছিল। কুফা, বসরা প্রভৃতি অঞ্চল তখন ইসলামী বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল স্থানের ভাষাবিজ্ঞানী সাহিত্যিকগণ প্রাগৈসলামিক যুগের আরবী কবিতায় তাঁহাদের গবেষণার জন্য অফুরন্ত উপাদানের সন্ধান পাইয়াছিলেন। অধিকন্তু, ইহাতে তাঁহারা খাঁটি আরবী সাহিত্যের উৎস খুঁজিয়া পাইলেন। অবশ্য, প্রথম দিকে এই আরবী কবিতা শুধু আরবী ভাষাতত্ত্ব ও গবেষণার ভিত্তি হিসাবেই গণ্য করা হইত। পরে, ক্রমান্বয়ে উহার সাহিত্য মূল্যের প্রতিও অনেকের উৎসুক দৃষ্টি নিপতিত হইল। তখন যে-সমস্ত "রাব্বী" অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি-ভাণ্ডার উজাড় করা হইল। প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি সংগৃহীত, বিন্যস্ত এবং লিপিবদ্ধ করা হইল। ক্রমান্বয়ে যতই চাহিদা বাড়িতে লাগিল, ততই উহার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাইল।

(খ) প্রাচীন আরবী কাব্যে সম্ভাব্য ভেজাল:

উপর্যুক্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রাগৈসলামিক কবিতায় কিছু কিছু ভেজাল অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যে নাই, সে-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। 'রাব্বী'-দের স্বাভাবিক স্মৃতিবিভ্রমের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিভিন্ন সূত্রে লব্ধ কবিতার অংশবিশেষ নিজের নামে চালাইয়া দেওয়ার, অথবা তাহাদের কিছু-কিছু নিজস্ব রচনা কোন প্রাচীন কবির কবিতার সহিত জুড়িয়া দেওয়ার প্রলোভন তাঁহারা সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ইহাতে তাঁহাদের ধরা পড়িবার আশঙ্কা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। কবিতার সমঝদারিতে এবং কাব্য-রচনার শক্তিতে প্রাচীন আরবী কবিতার "রাব্বী"-গণ মূল কবির চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কম শক্তিশালী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

তবে, কবিতা-সঙ্কলকদের বিচার-বিশ্লেষণের দক্ষতা তাঁহাদের তেমন কিছু ছিল না। তাঁহারা যাহা কিছু পাইতেন, তাহা নির্বিচারে গ্রহণ করিতেন।

সুবিখ্যাত "রাবী" হম্মাদ সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে, তিনি প্রাচীন আরবী কবিতায় যে-মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন, তাহা আর কখনো শোধিত হইবার নহে। কারণ, ভাষায় তাঁহার যেরূপ অধিকার এবং কবিতা-রচনায় তাঁহার যে-জাতীয় কাব্য-প্রতিভা ছিল, তাহাতে প্রাচীন কবিতার সহিত নিজের রচনা জুড়িয়া দিলে, কাহারও সাধ্য ছিল না যে, এইগুলিকে মূলের মধ্যে 'প্রক্ষেপ' (interpolation) বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারেন। এমন কি, বসরার পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদেরাও হম্মাদ-এর 'জয়গোপালী কাণ্ড' ধরিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে যখন প্রশ্ন উঠে, তখন তাঁহারা উপেক্ষা ও উপহাস ভরে প্রশ্নকে উড়াইয়া দিয়া হম্মাদ্-এর বিবৃতি নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, প্রাচীন আরবী কবিতায় আরও অনেক কারণে ভেজাল বা প্রক্ষেপের অনুপ্রবেশ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। ভাষাতত্ত্ববিদেরাই খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া এই সমস্ত কারণ আবিষ্কারে তৎপর হইয়াছিলেন। তাহার দুই একটি এইরূপ :-

(১) কুরৈশ্ (বাংলা—কোরেশ) বংশের ভাষা আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন (যেমন—নদীয়া, শান্তিপুরের বাংলা-ভাষা) বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করায় "রাবী"-গণ অনেক সময় অন্য বংশের কবিদের রচিত ভাষাকে বিশুদ্ধির অজুহাতে কুরৈশ্দের ভাষার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছিলেন (অর্থাৎ সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া দিয়াছিলেন) বলিয়া মনে করার পক্ষে যুক্তি আছে।

(২) ইসলাম পরবর্তী যুগে এই কবিতাগুলি সংগৃহীত হওয়ায়, ইসলামী ধ্যান-ধারণার সহিত বহু কবিতার পাঠকে খাপখাওয়াইয়া লইতে গিয়া পরিবর্তন বা পরিবর্ধন স্বাভাবিক ছিল বলিয়া মনে করা যায়।

(৩) বিশেষতঃ কসীদহ্-গুলি যেরূপ ঘটনা-বিন্যাসের দিক্ দিয়া খাপছাড়া ও শিথিল-বন্ধনে গ্রথিত তাহাতে মনে হয়, সংগ্রহের পূর্বে এই কবিতাগুলিতে নিশ্চয় কিছু সংযোজন বিয়োজন ঘটিয়াছে।

(গ) আরবী কাব্য-সঙ্কলন :

আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন আরবী কবিতার ভাণ্ডার একরূপ অফুরন্ত। বসরা ও কূফার সাহিত্যিকগণ এই বিশাল প্রাচীন আরবী কাব্য-ভাণ্ডারকে বিস্মৃতি

ও বিলুপ্তির হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা এইগুলিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নানা সংগ্রহে বিন্যস্ত করেন। ব্যক্তিগতভাবে কোন কবির অথবা সমষ্টিগতভাবে কোন গোত্রের বা শ্রেণীর কবিতাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কলনে সংগ্রহ করা হয়। এই সমস্ত সঙ্কলন "দীৱান্" (বহুবচনে—"দৱাৱীন্") নামে পরিচিত। এই "দীৱান্"-গুলির মধ্যে নাবিঘহ্, 'অন্তরহ্, তুরফহ্, যুহৈর, 'অলকমহ্ এবং ইম্রু'উ-'ল্-কৈস্, এই ছয় কবির দীৱান বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। স্পেনীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ অল্-অ'লম্ (মৃঃ ১০৮৩ খ্রীঃ) এই ছয়জন কবির "দীৱান্" বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনীসহ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে অশ্'আরু-'ল্-হুয্লীয়্যি বা হুযৈলীদের কবিতা-সংগ্রহের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। অস্-সুক্করী (মৃঃ ৮৮৮ খ্রীঃ) এই দীৱান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, প্রধান প্রধান আরবী কাব্য সংগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) মু'অল্লকাত : ইহার বাংলা অর্থ "ঝুলন্ত গীতিকামালা"। ইম্রু'উ-'ল্-কৈস্, তুরফহ্, যুহৈর্, লবীদ, 'অন্তরহ্, 'অম্র্-বিন্-কুল্থূম্ এবং হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্,—এই সাতজন কবির সাতটি কসীদহ্ সংগৃহীত হইয়া একত্রে গ্রথিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে অস্-সব্'উ-'ল্-মু'অল্লকাত্ বা 'ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তক' নামেও অভিহিত করা হয়। কখনও কখনও ইহার সহিত নাবিঘহ্ ও অল্-অ'শা-র দুই কসীদহ্ যোগ করিয়া মু'অল্লকহ্-র সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ "রাৱী" হম্মাদ (মৃঃ আনুঃ ৭৭২ খ্রীঃ) এই সংগ্রহের সংগ্রাহক ও সঙ্কলক। এই সংগ্রহই প্রাগৈসলামিক যুগের আরবী কাব্য সঙ্কলন-গুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য 'প্রস্তাবনা'-র পরে-পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) মুফদ্দলীয়াত্ : ইহার সঙ্কলকের নাম হইল মুফদ্দলু-দ্-দব্বী (মৃঃ ৭৮৬ খ্রীঃ)। সঙ্কলকের নামানুসারেই এই সংগ্রহের নাম দেওয়া হইয়াছে। খলীফা অল্-মন্সূর্-এর নির্দেশে তৎপুত্র অল্-মহ্দীর শিক্ষার জন্য এই সঙ্কলন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহাতে একশত আটাশটি কসীদহ্ স্থান পাইয়াছে। ইহার দুইটি প্রাচীন সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রথমটি অন্বারী (মৃঃ ৯১৬ খ্রীঃ) কৃত এবং দ্বিতীয়টি মর্যুকী (মৃঃ ১০৩০ খ্রীঃ) কৃত। এই সঙ্কলনেও প্রাগৈসলামিক

যুগের আরবী কবিতাই স্থান পাইয়াছে। তবে, ইহা মু'অল্লকাঁতের মতো প্রসিদ্ধি অর্জন করে নাই।

(৩) 'অবূ তম্মাম-সংগৃহীত হমাসহ্ : "হমাসহ্" নামে দুইটি কাব্য-সংগ্রহ আছে। আলোচ্য হমাসহ্-টি 'অবূ তম্মাম্ হবীব্-বিন্-ঔস্ কর্তৃক সঙ্কলিত। 'অবূ তম্মাম্ নিজেই একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। আনুমানিক ৮৫০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। খলীফহ্ ম'মূন্ ও মু'তসিম্-এর রাজত্বকালে তিনি আবির্ভূত হন। এই সঙ্কলনের একটা চমৎকার ইতিহাস আছে। তাহা এইরূপ,—

জীবনের শেষভাগে 'অবূ তম্মাম্ খুরাসানের শাসনকর্তা 'অব্দুল্লাহ্-বিন্-ত্বাহির্-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া এই প্রদেশে গমন করেন। পথে হ'মদান্ (Ecbatana) পৌঁছিলে ভীষণ তুষারপাত শুরু হয়। বাধ্য হইয়াই তিনি স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই ব্যক্তির একটি সমৃদ্ধ পুস্তকাগার ছিল। এই পুস্তকাগারে বেদুঈন আরব কবির এবং অন্যান্য গ্রন্থকারদের রচিত বহু পুস্তক সংগৃহীত ছিল। বিস্তর অবকাশ হাতে পাইয়া তিনি এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন এবং তাহা হইতে বহু কবিতা বা কবিতাংশ সঙ্কলন করিয়া হমাসহ্-গ্রন্থে স্থান দেন। ইহাকে দশভাগে বিভক্ত করা হয়। নিম্নে ভাগগুলির নাম দেওয়া হইল ঃ—

১।	বাবু-'ল্-হমাসহ্	অর্থাৎ	মনোবল-অধ্যায়।
২।	বাবু-'ল্-মরাথী	,,	শোকগাথা-অধ্যায়।
৩।	বাবু-'ল্-অদব্	,,	শিষ্টাচার-অধ্যায়।
৪।	বাবু-'ন্-নসীব্	,,	প্রণয়-গীতি-অধ্যায়।
৫।	বাবু-'ল্-হিজা	,,	ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-অধ্যায়।
৬।	বাবু-'ল্-অধ্য়াফ্ ব্ল্-মদীহ্	,,	আতিথ্য ও স্তুতিবাদ-অধ্যায়।
৭।	বাবু-'স্ব-স্বিফাত্	,,	বর্ণনা-বিষয়ক অধ্যায়।
৮।	বাবু-'স্-সৈর্ ব্র-'ন্-নু'আস্	,,	ভ্রমণ ও প্রত্যুত্তর-অধ্যায়।
৯।	বাবু-'ল্-মুলহ্	,,	রসিকতা-অধ্যায়।
১০।	বাবু মদম্মতি-'ন্-নিসা	,,	নারী-গঞ্জনা-অধ্যায়।

(৪) বুহ্‌তুরী সঙ্কলিত হমাসহ্‌ : 'অবু তম্মামের কনিষ্ঠ সমবয়স্ক বুহ্‌তুরী যে-কবিতা সঙ্কলন করেন, তাহার নামও হমাসহ্‌। ৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বুহ্‌তুরীর মৃত্যু ঘটে। তিনি তাহার সঙ্কলনটিকে অসংখ্য ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ইহাতে সঙ্কলনটি ব্যবহার করার পক্ষে অনেক সহজ হইলেও, কাব্য-সৌন্দর্য উপভোগে সঙ্কলকের উদার রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না।

(৫) জম্‌হরতু অশ্‌'আরি-'ল্‌ 'অরব : ইহার সঙ্কলকের নাম 'অবু যৈদ মুহম্মদু-'ল্‌-কুরশী। আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে মোট চল্লিশটি কস্বীদহ্‌ স্থান পাইয়াছে।

এই সমস্ত কাব্য-সঙ্কলন ও পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থাবলী (দীৱান-গুলি) ব্যতীত কতকগুলি বিখ্যাত গদ্য গ্রন্থেও প্রাগৈসলামিক যুগের বহু কবিতা উদ্ধৃত হইয়া সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সমস্ত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে জীবনী, ভাষাতত্ত্ব ও অপরাপর গ্রন্থ রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'অবু-'ল্‌-ফরজ ইস্‌ফাহানীর (মৃত্যু—৯৬৭ খ্রীঃ) কিতাবু-'ল্‌-অঘানী; 'অবু 'অলী অল্‌-কালীর (মৃত্যু—৯৬৭ খ্রীঃ) কিতাবু-'ল্‌-'অমালী; মুবর্‌রদ্‌ (মৃত্যু—৮৯৮ খ্রীঃ)-এর কামিল; এবং 'অবদু-'ল্‌-কাদির বঘ্‌দাদীর (মৃত্যু—১৬৮২ খ্রীঃ) খযানতু-'ল্‌-'অদব্‌ প্রভৃতির নাম করা যায়।

[৬]

প্রাগৈসলামিক আরব-জীবনে মূল্য-বোধ

(ক) প্রাগৈসলামিক আরবে ধর্ম-জীবন :

প্রাগৈসলামিক আরবে কোন ধর্ম ছিল না,—এ-কথা সত্য নহে। ইসলামের পূর্বে আরবে ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্ম বিদ্যমান ছিল। মু'অল্লকহ্‌-য় খ্রীস্টান-সন্যাসী (রাহিব)-র সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহাদের সহিত সমাজের বড় একটা সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা পাহাড়ে-পর্বতে আশ্রম রচনা করিয়া অবিবাহিত সংসারত্যাগীর জীবন-যাপন করিতেন। মদীনায়ও উত্তর-আরবে মরুসাগরের আশে-পাশে ইহুদীর সংখ্যা কম ছিল না।

এতৎসত্ত্বেও, ইসলাম-পূর্ব আরব-জীবনে ধর্মের প্রভাব অতি সামান্যই পরিলক্ষিত হইত। সুতরাং, প্রাচীন আরবী কবিতায় ধর্মের প্রভাব অধিক পরিমাণে আশা করা অনুচিত। তবে, মু'অল্লকাত ধর্মবিবর্জিত কাব্য-সংগ্রহ নহে। এই কবিতাগুলির মধ্যে কোন-কোনটিতে ধর্মীয় প্রভাব এবং নৈতিকতার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

এ-কথা সত্য যে, প্রাচীন আরবেরা গতানুগতিকভাবে সার্বভৌম প্রভু আল্লায় বিশ্বাস করিতেন। তবে, এ-বিশ্বাস সুদৃঢ় একত্ববাদ (তৌহিদ্) ছিল না। ফলে, তাঁহারা আল্লার তিন কন্যা—লাত্, মনাত্ ও 'উয্যহ্ প্রভৃতিতে অধিকতর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতেন। সমগ্র আরবে এই ত্রিদেবীতে অগাধ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হইত। ছোট-বড় আরও বহু দেবদেবীও তাঁহাদের পূজা লাভ করিত।

'ধর্ম' বলিতে আচার-বিচার, ন্যায়-নিষ্ঠা, নৈতিকতা প্রভৃতি সচরাচর যে-সমস্ত গুণ বুঝাইয়া থাকে, তৎসম্পর্কে বেদুঈনদের কোন সঠিক ধারণা ছিল না। হয়ত বা ঘোর বিপদে আল্লাকে তাহারা একবার ডাকিয়া লইত। কিন্তু, অতি-প্রাকৃত (super-natural) শক্তিতে তাহাদের বিশ্বাস এতটা ব্যাপক ও গভীর ছিল যে, সে-বিশ্বাসে ইসলাম প্রচারিত সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু সর্বমঙ্গলময় এক আল্লায় উপলব্ধিজাত যে-বিশ্বাস, তাহার কোন ঠাঁই ছিল না। নীতিবিগর্হিত উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদের কথা বাদ দিয়াও, ইসলামপূর্ব যুগের সংস্কারানুযায়ী তাহারা তিনটি পবিত্র নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিত। এই মাসগুলি তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করিত। এই পবিত্র নিষিদ্ধ মাস তিনটি হইতেছে,—দূ-'ল্-ক'দহ; দূ-'ল্-হিজ্জহ্ এবং মুহর্‌রম। কোথাও কোথাও পবিত্র নিষিদ্ধ মাসের সংখ্যা চার ছিল বলিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে মক্কার কাবা-গৃহ দেশের সর্বাধিক বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হইত। কাবা-গৃহে আল্লাহ্ তাহার তিন কন্যা লাত, মনাত ও 'উয্যহ্-সহ আরও প্রায় ৩৬০টি বিগ্রহ লইয়া সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেশে যতগুলি জাতীয় ও ধর্মীয় মেলা ছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই মক্কায় অনুষ্ঠিত হইত। তন্মধ্যে 'উকায্-এর মেলাই ছিল শ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ কুড়ি দিন ধরিয়া এই মেলাটি সাড়ম্বরে চলিতে থাকিত। এই মেলার অনুষ্ঠানাদি আরবে এক প্রকারের

ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, বিশেষ করিয়া সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজ করিত। ফলে আরবের যাযাবর ও স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে স্বাধীন ও অবাধ মেলামেশা ও মত বিনিময়ের সুযোগ এই সূত্রেই ঘটিত। অধিকন্তু, এই মেলায় ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা, তীরন্দাজি, মদ্যপান, নৃত্য, গান, বাদ্য, প্রভৃতিরও আয়োজন করা হইত। এই মেলায় একটা বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনও বসিত। তাহাতে কবিতা-প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইত। এই ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

প্রাগৈসলামিক যুগের আরবী কবিতায় ধর্মীয় ভাব ও অনুভূতির অসদ্ভাব ছিল না। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, এইগুলি ইসলাম-পরবর্তী প্রক্ষেপ (interpolation)। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় অনুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এইগুলি ইসলামী উৎস হইতে প্রবাহিত হয় নাই। বরং, এই অনুভূতির উৎস ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মেই নিহিত। প্রসঙ্গতঃ খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর নির্জন গুহায় প্রজ্বলিত সান্ধ্য আলোর উল্লেখ অথবা যুহের কর্তৃক কিয়ামত ও আমলনামা প্রভৃতির সম্বন্ধে উক্তি, এবং এই শ্রেণীর আরও কিছু কিছু ধর্মীয়ভাব ও নীতি-বোধের প্রকাশ খ্রীস্টান ও ইহুদী ধর্মের প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও, মনে হয় ধর্ম-বোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনা তখন পৌত্তলিক (pagan) আরবদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জন্মলাভ করিতেছিল। ইহাতে ইসলামের পূর্বাভাস সূচিত হইলেও, প্রাদুর্ভাব বুঝিতে পারা যায় না।

(খ) প্রাগৈসলামিক আরবদের নৈতিক মূল্যবোধ :

প্রাগৈসলামিক যুগে আরবদের মধ্যে যে-কোন প্রকারের নীতির বালাই ছিল না, এমন ধারণা ভুল। তবে, তাহা ধর্মভিত্তিক, রাষ্ট্রভিত্তিক অথবা কোন মহাপুরুষের দ্বারা লিখিত বা প্রচারিত আদর্শভিত্তিক ছিল না। এই কথা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য বোধ হয় যে, একমাত্র কবিতার মাধ্যমেই প্রাচীন আরবদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক জীবনাদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের নৈতিক আদর্শ এবং সামাজিক বিধি-বিধানের কোন লিখিত শাস্ত্র বা আইন-কানুন ছিল না। এমন কি, কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত আইন, কিংবা ধর্ম-স্থাপিত শাস্ত্রীয় অনুশাসন, কিংবা সমাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিধি শ্রেণীর নিয়ম-কানুন ছিল না। মদ্যপান, জুয়াখেলা, নরহত্যা, লুণ্ঠন, নারীহরণ, পরদার গমন প্রভৃতি

তখনকার বেদুঈন-জীবনের বিশেষ গুণ বলিয়া গণ্য হইত। তবে, কেবলমাত্র চিরাচরিত আত্মমর্যাদাবোধের দুর্বার শক্তিই তাহাদের সামাজিক জীবন-ধারার মূলে সক্রিয় ছিল। তাহাদের এই অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নীতিবোধ (মরুব্রত) যে-সমস্ত উপাদানে গঠিত ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বলিতে কি, প্রাচীন কবিতার আলেখ্যেই তাহাদের এই জীবন-বেদ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

আরব-গোত্রসমূহ তাহাদের প্রধানদের পরিচালনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে গঠিত হইত। বংশ মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বে, মহৎগুণের সমৃদ্ধিতে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সূত্রে এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিষয়ে এক গ্রাম্য কবি বলেন,—

"অচিরে হইবে নাশ নেতৃহীন জন,
নেতা নহে সেই যেই করে নিপীড়ন।
দণ্ড ভর করি সদা তাঁবু তোলে শির,
একা দণ্ড নাহি রাখে কীলক সুস্থির।
দণ্ড আর কীলকেতে মিলে পরস্পর,
গ'ড়ে তোলে পূর্ণরূপে তাঁবুর বাসর।"

গোত্র-প্রধান জনসাধারণের প্রতি আদেশ-নির্দেশ প্রদান অথবা শাস্তি বিধান করিতেন না। প্রত্যেকে নিজেকে নিজে শাসন করিত এবং স্বাধীনভাবে দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করিত। নেতৃত্বের দাবীতে গর্ব-অহঙ্কার মানিয়া লইতে তাহারা রাজী ছিল না। এমন কি, রাজভক্তি অথবা গোত্রপতির প্রতি বিশ্বস্ততার শপথের দ্বারা আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা বুঝাইত না। বরং, ইহার অর্থ ছিল সমমর্যদা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা; ইহা গোত্রীয় ধারণার সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত থাকিত।

শরণাগতদের আশ্রয়দানও একটি বিশেষ ব্যক্তিগত ও গোত্রগত কর্তব্য বলিয়া বেদুঈনেরা মনে করিত। পরিবারে কিংবা সমাজে অথবা গোত্রে কোন অপরিচিত ব্যক্তি বা অভ্যাগতজন আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বকে বেদুঈনগণ অতি পবিত্র কাজ বলিয়া মনে করিত। ভাল-মন্দ যে-কোন ব্যাপারে আপন জনের পার্শ্বে থাকিয়া সহযোগিতা করাই তাহাদের মর্যাদা বোধের প্রধান দাবী ছিল। অবশ্য, শান্তিকালীন অবস্থায় সামাজিক ধরণের বন্ধুত্বের প্রতিও যে তাহারা কোন গুরুত্ব আরোপ করিত না, এমন নহে। তবে, বিপদে ও দুর্দিনে সাহায্যের জন্য গোত্রীয় বন্ধুত্বের প্রতিই সাধারণতঃ হস্ত সম্প্রসারিত

এবং এই সময়ে তাহাদের কাছ হইতেই সাহায্য আসিত। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কবিতাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

গণ্য কর ভ্রাতৃরূপে বিরাজ করে শান্তি যখন,
বাধ্‌লে লড়াই পার্শ্বে তব একাই তোমার গোত্র-স্বজন।
বন্ধু খাঁটি স্বজন তোমার বিপদকালে দেয় যে সাড়া,
সরল মনে ; সিক্ত যখন বর্শা-অসি রক্ত-ধারা।
ওগো কভু ত্যাগ কর না ভুল করিলে তোমার স্বজন,
শুধ্‌রে নেবে ভুলের ক্ষতি আজ বাদে কাল হবেই শোধন।"

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন আরবী-কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃষ্ঠপোষক ও পৃষ্ঠপোষিত কিংবা অতিথি ও আশ্রিতের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন চুক্তিকে পবিত্র এবং তাহা লঙ্ঘন করার কাজকে এক ভয়াবহ অসামাজিক ব্যাপার বলিয়া বেদুঈনগণ মনে করিত। এই সম্পর্কে প্রাচীন আরবী কবিতা ও কিংবদন্তীতে বহু অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আরবীতে একটি প্রবাদ দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রবাদটি হইল, "ঔফা মিন-স্-সমব্'অলি" অর্থাৎ সমব্'অল অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত। এই সমব্'অল্-বিন্-'অদীয়া কবি ইমরু'উ-'ল্-কৈস্-এর আমানত স্বরূপ গচ্ছিত কয়েকটি বর্মরক্ষায় নিজের সন্তানের প্রাণ উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কিন্দার বর্মের সত্য বর্ণে বর্ণে করেছি পালন,
যদিও নিন্দিত বহু রাজাদেশ করিয়া লঙ্ঘন।
'আদিয়া' জনক মোর দেন মোরে এই উপদেশ,
'নির্মিত প্রসাদ মম ভেঙ্গে-চুরে করিও না শেষ।'
কেন না সে গড়েছিল সুরক্ষিত বিশাল প্রাসাদ,—
(তারি সাথে ছিল কূপ মিটাইতে সেই জলে সাধ)
ফিরে এল বাজ যার উচ্চতায় প্রতিহত হ'য়ে ;
অন্যায় যখন ঘিরে শান্তভাবে সাই না যে তা সয়ে।"

প্রাচীন আরবেরা শৌর্য-বীর্য, সাহসিকতা ও স্বাধীনতার অর্থাৎ যাযাবর বৃত্তির মূল্যও কম দিত না। তাহাদের সাহসিকতা ও বীরত্ব ছিল মূলতঃ উত্তেজনা-ভিত্তিক। কোথাও কোন প্রকারের উত্তেজনার সৃষ্টি না হইলে তাহারা বেশ শান্ত থাকিত। ফলে, কোন উপলক্ষে তাহারা যেমন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তেমন আবার উত্তেজনা থামিয়া গেলে হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। তবে, বেদুঈন বীরেরা উদ্ধত ও গর্বিত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

অধিকন্তু, আরবদের অনুপম উদারতা ও অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা বিশ্ব-বিশ্রুত। হাতিম তৈয়ি-র মধ্যে তাহাদের এই ঔদার্য ও আতিথ্য রূপায়িত হইয়াছিল। হাতিম তৈয়ি হযরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভাবের প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হযরতের মক্কা বিজয়ের সময় হাতিম-কন্যা বন্দিনী হইলে, হযরত তাঁহাকে পিতার পুণ্যকার্যের জন্য বন্দিদশা হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

যে-সমস্ত বিষয়ে আরবদের মূল্যবোধের কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইল, সে সূত্রে তাহাদের মর্যাদা-বোধের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। তাহাদের মর্যাদা-বোধের ধারণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না। তাহারা ইহা তাহাদের পূর্বপুরুষগণ হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্জিত বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং ইহাকে তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণের হাতে ন্যস্ত করিয়া যাইত। এইজন্য তাহারা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে কীর্তিমান এবং অমর হওয়ার বাসনায় কোন মহৎ কাজ করিত না; বরং নিজ নিজ গোত্রের মহিমা এবং কীর্তিরাশি অক্ষুণ্ণ রাখাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই জন্যই তাহাদের কবিতায় ব্যক্তির চেয়ে তাহাদের গোত্রের সাহস, শক্তি, দান-দক্ষিণা ও কীর্তিকলাপ এবং সেই সঙ্গে শত্রু-গোত্রের নিন্দা, ভৎসনা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) কৌলিক-প্রতিহিংসা: (যুদী'আত)

আমরা যাহাকে 'কৌলিক-প্রতিহিংসা' বলিতেছি, ইংরেজীতে তাহাকে Vendetta বলে। পৃথিবীর প্রাচীন মানব-সমাজে, অবশ্য আরবের প্রাচীন সমাজেও, এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ইহা একটি অতি প্রাচীন সামাজিক

প্রথা। এই প্রথানুসারে কোন ব্যক্তি কাহারও হস্তে নিহত হইলে, তাহার নিকটতম আত্মীয়গণ হত্যাকারীকে হত্যা করিয়া অথবা তাহার অবর্তমানে তাহার নিকটম আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া, হত্যার প্রতিশোধ লইতে বাধ্য থাকিত। প্রাগৈসলামিক আরবদের মধ্যে এই প্রথা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাহারা বন্ধুদের প্রতি যেমন পরম বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিত, শত্রুদের প্রতিও তেমন চরম শত্রুতা পোষণ করিত। রক্তের পরিবর্তে রক্ত ব্যতীত, তাহারা আর বড় কিছু বুঝিত না। কাহারও কোন আত্মীয় শত্রুর হাতে মারা পড়িলে, নিহত ব্যক্তির পুত্র-পরিজন সমস্বরে বলিয়া উঠিত :

> "প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার
> প্রতিহিংসা বিনা মম নাহি প্রতিকার।" (নবীনচন্দ্র সেন)

এই 'ভেণ্ডেটা' বা 'কৌলিক-প্রতিহিংসা' এক এক সময় একটির পরিবর্তে একটি হত্যায় শেষ হইত না। গোত্রগতভাবে পুরুষানুক্রমে চলিত। উদাহরণস্বরূপ বসূস-যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বকর ও তঘ্লিব নামক দুই গোত্রের মধ্যে এই যুদ্ধ বাধে। তঘ্লিব্ গোত্রপতি কুলৈব-বিন্-রবী'অহ্ যখন বকর গোত্রীয় জস্সাস্-বিন্-মুর্রহ্ কর্তৃক নিহত হইল, তখন এই হত্যাকে উপলক্ষ করিয়া দুই গোত্রের মধ্যে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন, লোক-অপহরণ প্রভৃতি চলিতে থাকে। হত্যার বেলায় নিহত ব্যক্তির নিকটতম উত্তরাধিকারী রক্তের মূল্য (দিয়হ্) গ্রহণ করিতে পারিত। সাধারণতঃ ইহা উটের দ্বারা পরিশোধ করা হইত। অবশ্য সে-ক্ষেত্রে উষ্ট্রীই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

'কৌলিক-প্রতিহিংসা'-রীতি বা রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের এক অদ্ভুত সংস্কার ছিল। তাহারা মনে করিত যে, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির আত্মা তাহার সমাধির উপর পেঁচক-রূপে অবস্থান করিতে থাকে এবং অতৃপ্ত অবস্থায় "ইস্কুনী, ইস্কুনী" অর্থাৎ 'আমাকে পানি দাও', 'আমাকে পানি দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। সুতরাং, এই বিশ্বাস বশে নিহত ব্যক্তির অতৃপ্ত আত্মার জন্য তাহার নিকট-আত্মীয়দের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ অনেকটা অধ্যাত্ম-কর্তব্যে পরিণত হইয়াছিল।

প্রাগৈসলামিক আরবে 'কৌলিক-প্রতিহিংসা'-বৃত্তি চরিতার্থ করার এত ঘটনা জানা যায় যে, এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি, এখানে প্রতিশোধ সম্পর্কিত ত'অব্বত্ব শর্‌রান নামক এক প্রাচীন কবির একটি বিখ্যাত কবিতা 'হমাসহ্' হইতে অনুবাদের মধ্যস্থতায় উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :— (১)

'সলায়ার' সন্নিকটে পর্বতের ঘাঁটির ছায়ায়,
নিহত নিক্ষিপ্ত লাশ ; রক্ত তার প্রতিশোধ চায়।
মম'পরি সমর্পিত সে-হত্যার প্রতিশোধ-ভার ;
বহনে সে-দায় আমি দৃঢ়চিত্ত অনন্য সবার!
নিতে সে-খুনের দায় ভগ্নীসুত আমি বিদ্যমান
দুরন্ত দুর্জয় যার গ্রন্থি নহে শিথিল নিষ্প্রাণ।
রোষ-স্তব্ধ, নিম্ন-দৃষ্টি, উদ্‌গীরণ করিবে গরল,
যেন ক্রূর কালনাগ, পীত সর্প, ক্ষরে হলাহল।
নির্মম হনন তার আনিয়াছে বার্তা ভয়ঙ্কর,
সে-সংবাদ মর্মঘাতী ; তার কাছে সব তুচ্ছতর।
হরিল তাহারে কাল,—হায় সে তো নিয়ত নির্মম!
এই সেই বীর যার, পড়শীও হয় নাই কভু অসম্ভ্রম।
ক্ষুধার্ত, শীতার্ত প্রতি রবি সম বদান্য উদার,
নিদাঘের আবির্ভাবে শান্তিছায়া, বারি পিপাসার।
স্বল্পাহারী, ক্ষীণদেহ, সম্পদে সে যদিও স্বচ্ছল,
সজাগ হৃদয় তার, স্থিরচিত্ত দৃঢ় অবিচল।

(১) মূল কবিতাটির প্রথম দুই শ্লোক :—

ক়াল ত'অব্বত্ব শর্‌রান্

(ক) ইন্ন বি'-শ্‌শিবি-'ল্‌-'লদী দূন সল্'ইন্
ল-ক়তীলান্ দমুহ্ মা য়ুত্বল্লু।
(খ) খল্লফ-ল্-'ইবা'অ 'অলৈয় ব ব্বল্লা(য়)
'অনা বিল্-'ইবা'ই লহ্ মুস্ত'ইল্লু।

সৌম্য, শান্ত, অচঞ্চল প্রবাসে সে শ্রমময় যখন,
আবাসে তেমনি ধীর, স্থিরমতি সমাহিত মন
বারিবহ মেঘ সম দান তার অজস্র ধারায়;
বিক্রমে শত্রুর সনে যেন ব্যাঘ্র ক্ষিপ্র হিংস্রতায়।
শান্তিকালে ভদ্রবেশী, স্থূল দেহ যেমন স্থবির,
আসিলে সংগ্রাম যেন ক্ষীপ্রগতি শার্দুল সে বীর।
মধু ও গরল বটে একাধারে স্বরূপ তাহার,
শত্রুমিত্র লভে তার যার যেই প্রাপ্য ব্যবহার।
নিঃসঙ্গ একাকী ধায় শঙ্কামাঝে দুরন্ত আক্রোশে,
ঘাত-প্রতিঘাতে দীর্ণ 'এমনের' অসি লয়ে কোষে।
আর সেই বীর বৃদ্ধ, ছুটে যায় তপ্ত দ্বিপ্রহরে,
প্রভাতে ফিরিয়া আসে; নিশিভর দূর-দূরান্তরে।
আর সেই বীরগণ,—অঙ্গে ঘেরা অসির বসন,
খেলিত বিদ্যুৎ-আভা নিষ্পেষিত করিত যখন।
হানিয়াছে প্রতিশোধ; আর তাহা প্রচণ্ড এমন,
অব্যাহতি লভিয়াছে শুধুমাত্র অতি অল্পজন।

(ঘ) প্রাগৈসলামিক আরবে নারী:

প্রাচীন আরবে নারীর স্থান ও মর্যাদা যেরূপই থাকুক না কেন, মাতা, ভগ্নী ও জায়ারূপে সমাজের উপর তাহাদের প্রভাব বেশ জোরালো ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাদের অপমানে ও সম্মান-রক্ষায় পুরুষেরা প্রাণ বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। নারীরাও রণরঙ্গিনী রূপে যতটা নহে, রণসঙ্গিনী রূপে পুরুষদের সহিত তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য রণক্ষেত্রেও গমন করিতেন। তাঁহারা সৈন্যব্যূহের পশ্চাতে অবস্থান করিয়া শুধু আহতদের সেবায় যে নিযুক্ত থাকিতেন এমন নহে, তাহাদের আহার-বিহার, আরাম-আয়েশের ব্যবস্থাও করিতেন। এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে সন্তান, ভ্রাতা ও স্বামিরূপে স্বীকৃতি লাভের আশা হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা পোষণ করিতে হইত। তাই পুরুষেরা নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরণ

যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা বলিত ঃ--

"লড়াইর মাঠে মোদের সাথী
সেই নারীদের রক্ষা তরে,
অসির ঘায়ে উড়বে মাথা,
গোলক হেন শূন্য ভরে।" (মু'অল্লকাহ্)

এই সময়কার নারীরা স্বাধীনভাবেই তাহাদের স্বামী বরণ করিতেন এবং স্বামিগৃহে জীবনযাত্রা সহজ ও স্বচ্ছন্দ না হইলে স্বজনগৃহে ফিরিয়া আসিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন না। তাহারা স্বামীর সহিত সমান অধিকার ভোগ করিতেন এবং কবি-স্বামীকে কবিতা-রচনায় উৎসাহ ও গোত্রের যোদ্ধৃগণকে যুদ্ধের প্রেরণা দান করিতেন। পুরুষদের মধ্যেও ভদ্রবংশজাত রমণী-বল্লভ আর্ত-রক্ষক বীরের অভাব ছিল না। এই জাতীয় বীরপনাকে (chivalry) ইউরোপীয় মধ্যযুগে 'নাইট'-গণ (knights) যেমন অত্যধিক মূল্য দিতেন, আরবের রমণী-বল্লভ আর্তরক্ষক বীরগণও তেমন অথবা ততোধিক মূল্য তাহাদের বীরপনাকে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। মু'অল্লকাত-এর কবিগণের প্রত্যেকেই এই জাতীয় রমণী-বল্লভ আর্তরক্ষক বীর। যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণে দুঃসাহসিক অভিযাত্রা, অবরুদ্ধা প্রণয়িণীকে উদ্ধার করার সংগ্রাম, বিপন্না নারীর মুক্তির জন্য দুর্ধর্ষ অভিযান প্রভৃতি কার্যাবলী রমণী-বল্লভ আরবী বীরদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। অশ্বারোহণ ও পরিচালনার কল্পনাতীত ক্ষিপ্রতার সহিত অনুপম চরিত্র-মাহাত্ম্য ও অভিজাত-শোণিত-ধারার উত্তরাধিকার-গর্বে গর্বিত বীর-যোদ্ধার সুদুর্লভ বৈশিষ্ট্যগুলি আরব প্রকৃতিতে যেন অত্যন্ত সহজলভ্য ছিল।

অধিকন্তু, প্রাচীন আরবে নারীর যে গৌরব ও বিশেষ মর্যাদা ছিল, তাহা কেবল রমণী-বল্লভ বীরপুরুষের কার্যাবলী ও আচরণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত নহে,— অজস্র গানে, গাথায়, কাহিনীতেও বিধৃত রহিয়াছে। ফাত্বিমহ্-বিন্‌তি-খুরশুব্ সেই তিন খ্যাতনাম্নী মহিলার অন্যতম, যাঁহারা 'অল্-মুনজিবাত্ বা' বীর-প্রসবিনী' উপাধিতে বিভূষিতা ছিলেন। ফাত্বিমহ্-র সাত সন্তান ছিল। তন্মধ্যে রবী', 'উমারহ্ এবং অনস্—এই তিনজনকে 'অল্-কমলহ্ বা পূর্ণতালব্ধ' বলিয়া বলা হইত।

একদা ফযর-গোত্রীয় হমল্-বিন্-বদর্ অতর্কিতে 'অব্স্-গোত্রীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া এই গোত্রের ফাত্বিমহ্-কে বন্দী করে। তাঁহাকে যখন হমল লইয়া চলিল, তখন ফাত্বিমহ্ উষ্ট্র-পৃষ্ঠ হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মিন্‌সে, তুমি কি বুদ্ধি-বিবেচনার মাথা খাইয়াছ? যদি তুমি প্রকৃতই আমাকে বন্দী কর এবং সম্মুখে এই যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছ উহার অপর পারে আমাকে লইয়া যাও, তবে আমার সন্তানদের মধ্যে বিরোধ চিরস্থায়ী হইবে। কারণ, লোকে যাহা খুশী বলিতে থাকিবে এবং কুৎসা রটনার পক্ষে সামান্যতম সন্দেহই যথেষ্ট।" হমল্ বলিল, "আমি তোমাকে লইয়া যাইব এবং পশু-চারণের কাজে নিযুক্ত করিব।" ফাত্বিমহ্ যখন তাঁহার বন্দীদশা সম্বন্ধে একান্ত ভাবে নিশ্চিতা হইলেন, তখন অগত্যা তিনি উটের পিঠ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অপহৃতা জননীর জন্য সন্তানদিগকে গ্লানি স্পর্শ করিবে,—এই আশঙ্কায় তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, যে-সমস্ত বীরাঙ্গনার নাম গোত্রীয় বিশ্বস্ততা ও সম্মান-রক্ষার জন্য আরবে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে 'ফুকৈহা' এবং 'উম্মু জমীল' অন্যতম। তাঁহাদের মর্যাদাবোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং মমত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

প্রাচীন আরব রমনীগণের মধ্যে অনেকেই কবি ছিলেন। মৃতের প্রতি তাঁহারা তাঁহাদের কবিতার পুষ্পহার ছড়াইয়া দিতেন। প্রাচীন আরবে নারীর উন্নত চরিত্র এবং মর্যাদার এইটি এক চূড়ান্ত প্রমাণ যে, মৃতের জন্য শোকগাথা রচনায় এবং তাহাদের পুণ্য-কীর্তনে বীর-জননী, বীর-ভগ্নী ও বীরজায়াদিগকেই সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত। এতৎসত্ত্বেও, নারীর নৈতিক জীবনের স্বীকৃতি প্রাচীন আরবী কবিতায় সচরাচর দেখা যায় না। এই সমস্ত কবিতায় নারীর রূপ বর্ণনায় দৈহিক বা কায়িক সৌন্দর্য ও যৌন-আবেদন যতটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার প্রাণের রূপ ও মাধুরী ততটুকু ফুটিয়া উঠে নাই। অবশ্য, প্রাচীন আরব কবি শন্‌ফরার একটি কসীদহ্-র প্রারম্ভে তখনকার আরব রমণীর যে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মন্তব্যে একটা বিশেষ ব্যতিক্রম বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। ইহা আরবের প্রচণ্ড রুদ্রতাপ-রিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে লাজনম্রা, অবগুণ্ঠিতা, স্থিরনয়না, ধীরগামিনী

একটি বালার ছবি। তাঁহার কিন্নরকণ্ঠ নির্লজ্জ প্রগল্ভতার হাত হইতে সংরক্ষিত এবং সে স্বামীর যাবতীয় সংশয় ও সন্দেহ হইতে বিমুক্তা। এমন 'হুরী'-সদৃশা নারীর সাক্ষাৎ প্রাচীন আরবী কবিতায় সচরাচর দুর্লভ। 'মুফদ্দ্ধলীয়াত'-সঙ্কলনে সংগৃহীত শন্‌ফরা-র কস্বীদহ্‌-টির প্রারম্ভিক অংশের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। মূলের সৌন্দর্য ইহাতে রক্ষা করা অসম্ভব হইলেও, আমরা মনে করি, ইহাতে আর কিছু না হউক, অন্ততঃ পাঠকের দুধের সাধ ঘোলে মিটিবে।

উমৈমহ্‌

[শন্‌ফরা রচিত]

কাড়িল সে হৃদি মোর,—
সঙ্কুচিত, সলজ্জ আনন,
অচঞ্চল স্থিরদৃষ্টি,
ছন্দোময় পদ-সঞ্চালন।
খুঁজিছে হারানো কিছু,
যেন আঁখি বিনত স্বভাব,
ইতস্ততঃ নাহি ঝুঁকে,—
কণ্ঠে তার মৃদুল জবাব।
প্রভাতের পূর্বে সেই
করে তার আহার গ্রহণ
মহার্ঘ ও কৃচ্ছ্রতায়
ক্ষুধিতার তরে সঞ্চয়ন।
নাহি গঞ্জনার শ্বাস
কভু তার তাঁবুর ছায়ায়,
পড়শীর তাঁবুগুলি
ছিল পূর্ণ যবে অবজ্ঞায়।
নির্লজ্জ, প্রগল্ভ নহে
নিঃসন্দিগ্ধ তাই স্বামী তার;
কেননা সে সুচরিতা
পুণ্যময় নাম যে তাহার।

হৃদয় আনন্দে ভরা
জিজ্ঞাসার নাহি প্রয়োজন,
সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরে
দিন কোথা কাটিল কখন।
বিকসিতা তন্বী সেই,
অবয়ব পূর্ণ উচ্চতায়,
হ'ত 'পরী'—যদি শিশু
নিত রূপ 'পরী'র কায়ায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন আরব নারীর এই চিত্র দুর্লভ। তখনকার নারীদের যে-সমস্ত চিত্র সুলভ, তন্মধ্যে শিশুকন্যাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া হত্যা করার ছবি অন্যতম। আরবে তখন ইহা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তাহারা মনে করিত, কোন পরিবারে কন্যা জন্মগ্রহণ বিধাতার একটা অভিশাপ। ইহার হাত হইতে যত শীঘ্র রক্ষা পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাদের মনে কি ভাব উদিত হইত, তাহা ইস্‌হক্-বিন্-খন্‌ফ্ রচিত ও হমাসহ্ নামক সংগ্রহে সংকলিত নিম্নের আরবী কবিতাটি হইতে সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যায়ঃ—

'উমামা ছিল না যদি
ভয় কিবা ছিল নিঃস্বতায়?
হতাশার অন্ধকারে
কে পশিত বিত্তের আশায়?*

---

* মূলের দুই শ্লোক এইরূপঃ—

لو لا اميمة لم اجزع من العدم
و لم اقاس الدجى من حندس الظلم +
و زادني رغبة في العيش معرفتي
ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم +

বাঁচার তাগিদ বাড়ে,—
জাগে যবে একান্ত ভাবনা,
অনাথার হতাদর,—
স্বজনের নির্মম গঞ্জনা।

দারিদ্র্যের ভয়ে মরি,
সে একদা আসিবে নিশ্চয়,
লুটিবে সম্মান আর
নারীত্বের সম্ভ্রম, আশ্রয়।

সে চাহে আশ্রয় মোর,
আমি ভয়ে মৃত্যু চাহি তার,
স্বাগতম মৃত্যু বটে,
এ-জীবনে সহায়হীনার।

ডরাই পিতৃব্য কিংবা
ভ্রাতা তারে করিবে পীড়ন,
আমার অস্তিত্ব তাই
শুনিবে না অশ্রাব্য ভাষণ।

এইরূপ নৃশংসতার মূলে যে-সমস্ত কারণ নিহিত ছিল, তাহার আভাসও এই কবিতায় মিলিতেছে। তন্মধ্যে আরবের মরুভূমে অনাবৃষ্টিজনিত পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষই প্রধান। ক্ষুধার জ্বালায় কবে শিশু-কন্যার কচিমুখগুলি পিতামাতার প্রাণান্ত পীড়াদায়ক সামগ্রীতে পরিণত হইবে, তাহার যেমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না, কচি মেয়েগুলি বাঁচিয়া থাকিলে, কখন যুদ্ধবন্দিনী হইয়া শত্রুগোত্রের কবলে পতিত হইবে এবং আপন গোত্রের মুখে কালিমা লেপন করিয়া কুলের কলঙ্কে পরিণত হইবে, তাহারও কোন স্থিরতা ছিল না। সুতরাং, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রাচীন আরবদের সংসারে কন্যার জন্ম ছিল একটা পরম অকল্যাণ ও অভিশাপ স্বরূপ। কুরআন্ শরীফ প্রাগৈসলামিক আরবদের এই ধারণার কথা উল্লেখ করিয়া বলিষ্ঠ কণ্ঠে এইভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে ঃ

"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তান-
সন্ততিদিগকে হত্যা করিও না, আমরাই

তোমাদের ও তাহাদের জন্য জীবিকার সংস্থান
করিব। নিঃসন্দেহ, তাহাদিগকে হত্যা করা
মহাপাপ।" (কুরআন্, সপ্তদশ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক)

(৬) প্রাগৈসলামিক আরবের উদারতা ও আতিথেয়তা ঃ

আরব-আকাশ যেমন উদার ও উন্মুক্ত আরবদের মনও তেমন দরাজ ও প্রশস্ত। এই আকাশে সচরাচর মেঘ দেখা দেয় না,—মরুভূ অঞ্চলে তো নহেই। মরুভূ অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র যখন মেঘের উদয় হয়, তখন প্রকৃতি কিরূপ বর্ষণমুখর হইয়া উঠে, তাহার অদ্ভুত বর্ণনা দুইটি মু'অল্লকহ্-তে সুন্দরভাবে বিধৃত হইয়াছে। এই বর্ষণ যেন বাংলা দেশের অঝোর বর্ষণ অথবা কাল-বৈশাখীকেও হার মানাইয়া দিতে চায়। আরবদের উদার ও উন্মুক্ত মনও অবিকল এইরূপ। এই মনে যখন কোন কারণে প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ গ্রহণের মেঘ উদয় হইত, তখন তাহা অঞ্চল বিশেষকে রক্ত-বর্ষণের প্রবাহে ভাসাইয়া দিত। আশ্চর্যের বিষয় এই, অশেষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম কালেও কোন শত্রু যখন স্বেচ্ছায় প্রতিপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিত, তখন প্রতিপক্ষ উদার হৃদয়ে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আশ্রিতকে আপন তাঁবুতে স্বজনের ন্যায় আশ্রয় দান করিত। এমন কি, তাহার জন্য প্রতিপক্ষ চরম আত্মত্যাগেও তাহাকে ফিরাইয়া দিত না। প্রাচীন আরবে ইহার বহু উদাহরণ বর্তমান। স্থানাভাব বশতঃ এই স্থলে তাহার বর্ণনা প্রদান সম্ভব নহে। মোটের উপর, আরব উদারতা প্রাচীন আরবে আশ্রিতবাৎসল্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করে।

প্রাচীন আরব-উদারতা যেমন আশ্রিতবাৎসল্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করে, প্রাচীন আরব-আতিথেয়তাও তেমন হাতিম ত্বৈয়্যীর কাহিনীতে চমৎকারভাবে রূপায়িত হইয়াছে। তাঁহার অতিথি-বাৎসল্য, দানশীলতা ও উদারতা সম্বন্ধে এত কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল যে, এই সমস্ত ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া হাতিম ত্বৈয়্যীর (আবির্ভাব কাল—নু'মান-বিন্-মুন্‌দির্ অবূ কাবূস—৫৮০ খ্রীঃ হইতে ৬০২ খ্রীঃ) যে সুখ্যাতি দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হধ্‌রত মুহম্মদ মুস্তফারও (দঃ) অজ্ঞাত ছিল না। প্রাগৈসলামিক আরব-ঔদার্য ও অতিথি-

বাৎসল্যের ধারণা কতখানি ব্যাপক ছিল, হাতিম তয়্যী সম্বন্ধে প্রচলিত নিম্নলিখিত কিংবদন্তি হইতে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

হাতিমের জননী যখন অন্তঃসত্ত্বা তখন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তিনি 'হাতিম' নামে একটি দাতা সন্তান কামনা করেন, না যুদ্ধের মাঠে সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী দশটি সন্তান কামনা করেন। তিনি উত্তরে হাতিমকেই চাহিয়াছিলেন।

হাতিম যখন বড় হইলেন, তখন তাঁহার স্বভাব এইরূপ হইয়া পড়িল যে, তিনি একা একা কিছুই আহার করিতেন না। যখন কাহাকেও আহারের সঙ্গী পাইতেন, কেবলমাত্র তখনই তিনি তাহার সহিত আহার গ্রহণ করিতেন। অন্যথা তিনি আহার হইতে বিরত থাকিতেন। হাতিমের পিতা যখন দেখিলেন যে, হাতিম এইভাবে খাদ্যদ্রব্য অপচয় করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার সাথে একটি ক্রীতদাসী এবং শাবকসহ একটি ঘোটকী দিয়া মাঠে উট চরাইতে পাঠাইয়া দিলেন। হাতিম উষ্ট্র চারণ-ক্ষেত্রে তাঁহার সাথী খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলেন। দূর হইতে একটি কাফেলা আসিতে দেখিয়া হাতিম তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "হে যুবক। তোমার কি এমন কিছু আছে, যাহা দিয়া অতিথিসৎকার করিতে পার? উত্তরে হাতিম বলিলেন, "আমার এতগুলি উট থাকিতে আপনারা আতিথ্যের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" অতিথিরা ছিলেন 'আবিদ-বিন্-অল্-অব্রয্, বশীর-বিন্-অবী খাযিম এবং নাবিঘহ অয্-যুব্য়ানী। তাঁহারা সকলে বাদশাহ্ নু'মানের (৫৮০-৬০২) সমীপে চলিয়াছিলেন। হাতিম তাঁহার বিখ্যাত মেহমানদের জন্য তিনটি উট জবাই করিলেন। অতিথিদের মধ্যে 'আবিদ' বলিলেন, "আমরা একমাত্র দুধ ছাড়া আর কিছুই খাইব না। তুমি যদি আমাদিগকে আরও কিছু গ্রহণে বাধ্য কর, তবে একটি উষ্ট্রী-শাবকই যথেষ্ট।" হাতিম বলিলেন, "বুঝিয়াছি, আপনাদের আকৃতি-প্রকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া আমি অনুমান করিতে পারিয়াছি যে, আপনারা সকলে এক-দেশবাসী নন। সুতরাং আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনারা যখন দেশে ফিরিবেন, তখন এখানে যাহা যাহা দেখিলেন, তাহার কি কি বলিবেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।" তাঁহারা হাতিমের প্রশংসায় ও বদান্যতায় কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

হাতিম বলিলেন, "আমি আপনাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু, আপনাদের বদান্যতা আমার চেয়ে বেশী। আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আপনারা আমার উটগুলি আপনাদের মধ্যে বন্টন করিয়া না নেন, তবে আমি সেগুলির পায়ের শিরা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিব।" কবিগণ সকলেই হাতিমের বাসনানুযায়ী উটগুলি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া নিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে নিরানব্বইটি করিয়া উট পড়িল। তাহারা অতঃপর বাদশাহ্ নু'মানের দরবারে চলিয়া গেলেন।

হাতিমের পিতা এই ঘটনা জানিতে পারিয়া হাতিমের নিকট আসিয়া উষ্ট্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতিম প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "পিতঃ! সেই উট-গুলির বিনিময়ে আপনার জন্য এক অক্ষয় গৌরব এবং সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছি এবং দুনিয়ার লোকে কবিতার মাধ্যমে উহা চিরদিন স্মরণ রাখিবে।"

হাতিমের পিতা বলিলেন, "তুমি আমার উটগুলিকে এইভাবে নিঃশেষ করিয়াছ! খোদার কসম! আমি আর তোমাকে নিয়া বসবাস করিব না।" এই বলিয়া তাঁহার পিতা পরিবার-পরিজন লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। হাতিম তাঁহার ক্রীতদাসী এবং একটি উষ্ট্রী এবং তাহার শাবক লইয়া একাই পরিত্যক্ত হইলেন।

নবী-সকাশে হাতিম-কন্যা

কথিত আছে, মক্কা-বিজয়ের পর হাতিম ত্বয়্যীর কন্যা ধৃত হইয়া হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর সম্মুখে বন্দিনী অবস্থায় নীতা হইলে হাতিম-কন্যা বলিলেন, "হে মুহম্মদ! আমার অভিভাবকের মৃত্যু হইয়াছে, আমার পক্ষে কথা বলিবার কেহই নাই। যদি আপনার মরজীর অনুকূল হয়, তবে আপনি আমাকে মুক্তিদান করুন; আমার এই দুর্ভাগ্য নিয়া আরবরা যেন উপহাস না করিতে পারে। আমি আমারই গোত্র-প্রধানের কন্যা, আমার পিতা বন্দীকে মুক্তি দিতেন; তিনি আপন-পর সকলের রক্ষক ছিলেন, অতিথির সৎকার করিতেন, ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্তি দান করিতেন, ব্যথাতুরকে সান্ত্বনা দিতেন, লোকদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন, কাহাকেও বিমুখ বা বঞ্চিত করিতেন না। আমি সেই বিখ্যাত হাতিম ত্বয়্যীর কন্যা।" নবী উত্তর করিলেন, "কন্যে! তুমি যাহা বলিলে, খাঁটি বিশ্বাসীর

ইহাই পরিচয়। যদি তোমার পিতা মুসলমান হইতেন, নিশ্চয়ই আমি তাহার জন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতাম।" নবীজী হাতিম-কন্যাকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন এবং বলিলেন, "নিশ্চয়ই তোমার পিতা মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন, এই ধরণের লোক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন।"

[৭]

মু'অল্লকাঁত্‌-এর পূর্ববর্তী বঙ্গানুবাদ

আমরা এই পুস্তকের 'নিবেদনে' উল্লেখ করিয়াছি যে, ইউরোপের কয়েকটি উন্নত ভাষায় "মু'অল্লকাঁত" অনূদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংরেজী ও জর্মন ভাষা অন্যতম। বর্তমান অনুবাদের পূর্বে গদ্যে বা পদ্যে বাংলাভাষায় ইহার কোন পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে কেহ হাত দেন নাই। তবে, সুখের বিষয় এই, বাঙ্গালী মুসলমান এ-বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। প্রায় ছত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৯৩৩) ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মৌলানা শরফুদ্‌-দীন্‌ সাহেব এই কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার কোন-কোন কবিতার অংশ বিশেষ কাব্যে অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি ১৯৩৩ সালে 'মাসিক মোহাম্মদী'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত, কাব্যটির অথবা ইহার কোন কাহিনীর আংশিক বা পূর্ণ অনুবাদ (গদ্যে বা পদ্যে) কেহ কখনও পুস্তকাকারে বা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই।

বাংলা ভাষায় মু'অল্লকাঁত্‌-এর প্রথম অনুবাদ হিসাবে মৌলানা শরফুদ্‌-দীন্‌ সাহেবের খণ্ডিত অনুবাদেরও একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা ইহার সাহিত্যিক অর্থাৎ কাব্য-রস আস্বাদনমূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা রাখেন, ইহাতে তাঁহাদেরও সাহায্য হইবে। ইত্যাকার কয়েক কথা চিন্তা করিয়া আমরা নিম্নে মৌলানা সাহেবের অনুবাদগুলি তাঁহার মৌখিক অনুমতিক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে এই অনুবাদগুলি অবলুপ্তির হাত হইতেও রক্ষা পাইবে।

॥ প্রথম মু'অল্লকহ্ ॥

(প্রথম নয় শ্লোকের অনুবাদ)

লক্ষণীয়,—শ্লোকগুলির অন্ত্যানুপ্রাস মূলানুসারী।

(ক) প্রারম্ভ

১। "তিষ্ঠ বন্ধু, প্রেমের অশ্রু দিব হেথা অঞ্জলি,
প্রিয়ভূমি মরু-প্রান্তর ছাড়ি প্রিয়া মোর গেছে চলি।
২। দখুল, হমল, তুজে, মাক্‌রাৎ তার মাঝে তাঁর বাস,
পবন-বিরোধে চিহ্ন তাহার আজো আছে সে-সকলি।
৩। গৃহ-প্রাঙ্গণে শ্বেত মৃগমল আছে দেখ ওই পড়ি,
ছড়িয়ে রয়েছে যেন হেথা গোলমরিচের বীজগুলি।
৪। বিদায়ের দিনে রজনী প্রভাতে বাবুলের ফুলবনে,
অশ্রু সাগরে ভাসি আমি হেথা তারা যবে গেল চলি।
৫। বন্ধুসকল আসি মোর পাশে উষ্ট্রবিরত করি,
সান্ত্বনা দিল, 'অধীর হয়ো না, ধৈর্য ধর গো' বলি।
৬। নয়ন-ধারায় সান্ত্বনা মম উপদেশে কিবা ফল?
বিজন আবাসে প্রীতির অর্ঘ্য নয়ন-অশ্রু ঢালি।
৭। এরি মত ছিল উম্মুল-হারিস্, উম্ম-রবাব্ সেথা,
মাসালবাসিনী মরুর কুসুম দশদিক উজ্জ্বলি।
৮। দাঁড়াইত যবে মেশ্‌ক-সুবাস ছড়াইত সবদিকে,
লবং সুবাস প্রভাত-মলয়ে আসে যথা ভেসে চলি।
৯। বিরহ-ব্যথায় বক্ষ ভাসায়ে ছুটিল অশ্রুধারা,
ভিজিল আমার অসিকোষখানি নয়নের ধারা গলি।

(মাসিক মোহাম্মদী—ডিসেম্বর, ১৯৩৩
৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

(খ) নিশীথ অভিযান

(এই অংশে মূলের ২৪ হইতে ৩৫ শ্লোক এবং ৪০ ও ৪১ শ্লোক অনূদিত হইয়াছে)

* ২৪। কটিবন্ধের মুকুতার মালা জ্বলে যথা উজ্জ্বল,
সপ্তর্ষির মালিকা তখন আকাশেতে ঝলমল;
২৫। নিশীথ রজনী, সাস্ত্রী সজাগ, আমার নিধন তরে,
বুকের মানিক জেগে আছে যথা আমি যাই সেই ঘরে।
২৬। পরিধানে তার রজনীর বাস শয়নের প্রাক্কালে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভাবিতেছে,—'তবু আসে যদি কোন ছলে।'
২৭। দেখিয়া আমায় বলে মোর রাণী সলাজ কপট রোষে,
উচ্ছৃঙ্খল মনটি তোমার আসিবে না কভু বশে ?"
২৮। গৃহের বাহিরে যাই যবে মোরা, প্রাণ নহে ভীতিহীন,
জরীন্ জামার আঁচলের ঘায়ে মুছে চলে পদচিন্।
২৯। গৃহসীমা ছাড়ি উপনীত মোরা খোলা প্রান্তর মাঝে,
বালুকার স্তূপে ভরা মাঠখানি সে'জে অপরূপ সাজে।
৩০। দুই হাতে ধরি মস্তক তার লইলাম কাছে টানি—
আবেশে তখন মোর পানে চায়, অবনত দেহখানি।
৩১। ক্ষীণ কটিতট, গুল্‌ফ সুঠাম, যৌবন টলমল ;
দর্পণ যেন বক্ষ তাহার, চিক্কন, উজ্জ্বল।
৩২। শ্বেত ও হলুদে মিশাইয়া রং প্রথম ডিমের মত,
পূত নিরমল সলিলে পুষ্ট কমতনু অবিরত।
৩৩। অর্ধনমিত হইল যখন অতুল কপোল দেশ,
চকিত চপল দৃষ্টি হানিয়া বাধা দেয় সবিশেষ।
৩৪। অতি সুশোভন গ্রীবাটি সুঠাম শ্বেত হরিণীর প্রায়,
স্থান পে'য়ে তথা ধন্য হয়েছে আভরণ, মহিমায়।

---

* লক্ষণীয়,—অনুবাদের ২৪ শ্লোক মূলের ২৫ এবং মূলের ২৫ শ্লোক অনুবাদের ২৪ শ্লোক। তীরমার্কা দিয়া দেখানো হইল।

৩৫। পৃষ্ঠে তাহার ছড়াইয়া আছে ঘন কালো কেশদাম,
দুলিতেছে যেন খেজুরের ছড়া নয়নের অভিরাম।

* * *

৪০। সান্ধ্য তিমির বিদূরিত করে উজ্জ্বল দেহ-কান্তি,
ঋষির কুটীর দুয়ারে যেমতি আলোক ছড়ায় শান্তি।

৪১। নশ্বর সুঠাম দেহ অবিরাম দরশনে নাহি শ্রান্তি,
প্রেম-বিজড়িত দৃষ্টি হানিলে জ্ঞানীদেরও হয় ভ্রান্তি।

(মাসিক মোহাম্মদী,—ডিসেম্বর, ১৯৩৩,
৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

(গ) ঝঞ্ঝাবৃষ্টি রজনী

(লক্ষণীয়—এই অংশে স্থানে স্থানে মূলের এক একটি শ্লোক বাংলা শ্লোকের এক চরণে অনূদিত হইয়াছে)

৭০। জলদমালার বুক চিরে ওই উঠিতেছে গর্জন,
ঝিকিমিকি জ্বলে চপল চমক ; অবিরল বরিষণ।

৭১। একি বিদ্যুৎ-ঝলক জাগায় পরাণের শিহরণ,
অথবা সাধুর সুদূর কুটিরে প্রদীপের বিকিরণ।

৭২-৭৪ { বহুদূর ব্যাপী ঘন বরিষণ চপল চমক হাসি,
ঝঞ্ঝা-নিনাদে কাঁপে চরাচর, লুটায় বৃক্ষরাশি।

{ ৭৫। নিরূপায় হয়ে বনছাগকুল নেমেছে গিরির মূলে,
৭৬। শাখী শাখাহীন তায়মায় গৃহ লুটায় ধরণীতলে।

{ ৭৭। স্রোতরেখা বাস-পরিহিত ওই বৃদ্ধ সবীর গিরি,
৭৮। মুজয়মীরের শৃঙ্গ রয়েছে টাইক-চক্র পরি।

৭৯। গবীত মরুর বন্যা জল পুঞ্জিত চারিধার,
ইমনী বণিক সাজায় যেমন পণ্যের সম্ভার।.

৮০-৮১ { ঊষার আলোকে নামিল যখন শান্ত অবনীতল,
আমোদমাতাল বিহগ-কূজনে ভরিল বনস্থল।

(মাসিক মোহাম্মদী—ডিসেম্বর, ১৯৩৩,
সপ্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা)

॥ দ্বিতীয় মু'অল্লকহ্ ॥

(তরফহ্ রচিত)

৫৩। উৎসব আনন্দ আর সুরার নেশায়,
ধনমান সবকিছু হারাই হেলায়।

৫৪। পরিজন সবে মোরে ত্যজিল যখন,
পরিত্যক্ত ক্ষতগ্রস্ত উষ্ট্রের মতন;

৫৫। নিঃস্ব যাচিল মোরে দানের আশায়,
ধনবান চাহে মোরে কীর্তি মহিমায়।

৫৬। সমর, আমোদে মোরে দোষে যেই জন,
পারে কি সে দিতে মোরে অক্ষয় জীবন?

৫৭। সক্ষম না হয় যদি মৃত্যু নিবারিতে,
কি দোষ আমার তার সম্মুখীন হ'তে?

৫৮। যৌবনের কাম্যবস্তু এই তিন সার,
নতুবা অসহ্য মোর জীবনের ভার।

৫৯। দোষান্বেষী হ'তে দূরে, হ'য়ে ফুল্ল মন,
লোহিত ফেনিল সুরা করি আস্বাদন।

৬০। বিপন্নের রক্ষা তরে ধাই অশ্ব 'পরে,
তৃষাকুল ব্যাঘ্র যথা শিকারী প্রহারে।

৬১। বাদল দিবস—কি মধুর বাদল দিবস,
ললিত ললনা সনে তাঁবু তলে কাটাই দিবস।

(মাসিক মোহাম্মদী—ডিসেম্বর, ১৯৩৩,
৭ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা)

॥ পঞ্চম মু'অল্লকহ ॥

('অমর-বিন-কুল্‌থুম রচিত)

২৩। হিন্দা-জনক মোদের শাসিতে কেন ত্বরা অবিরত?
গোচরে তোমার আনিব এখনি সত্য ঘটনা যত।

২৪। সমর অঙ্গনে নিয়ে যাই মোরা ধবল পতাকা শিরে—
লোহিত বরণে রঞ্জিত করি নিয়ে আসি ঘরে ফিরে।

২৫। কতবার মোরা রাজ প্রতিকূলে বিরোধ ঘোষণা করি'
অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে নিপাত করেছি অরি।

* * *

৫৪। কি বাসনা বল হৃদয়ে তোমার আমর হিন্দাসুত,
ভৃত্য হইয়া সালাম করিতে নহি মোরা প্রস্তুত।

৫৫। কি বাসনা লয়ে, নিন্দুক বাণী কর্ণে তুলিয়া নাও,
ঘৃণায় হেলায় আমাদের পানে বারেক ফিরে না চাও!

৫৬। কিবা বাসনায় বল হে রাজন, কর হেন অবিচার,
নীচাশয় ভাবি কেন বা মোদেরে করিতেছ পরিহার।
রোষ কষায়িত নয়নে দেখাও শাসনদণ্ড ভয়,
দাস নহি মোরা মাতার তোমার, তাও কি কখনও হয়?

৫৭। তোমা ছাড়া কত শত্রু বক্ষে মোদের বর্শা যত,
কঠিন বিঁধেছে, কারো কাছে মোরা কখন হইনি নত।

* * *

৯৬। অনুগত জনে করিতে রক্ষা আমরা নিয়েছি ভার,
বিদ্রোহী জনে শাসনে মোদের তরবারি খরধার।

* ৯৭। ক্ষুধা-নিপীড়িতে আশ্রয় দিয়ে করি তোমা নির্ভয়,
ভিখারী মোদের দান লভি সদা গাহিছে মোদের জয়।

৯৮। জলাশয়ে মোরা পান করি সদা অমল স্ফটিক জল,
ঘোলাকর্দম আর লোক যত পান করে অবিরল।

* এই দুই শ্লোকের অনুবাদ একরূপ স্বাধীন।

৯৯। রাজ সভাতলে অপমানে যবে বিনত সবার শির,
সহি না আমরা অপমানভার, চিরজয়ী মোরা বীর।
১০০। আমাদেরি তরে বিশাল ধরণী যেথানে যা-আছে কিছু
আঘাত বদলে প্রতিঘাত করি সবারে তাড়াই পিছু।
১০১। জালিম বলিয়া আখ্যা মোদের, জুলুম করি নি কভু,
অত্যাচারীর ধ্বংস সাধিয়া হ'তে হয় যদি তবু।
১০২। ধরণী মোদের ধরে নাকো আর, শূন্য পূর্ণ করি,
সাগর মোদের অর্ণবপোতে উঠেছে সকলি ভরি।
১০৩। শিশুটি মোদের স্তন্য ছাড়িয়া দাঁড়ায় অবনী 'পরে,
মহারাজগণ অমনি সমুখে ধুলায় লুটায় পড়ি।

(মাসিক মোহাম্মদী, ৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩৪১)

॥ সপ্তম মু'অল্লকহ্ ॥

(হারিথ-বিন্-হিল্লিযহ্ প্রণীত)

২৯। ন্যায়ের মূরতি হে রাজা মোদের, কি গুণ গাহিব আজ।
ধরায় অতুল তুমি, তাই ভাষা বর্ণনে পায় লাজ।
৩০। যে-কোন কাজের অভিলাষ তব, আদেশ করিবে যত,
মনের মতন সাধিব আমরা আজ্ঞাবহের মত।

*　　*　　*

৩৫। সকল গোষ্ঠী বিয়াকুল যবে শোণিতের পিপাসায়,
লুট-তরাজের বহিল প্লাবন সকলেরি আঙিনায়।
৩৬। উষ্ট্রবাহিনী লইয়া আমরা করিয়াছি অভিযান,
'বহরাইনের' খেজুর বনের কূল হ'তে 'হিসা' পান।

৩৭। বনু তমীমের ধ্বংস সাধিতে চলিয়াছি তৎপর
বন্দী করিয়া এনেছি তাদের নারীদের সত্বর।
৩৮। পলাইয়া তবু বাঁচে নাই কেহ মোদের বর্শা তীরে
৩৯। প্রস্তরভরা উপত্যকায় অথবা গিরির শিরে।
৪০। তাইতো রাজার প্রতাপ এমন,—সবাই নোয়ায় শির।
গুণের আধার, তুলনা তোমার নাহি কোথা পৃথিবীর।

(মাসিক মোহাম্মদী, ৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩৪১)

[৮]

এই পুস্তক সম্পাদনে ও অনুবাদে সহায়ক গ্রন্থ-বিবরণী
(Bibliography)

প্রস্তাবনায়

1. *A History of Arabic Literature* : Clement Huart, (London, 1903).
2. *A Literary History of the Arabs* : R. A. Nicholson (Cambridge, 1962).
3. *Arabic Literature* : an Introduction : H. A. R. Gibb. (London, 1926).
4. *A Short History of the Saracens* : Syed Ameer Ali.
5. *The History of the Arabs* : Phillips Hitti.
6. *A Literary History of Persia* : E. G. Browne, vol. I, (London, 1902).
7. *The Encyclopaedia of Islam* : (Leyden, 1913).

পাঠ, অনুবাদ (আরবী ও উরদু)

ও

টীকা-টিপ্পনীতে

١. التوشيحات على السبع المعلقات — (سنه ١٣٥٧ هجرى) — استاذ سجاد حسين -

٢. التسهيلات للسبع المعلقات—(سنه ١٩٦٧ عيسوى) — محمد عبد القيوم الندوى -

٣. ديـوان الحمّاسـة ـ لابي تـمام حبـيب اوس الطائي + المكـتـبـة السلفية ـ لاهور -

۴. ديوان امرء القيس —صنعه حسن السندوبى (مصر) -

٥. مبادى الادب فى تقدمة قصائد العرب—مولانا عبد الاول جونپورى -

দ্বিতীয় খণ্ড

আলোচনা

॥ মু'অল্লকহ্ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

"মু'অল্লকাত্" যে একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ, সে-বিষয়ে 'প্রস্তাবনা' অংশে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। অনুবাদের পূর্বে গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা অত্যাবশ্যক। আরবী সাহিত্যের আলোচনার প্রতি যাঁহার কিছুমাত্র আকর্ষণ আছে, তাঁহার কাছে "মু'অল্লকাত" সুপরিচিত। ইহা সাতটি "কস্বীদহ্" বা কাহিনী-কাব্যের সঙ্কলন বলিয়া السبع المعلقات (অস্-সব্'উ-'ল্-মু'অল্লকাত্) বা "ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তক" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাগৈস্লামিক যুগের (৪৫০-৬২২ খ্রীস্টাব্দ মধ্যবর্তী কালের) আরবী কাব্যে এই গীতিকা-সঙ্কলনটির স্থান অতি উচ্চে।

"মু'অল্লকাত" শব্দটি "মু'অল্লকহ্" শব্দের বহুবচনের রূপ। ইহার অর্থ "ঝুলন্ত গীতিকাসমূহ"। ইহার এক বচনের "মু'অল্লকহ্" (معلقة) রূপটি আরবী 'ইল্ক্ (علق) ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই ধাতুর অর্থ 'ঝুলাইয়া রাখা' কিংবা 'আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা বা রাখা'। কোন মূল্যবান বস্তুকে অথবা মহাসমাদৃত জিনিসকে মানুষ নিরাপদ স্থানে ঝুলাইয়া রাখিয়া রক্ষা করে, অথবা পাছে হস্তচ্যুত হয়, এই ভয়ে, নিজের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে, কিংবা জনসাধারণের দেখার জন্য প্রকাশ্য স্থানে টাঙাইয়া রাখে, অথবা ধনরত্নের ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষা করে। সুতরাং, "মু'অল্লকহ্" শব্দের মৌলিক অর্থ,—"মূল্যবান বস্তু" অথবা মহাসমাদৃত জিনিস।

কালক্রমে "মু'অল্লকহ্" শব্দের এই মৌলিক অর্থ বিস্মৃতির গহ্বরে আত্ম-গোপন করে। তখন ইহার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ফলে, "মু'অল্লকহ্" সম্বন্ধে ইহার অর্থকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি খোশগল্পের

সৃষ্টি হইতে থাকে। ধীরে ধীরে গল্পগুলি জনসাধারণের মধ্যে অল্প-বিস্তর চালু হইয়া যায়। তাহার দুই একটি নিম্নে বিবৃত হইল ঃ

প্রাগৈসলামিক যুগে অর্থাৎ ৪৫০ হইতে ৬২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে, কাবাগৃহের অনতিদূরে অবস্থিত নখ্‌লহ্‌ ও ত্বা'ইফ্‌-এর মধ্যবর্তী 'উকায্‌ নামক স্থানে প্রতি বৎসর এক মেলা (সূক্‌) বসিত। দ্‌-'ল্‌-ক্ব'দহ্‌, দ্‌-'ল্‌-হিজ্জহ্‌ ও মুহর্‌রম,—এই তিন পবিত্র মাসে যখন গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ-কোন্দল দেশের প্রথানুসারে বন্ধ থাকিত, তখন 'উকায্‌-মেলা বিশ দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইত। ইহাতে দেশের যাবতীয় পণ্যদ্রব্যের প্রদর্শনী খোলা হইত; ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা, শরব্য-ক্রীড়া, শুঁড়িখানা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিত এবং গান, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতির জলসারও আয়োজন করা হইত। অধিকন্তু, ইহাতে এক বিরাট বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে কাব্য-প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইত। সমগ্র আরবের লোকের সহিত দেশের অসংখ্য কবি এই সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিয়া কাব্য-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। কেননা, এই মেলার বার্ষিক কাব্য-প্রতিযোগিতা ব্যতীত কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিবার আর কোন সুযোগ দেশের অন্যত্র ছিল না। এই সাহিত্য-সম্মেলনে অনুষ্ঠিত কাব্য-প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর রায়ে যে-কবিতা প্রথম স্থান অধিকার করিত, তাহাকে দেশের পবিত্রতম উপাসনা-স্থান কাবাগৃহের সর্বাধিক নিরাপদ প্রাচীর-গাত্রে ঝুলাইয়া রাখিয়া রক্ষা করা হইত।

মতান্তরে, 'উকায-মেলায় প্রথম স্থান অধিকারকারী কবিতাকে প্রথমে মিহি মিসরীয় ক্ষৌমবস্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া ফেলা হইত; তাহার পরে বহুল প্রচারের জন্য ইহাকে কাবাগৃহের দ্বারে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত, যেন সকলেই তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের ন্যায় যাঁহারা এ-সব ব্যাপারে অতি সতর্ক, তাঁহারা মনে করেন, এই গল্পগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট। এই গল্পগুলি যদি সত্য হইত তবে আরবের প্রাচীনতম লেখায় এইগুলির কোন-না-কোন উল্লেখ পাওয়া যাইত। কুর্‌আন্‌ বা হদীথ্‌ শরীফে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই। মক্কার প্রাচীন ইতিহাসেও ইহাদের কোন সন্ধান মিলে না। বহু অনু-

সন্ধানের পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই গল্প খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত 'ইক্‌দু-'ল্‌-ফরীদ নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গ্রন্থটির রচয়িতা ইব্‌ন্‌ 'অব্‌দি রব্বিহি ৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রায় সমসাময়িক বিখ্যাত বৈয়াকরণ অহ্‌মদু-'ন্‌-নহ্‌হাস্‌ (মৃত্যু—৯৪৯ খ্রীঃ) এই গল্পের উল্লেখ করেন। তবে, তিনি এই গল্পকে ভিত্তিহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) শ্রেণীর প্রাচীন আরবী-সাহিত্য-কোষ "কিতাবু-'ল্‌-অঘানী" নামক গ্রন্থে অসংখ্য কাহিনী, গালগল্প, গান, কবিতা প্রভৃতি সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইলেও, "মু'অল্লকহ্‌" সম্বন্ধে উক্ত চমকপ্রদ কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থ অবু-'ল্‌-ফরজ্‌ ইসপাহানী (মৃত্যু—৯৬৭ খ্রীঃ) নামক এক মহাপণ্ডিত কর্তৃক রচিত হয়।

এই কাহিনীর পক্ষেও যে কিছু বলিবার নাই, তাহা নহে। কাহিনীটি 'ইক্‌দু-'ল্‌-ফরীদ্‌ বর্ণিত (রচনা—৯৪০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে) বলিয়া, অর্থাৎ প্রাগৈসলামিক যুগের (৪৫০-৬২২ খ্রীঃ) কাহিনী ইসলামের প্রায় চারি শতাব্দী পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থে বর্ণিত বলিয়া অবিশ্বাস্য, এমন কথা বলার পশ্চাতে একটি যুক্তি হইল, বৈয়াকরণ অহ্‌মদু-'ন্‌-নহ্‌হাস্‌ (মৃত্যু—৯৪৯ খ্রীঃ) তাঁহার সমসাময়িক ইব্‌ন্‌ 'অব্‌দি রব্বিহি (মৃত্যু—৯৪০ খ্রীঃ) বর্ণিত কাহিনীকে অবিশ্বাস্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর একটি যুক্তি হইল, কু্‌র্‌আন্‌-হদীথ্‌ শরীফ 'ইক্‌দু-'ল্‌-ফরীদ্‌ গ্রন্থের বহু পূর্ববর্তী হইলেও, এইগুলিতেও গল্পটির কোন উল্লেখ নাই। উত্তরে বলা যায়, প্রাগৈসলামিক যুগের যাবতীয় কাহিনী, রীতি-নীতি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সবকিছুর উল্লেখ কি কু্‌র্‌আন্‌-হদীথ্‌-এর মধ্যে পাওয়া যায়? পাওয়া যে যায় না, তাহা সর্ববিদিত। তাই বলিয়া কি যাহা পাওয়া যায় না, তাহা অস্বীকার করিতে হইবে? যদি অস্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে বহু জ্ঞান অবলুপ্ত হইবে। কাহারও কথা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার অধিকার সমসাময়িক লোকের যেমন আছে, ভবিষ্যতের লোকেরও তেমন রহিয়াছে। গল্পটি বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য, সে-কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়াও বলিতে পারা যায় যে, খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবধি এই গল্প প্রচলিত ছিল। নতুবা, ইব্‌ন্‌ 'অব্‌দি রব্বিহি ইহার উল্লেখ করিতে পারিতেন না এবং অহমদু-'ন্‌-নহ্‌হাস্‌ ইহাকে অবিশ্বাস্য বলিয়া উল্লেখ করিতে সমর্থ হইতেন না।

আমরা ইহাকে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি না। কারণ, ইহার মধ্যে এমন অবাস্তব, অস্বাভাবিক, অথবা অযৌক্তিক কোন কথা নাই, যাহাতে বিশ্বাস করা কঠিন। কেহ যদি খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই গল্প এমন স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নিতান্তই উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাপার হইলেও, ইহাকে প্রাচীনত্বের দাবীতে স্বীকার করিয়া না লইয়া উপায় নাই। রেইস্কে (Reiske), স্যার উইলিয়ম জোন্স, এমন কি দ্য-স্যাসি (De Sacy) প্রমুখের ন্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উক্ত মত নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন। তবে, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে জর্মন পণ্ডিত হেঙ্স্টেন্‌বার্গ (Hengstenberg) ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈস্‌-এর মু'অল্লকহ্‌-টির নিজস্ব সংস্করণের প্রস্তাবনায় (Prolegomena) (প্রকাশ-কাল, বন্‌—১৮২৩) যে কতকগুলি প্রশ্ন উঠাইয়াছেন, যেমন 'উকায-মেলায় কাঁহারা বিচারক হইতেন, কিভাবে তাঁহারা নিযুক্ত হইতেন, জ্ঞান-প্রচারের উপায়রূপে লিপি তখনও আরব-দেশে চালু ছিল কিনা, ইত্যাদি, ইত্যাদি, তাহা এখন বহুলাংশে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। মক্কায় কুরৈশ্‌-বংশের প্রাধান্য চির-স্বীকৃত এবং তাঁহারাই 'উকায-মেলার সাহিত্য-প্রতিযোগিতার পরিচালনা ও বিচার-কার্যের সম্পাদনা করিতেন। কাবা-মন্দিরের (কেননা, কাবা তখনও 'মন্দির') পৌরোহিত্য ও দেবসেবার কাজ কুরৈশ বংশের হাতে সর্বসম্মতিক্রমে ন্যস্ত থাকায়, 'উকায-মেলার সাহিত্য-প্রতিযোগিতার বিচারক মনোনয়নেও তাঁহাদের অধিকার সর্বস্বীকৃত হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে প্রাগৈসলামিক আরবে লিপি একটি শিল্প বা কলা হিসাবে যে-উন্নতি লাভ করিতেছিল, এখন তাহা একরূপ স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, "মু'অল্লকহ্‌"-গুলিকে মিহি মিসরীয় ক্ষৌমবস্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া প্রচার ও রক্ষার যে-কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাস্তব ব্যাপার না হইয়া চিন্তাধারার আলঙ্কারিক অভিব্যক্তিও হইতে পারে। আরবী-সাহিত্যে মু'অল্লকাত বা ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তকের উৎকর্ষ জ্ঞাপনের জন্য এই কবিতাগুলিকে সময়ে সময়ে "মুদহ্‌হবাত্‌" বা 'স্বর্ণময়ী কবিতা' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। ইহার দ্বারা এই কথা বুঝানো হইত যে, "মু'অল্লকাত" স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান কবিতা। মনে হয়, এই "মুদহ্‌হবাত" কথার সূত্র লইয়াই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার গল্প পরিকল্পিত হইয়াছিল।

সব কয়টি "মু'অল্লকহ্" 'উকায-মেলায় আবৃত্ত হইয়াছিল কিনা বলিতে পারা যাক বা না যাক, অন্ততঃ একটি,—এবং সেইটি 'অমর-বিন্-কুল্‌থুঁম-এর "মু'অল্লকহ্" যে 'উকায্-মেলায় আবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কিতাবু-'ল্-অঘানী। অন্যগুলি যে এই মেলায় আবৃত্ত হয়, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও, ইহারা আবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তীর মাধ্যমে চিরবিদিত। এই প্রাচীন কিংবদন্তীকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

অতএব, এই সমস্ত তথ্যের ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে "মু'অল্লকাত্" সংরচন ও সংরক্ষণ-কাহিনী যে নিতান্ত খোশগল্প বা গাঁজাখোরী কথা নয়, সে-কথা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়।

সে যাহাই হউক, "মু'অল্লকহ্" নামটি এই কসীদহ্-গুলির রচনার সমসাময়িক বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ যিনি সর্বপ্রথম এইগুলিকে সঙ্কলন করেন, নামটি তিনিই দিয়াছিলেন। এইগুলি যে সংখ্যায় সাত ছিল, তাহাও ঠিকভাবে বলিতে পারা যায় না। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ইহাদের সংখ্যা দশ। তবে, বেশীর ভাগ পাণ্ডুলিপিতে এই সংখ্যা সাত। এই জন্যই প্রচলিত সঙ্কলনটিকে "অস্-সব্'উ-'ল্-মু'অল্লকাত্" বা ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তক নামে অভিহিত করা হয়।

যিনি এই গ্রন্থের সর্বপ্রথম সঙ্কলয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহার নাম হম্মাদু-'র্-রাবীয়হ্ (জীবন-কাল—৭১৩-৭৭২ খ্রীঃ)। 'অব্বাসী খলীফহ্ অল্-মহ্‌দীর রাজত্বকালে এই খ্যাতনামা "রাবী" বা কথকের আবির্ভাব ঘটে। জনৈক ইরানী যুদ্ধবন্দীর ঔরসে কূফহ্ শহরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অত্যদ্ভুত স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। খলীফহ্ দ্বিতীয় ব্লীদ (রাজ্যকাল, ৭৪৩-৭৪৪খ্রীঃ) কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কথক (rhapsodist) হম্মাদ প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক আরবী বর্ণে অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত অন্ততঃ এক শতটি করিয়া প্রাগৈসলামিক আরবী কবিতা তিনি একাই আবৃত্তি করিবেন। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, এবং খলীফহ্ স্বয়ং এবং অপরের উপস্থিতিতে যখন দুই হাজার নয় শত (২৯০০) কবিতা শুনিলেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন যে, হম্মাদ্ তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে শেষ পর্যন্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিবেন। অতঃপর, তিনি হম্মাদকে এক লক্ষ দিরহম পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন।

"মু'অল্লকাত"-এর সঙ্কলনই হম্মাদ-এর একটি স্থায়ী কৃতিত্ব। কোন্ নীতিতে তিনি এই প্রাগৈসলামিক কবিতাগুলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। এতৎসত্ত্বেও মনে হয়, দীর্ঘতার ভিত্তিতেই তৎকর্তৃক "ঝুলন্ত গীতিকাগুলি" সঙ্কলিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই কারণেই "মু'অল্লকাত্"-কে "অস্-সব্'উ-'ত্ব্-ত্বিৱাল্" (السبع الطوال) বা 'দীর্ঘ কবিতা-সপ্তক' বলিয়াও অভিহিত করা হইয়া থাকে।

ইম্রু'উ-'ল্-কৈস প্রণীত

[৪৮০-৫৪০ খ্রীঃ]

প্রথম মু'অল্লকহ্

(ক) কবি-জীবনী

মু'অল্লকহ্-গুলির মধ্যে কবি ইম্রু'উ-'ল্-কৈস্ (৪৭০-৫৪০ খ্রীঃ) রচিত "মু'অল্লকহ্"-টিই সর্বাধিক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। "ঝুলন্ত-গীতিকা-সপ্তক" নামক সঙ্কলনে ইহাকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখন প্রথম "মু'অল্লকহ্" বলিলেই কবি ইম্রু'উ-'ল্-কৈস্ প্রণীত 'মু'অল্লকহ্"-টিই বুঝায়। কাব্যের ন্যায় কবিও এক খ্যাতিমান পুরুষ এবং প্রাগৈসলামিক আরব কবিগণের এক বিশেষ প্রতিনিধি। নিম্নে তাঁহার বিচিত্র জীবন আলোচিত হইল।

কবির পূর্ণ নাম 'ইম্রু'উ-'ল্-কৈস্-বিন্-হুজ্র্-বিন্-হারিথ্ কিন্দী। ৪৮০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৫৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি প্রাগৈসলামিক আরবে আবির্ভূত হন। দক্ষিণ-আরবে অবস্থিত প্রাচীন য়মন-রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। হধ্রত মুহম্মদ-এর জন্মের (৫৭০ খ্রীঃ) প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে কবির মৃত্যু হয় বলিয়া মুসলিম জগতে প্রসিদ্ধি আছে। এই দিক হইতেও ইতিহাসের সহিত তাঁহার আবির্ভাব-কালের বিশেষ বিরোধ নাই।

কবির পিতামহ কিন্দহ্-গোত্রের রাজা হারিথ্, হীরহ্-গোত্ররাজ তৃতীয় মুন্দির্-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তৃতীয় মুন্দির্ কিন্দহ্-রাজ হারিথ্কে পরাজিত

ও নিহত করিলে, হারিথ্ যাহাদিগকে লইয়া গোত্র-সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিয়া পৃথক্ হইয়া পড়েন। এই সময় কবির পিতা হুজ্‌র্ মধ্য-আরবের বনূ-'অসদ গোত্রের কর্তৃত্ব কিয়ৎকালের জন্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিনের মধ্যেই বনূ-'অসদ গোত্র বিদ্রোহী হইয়া কবির পিতা হুজ্‌রকে হত্যা করে। ফলে, কিন্দহ্-রাজবংশের একমাত্র সমর্থ যুবরাজ হিসাবে কবির উপরই পিতৃহত্যার দায় বর্তে। কবি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে-সমস্ত দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন, কিতাবু-'ল্-অঘানীতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইলেও, এই স্থলে তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে, এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কবির গোত্র-শত্রু তৃতীয় মুন্‌দির-এর সাহায্যপুষ্ট বনূ 'অসদ গোত্রীয় বিদ্রোহীদিগকে তিনি শায়েস্তা করিতে সমর্থ হন নাই।

পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ কবি ইম্‌রু'উ-'ল্-কৈস্ অতঃপর কনস্টান্টি-নোপলে গমন করিয়া গ্রীক্-সম্রাট জাস্টিনিয়ানের শরণাপন্ন হন। গ্রীক্-সম্রাট তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। পূর্ব হইতেই ইরানীদের সঙ্গে গ্রীক্-সম্রাটের বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। তিনি ভাবিলেন যে, কিন্দহ্-গোত্রের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইরানীদের জন্য ইহা একটা কণ্টক স্বরূপ হইবে। সুতরাং তিনি কবি ইম্‌রু'উ-'ল্-কৈস্‌কে ফলস্তিন্-এর 'ফাইলার্ক' (Phylarch) বা অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি পদে নিযুক্তিপত্র দান করেন। কবি এই কার্যে যোগদানের জন্য স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া আঙ্কারায় পৌঁছিলে মৃত্যুমুখে (৫৪০ খ্রীস্টাব্দ) পতিত হন। এইখানেই 'অসীব্ নামক এক পর্বতের পাদদেশে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

কথিত আছে, কবির এই মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হয় নাই। তিনি যখন কনস্টান্টিনোপলে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের শরণাপন্ন, তখন সম্রাট-কন্যার সহিত তাঁহার আশনাই হয়। সম্রাট এই কথা জানিতে পারিয়া, সকলের অজ্ঞাতে ছলনাভরে তাঁহার নিকট একটি বিষাক্ত রাজকীয় পরিচ্ছদ উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। কবি যখন আঙ্কারায় পৌঁছেন, তখন তাঁহাকে এই বিষাক্ত উপহার প্রদত্ত হয়। তিনি এই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই এই স্থানে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই নাকি তাঁহাকে "দূ-'ল্-কুরূহ্" বা 'ক্ষতধারী' বলিয়া কখনও কখনও উল্লেখ করা হইত।

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈস্‌ এক অপরূপ চরিত্র। কত প্রকারের কাহিনী যে তাঁহার নামে প্রচলিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে একটি এইরূপ :—

কবি ছিলেন বলিয়া, বিশেষ করিয়া প্রেমাভিসারের কেলেঙ্কারী কুড়াইয়া বেড়াইতেন বলিয়া, ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈস্‌কে তাঁহার পিতা ঘৃণা করিতেন। তিনি পুত্রকে শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত করিয়াছিলেন। কবি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার ন্যায় অপরাপর নির্বাসিতদের সাহচর্যে গোত্র হইতে গোত্রান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই জন্য তিনি "অল্‌-মলিকু-'ধ্‌-ধিল্লীল্‌" বা 'ভবঘুরে শাহজাদা' নামে পরিচিত হইতেন।

তিনি যখন এমন বাউণ্ডুলে অবস্থায় দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার কাছে পিতার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিলে, তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আমার পিতা আমার যৌবন বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন; এখন আমি বৃদ্ধ; আর আমার স্কন্ধেই তিনি "দৈন্" বা 'রক্ত-প্রতিশোধ' গ্রহণের ভার দিয়া গেলেন। চিন্তা কি? ---আজ মদ চলুক, কাল কাজ করা যাইবে।" কবি সাত রাত্রি মদ্যপানোৎসবে মত্ত রহিলেন; তারপর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি মদ, মাংস, প্রসাধন ও রমণী সম্ভোগ করিবেন না; এমন কি, মাথাও ধুইবেন না।

এই সময়ে নজ্‌রান্‌-এর উত্তর দিকে অবস্থিত তবালহ্‌ উপত্যকায় পৌত্তলিক আরব কর্তৃক বহু সম্পূজিত "দ্‌-'ল্‌-খলস্বহ্‌" নামে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৌত্তলিক আরবদের প্রচলিত প্রথানুসারে কোন কাজের ভবিষ্যৎ-কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতা নির্ণয়ের জন্য এই দেবালয়ে 'আদেশ', 'নিষেধ' ও 'প্রতীক্ষা'-নির্দেশক তিনটি তীর কৌশলে সংরক্ষিত ছিল। যিনি কোন কাজের শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য বিগ্রহটির পরামর্শ চাহিতেন, তিনি প্রার্থনান্তে সুরতি খেলিতেন। তখন যে তীর উঠিয়া আসিত, সেই অনুসারে কাজ হইত।

কবি ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈস্‌ও প্রতিজ্ঞান্তে এই দেবালয়ে চলিয়া গেলেন এবং প্রার্থনান্তে সুরতি খেলিলেন। ফলে, 'নিষেধ'-নির্দেশক তীরটি উঠিয়া আসিলে, তিনি ক্রোধে তীরত্রয় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিগ্রহের মুখে ছুঁড়িয়া মারিলেন; আর অভিশপ্ত হৃদয়ে চেঁচাইয়া বলিলেন, "তোর পিতা যদি নিহত হইত, তুই কখনও

আমাকে বাধা দিতিস্ না।" রক্ত-প্রতিশোধে পিতৃদায় উদ্ধার কবির হৃদয়কে কতখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কবির পিতার নাম হুজ্‌র এবং তিনি কিন্দহ্‌-গোত্রভুক্ত ছিলেন। জানিতে পারা যায়, তাঁহার মাতার নাম 'তিম্‌লিক্' বা 'তম্‌লক্' (تملك) ছিল। তঘ্‌লিব্‌-গোত্রের খ্যাতনামা বীর মুহল্‌হিল্ কবির মাতা তিম্‌লিক্‌-এর ভ্রাতা ছিলেন। বস্‌স্‌-যুদ্ধের নায়ক হিসাবে মুহল্‌হিল্ খ্যাতি অর্জন করিলেও, তিনি আরবী-সাহিত্যের সর্বপ্রথম কস্বীদহ্‌ রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং, ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈঁস্ মাতৃকুল হইতেই কবিত্ব-শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

এই স্থলে, কবির নামের তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা ও বিবেচনা করা যাইতে পারে। আরবী 'সম্বন্ধ-পদের' নিয়মানুসারে ইম্‌রু'উ (امرء) এবং কৈঁস্ (قيس) —এই দুই বিশেষ্য পদ মিলিত হইয়া নামটির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম ইম্‌রু'উ শব্দটির অর্থ—'মানব', 'নর', 'ব্যক্তি' এবং দ্বিতীয় 'কৈঁস্' শব্দটির অর্থ 'কঠোর', 'দুরন্ত', 'দুঃসাহসী' অথবা প্রাচীন আরবের এই নামীয় দেবতা। এই দেবতার নাম অনুসারে প্রেমিক মজ্‌নূন-এর নাম কৈঁস্ রাখা হইয়াছিল কিনা, কে বলিবে? এই দিক হইতে ভাবিলে মনে হয়, কৈঁস্' প্রাচীন আরবের 'মদন' দেব। হয়তো বা তাহাই হইবে। তাহা হইলে, কবির নামের যে-কয়টি অর্থ হইতে পারে তাহা এই ঃ—

(ক) امرء القيس = কঠোর ব্যক্তি, মানব, নর বা লোক
(খ) ,, = দুরন্ত ব্যক্তি, ,, ,, ,,
(গ) ,, = দুঃসাহসী ব্যক্তি, ,, ,, ,,
(ঘ) ,, = মদনমোহন (অর্থ—কামদেবকে মুগ্ধকারী ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ)
(চ) ,, = অনঙ্গদাস, কন্দর্পদাস (অর্থ—কামদেবের অনুগত ব্যক্তি

উক্ত নামগুলির মধ্যে (ঘ)-অর্থে "ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈঁস্" নাম নিরর্থক নহে। তাঁহার জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা যায়, তিনি যে একজন দুরন্ত

অশ্বারোহী ও দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর (ঙ)-অর্থেও তাঁহার নামের সার্থকতা যথেষ্ট। তদ্রচিত "মু'অল্লকহ্" ইহার প্রধান প্রমাণ। এই গীতিকায় কবি "দারহ্-'ল্-জ্ লজ্ ল্" (دارة الجلجل) নামক এক মরু-জলাশয়ে অনুষ্ঠিত তাঁহার যে জীবন-কাহিনীর (দশম শ্লোক দ্রষ্টব্য) কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার একটি নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ বর্ণনাও দিয়াছেন, ইহার সহিত ভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের 'বস্ত্রহরণ'-কাহিনীর যথেষ্ট মিল রহিয়াছে।

(খ) কবিকৃতি

শুধু "মু'অল্লকহ্"-ই কবি ইম্রু'উ-ল্-কৈস্-এর কবিকৃতি নহে। তিনি আরও বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সমস্ত কবিকৃতি কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পায় নাই। এতৎসত্ত্বেও, নানা সঙ্কলন-গ্রন্থ হইতে উৎকলিত তাঁহার যে-সমস্ত কবিতা একত্র করিয়া একটি সঞ্চয়িতায় স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহা "দীৱান্ ইম্রু'উ-'ল্-কৈস্" নামে পরিচিত। ইহা ইসন সন্দুবী কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ১৯৬০ সালে মিসর হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই দীৱান-গ্রন্থে কবির সুপ্রসিদ্ধ "মু'অল্লকহ্" সহ সর্বমোট চুরাশীটি (৮৪) ক্ষুদ্র-বৃহৎ কবিতা স্থান পাইয়াছে। কেবল 'থাঁ'-বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণে অন্ত্যানু-প্রাসযুক্ত (শেষ মিলযুক্ত) কবিতা ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সমস্ত কবিতায় কবি-জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত এবং নানাবিধ সমকালীন ঘটনার চিত্র সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা পাঠককে কখনও চকিত, কখনও বিমুগ্ধ, কখনও উৎফুল্ল এবং কখনও দুঃখভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা তিন বর্ণে অন্ত্যানুপ্রাসিত অর্থাৎ কাঁফীয়হ্-যুক্ত তিনটি কবিতার কিয়দংশ অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিতেছি।

(অ) 'অলিফ্' বা 'হম্যহ্' কাফীয়হ্-যুক্ত কবিতাটিতে কবি একটি অশ্বযূথের বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনা এতই জীবন্ত যে, ইহা পাঠ করিতে করিতে অশ্বগুলির অপূর্ব ছবি যেন সজীব মূর্তিতে চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কবির সহিত আমরাও যেন সেই বেগবান অশ্বযূথকে দেখিতে পাই। এই কবিতাটির দ্বিচরণবিশিষ্ট অদ্ভুত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

قافية الهمزه

سَالَتْ بِهِنَّ نَطَاعِ فِي رَأْدِ الضُّحَى * وَالأَمْعَزَانِ وَسَالَتْ الأَوْدَاءُ

يَخْرُجْنَ مِنْ خَلَلِ الغُبَارِ عَشِيَّةً * بِالدَّارِعِينَ كَأَنَّهُنَّ ظِبَاءُ

অনুবাদ

প্রহর বেলায় অশ্বযূথ ছুটে যায়--
'নতা' আর 'আমাজানে',
ছুটে যায় আঁকাবাঁকা পথে ;
আর, বেরিয়ে আসে সন্ধ্যা বেলায়
ধূলির ভিতর থেকে
বর্ম পরিহিত, যেন মৃগপাল।

(আ) 'লাম্'-কাফিয়হ্-যুক্ত উনিশটি কবিতার মধ্যে মাত্র একটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। এই কবিতায় কবি লৈলহ্ নাম্নী তাঁহার কোন প্রেয়সীর অতীত স্মৃতি রোমন্থন করিতেছেন। যে-স্মৃতিটুকু রোমন্থিত হইতেছে, তাহা কবি-প্রেয়সীব বিরহবিধুর চিত্র নহে ; বরং তাহা কবিপ্রিয়ার বিদায়কালীন অরুন্তুদ অশ্রুমতী মূর্তি। এই মূর্তি দেখিতে পারা যায় না, লোকচক্ষুর অন্তরালে একা একা উপলব্ধি করা যায় ; কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না, বারংবার ছায়াছবির ন্যায় মানস-পটে ভাসিয়া উঠে। চিত্রটি এইরূপ :—

قافية اللام

عَيْنَاكَ دَمْعُهُمَا سِجَالُ * كَأَنَّ شَأْنَيْهِمَا أَوْشَالُ

أَوْجَدْوَلٌ فِي ظِلَالِ نَخْلٍ * لِلْمَاءِ مِنْ تَحْتِهِ مَجَالُ

مِنْ ذِكْرِ لَيْلَى وَ اَيْنَ لَيْلَى * وَ خَيْرُ مَا رُمْتَ مَا يُنَالُ

قَدْ اَقْطَعُ الْاَرْضَ وَ هِىَ قَفْرٌ * وَ صَاحِبِىْ بَازِلٌ شِمْلَالُ

نَاعِمَةٌ نَائِمٌ اَبْجَالُهَا * كَاَنَّ حَارِكَهَا اَثَالُ

كَاَنَّ مُفْرَدٌ شَبُوبٌ * تَلُفُّهُ الرِّيحُ وَ الظِّلَالُ

অনুবাদ

তোমার দু'টি চোখ যেন দু'টি অশ্রুপূর্ণ মশক।—
তার দু'টি প্রান্ত,—দু'টি পাহাড়ী জলধারা,—
অথবা খর্জুর-বীথির ছায়ায় দু'টি ঝরণা-প্রবাহ।
লায়লার স্মৃতিতে,—হায়! কোথায় সে লায়লা?—
জনহীন শূন্য প্রান্তর অতিক্রম করেছি
আমার অনুগত ক্ষিপ্ত উষ্ট্রীকে সঙ্গে নিয়ে।
শান্ত সে; গায়ে তার ঘর্মবিন্দু স্থির-অচঞ্চল;
পৃষ্ঠে তার কুব্জ যেন একটি আশ্রয়-স্থল,—
দ্রুতগামী অশ্বের মতো এ যে জড়িয়ে ধরে বায়ু ও ছায়া॥

(ই)'য়'-কাফীয়াই-যুক্ত শেষ কবিতাটিও উদ্ধৃত হইল। কবি যখন ধন-সম্পৎ হারাইয়া একরূপ নিঃস্ব, তখন তাঁহার মানসিক অবস্থা কিরূপ, তাহা এই কবিতাটিতে রূপ পাইয়াছে। অধিকন্তু, তাঁহার শেষ সম্বল মেষগুলির বর্ণনায়, তিনি যাযাবর আরব-জীবনের আর একটি দিক্ তাঁহার পাঠকের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই দিক হইতেছে, বেদুঈন জীবনের সহিত উষ্ট্র, অশ্ব ও মেষ প্রভৃতি পশুর সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও মধুর এবং পরস্পর পরিপূরক। কবিতাটি এইরূপ:—

قافية الياء

و قال لمّا ذهبت امواله

ألا إلا تكن إبل فمعزى * كأنّ قرون جلّتها العصىّ

و جاد لها الربيع بواقصات * فآرام و جاء لها الولىّ

اذا مشت حواليها ارنّت * كأنّ الحى صبحهم نعىّ

تروح كأنها مما أصابت * معلّقة بأحقيها الدلىّ

فتوسع اهلها اقطاً و سمناً * و حسبك من غنى شبع و رىّ

অনুবাদ

উষ্ট্রী গুলি নাই বা রইল ;—মেষগুলো তো আছে।
তাদের শৃঙ্গগুলি দীর্ঘ যেন এক একটা যষ্টি ;
হেমন্তের বর্ষাসিক্ত 'ওয়াকিসা' ও 'আরাম' হচ্ছে
তাদের চারণভূমি।
দোহনের জন্য স্পর্শ করলেই স্তনগুলি
(অদ্ভুতভাবে) সাড়া দিয়ে ওঠে,—
যেন ফরিয়াদ শোনার জন্য তাকে গোত্র
আহ্বান করেছে।
যখন তারা মাঠ থেকে ঘরে ফিরে আসে,
উরুমধ্যস্থ স্তনগুলি যেন মশক হ'য়ে ওঠে ;
আর নিয়ে আসে প্রভুর জন্য মাখন ও ঘিয়ের প্রাচুর্য ;
এবং তা তোমার পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট।

সে যাহাই হউক, ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈঁস্‌-এর কৃতিত্ব তাঁহার "দীৱান" বা কৱিতা-সঙ্কলনের উপর নির্ভরশীল নহে। মু'অল্লকঁহ্‌ রচনার জন্যই তিনি চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাগৈসলামিক যুগের কবিদের মধ্যে তিনি যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ, সে-কথা সর্বস্বীকৃত এবং তিনি কেবল মু'অল্লকঁহ্‌ রচনার জন্যই এই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা তাঁহার মু'অল্লকঁহ্‌ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈঁস্‌ সত্যই শক্তিমান কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্য-প্রতিভা তাঁহার যুগেই স্বীকৃতি লাভ করে। এই প্রতিভার সহিত অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব অশ্বারোহণ-নৈপুণ্য সোনায় সোহাগার মতো মিলিত হইয়াছিল। প্রাগৈসলামিক বেদুঈন কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আরবী কঁস্বীদহ্‌ জাতীয় কবিতায় এক নূতন রীতি, নবীন কল্পনা-বিলাস ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিনব বর্ণনা-ভঙ্গীর আমদানী করিয়াছিলেন। তাঁহার মু'অল্লকঁহ্‌ নামক গীতিকায় এই নূতনত্ব দেদীপ্যমান। তাঁহার সমসময়ে ও পরবর্তী কালে বেদুঈন কবিগণ কঁস্বীদহ্‌-ক্ষেত্রে তাঁহাকেই অনুকরণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, ইহা অবশিষ্ট মু'অল্লকঁহ্‌গুলিতে সুস্পষ্ট। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে মনে হয়, তিনি প্রাগৈসলামিক আরবী-সাহিত্যের একজন যুগপ্রবর্তক কবি। তিনি এই সাহিত্যে যে-যুগের সূচনা ও প্রবর্তন করেন, তাহাকে "মু'অল্লকাঁত-যুগ" নামে অভিহিত করা যায়।

কবি ইম্‌রু'উ-ল্‌-কৈঁস্‌-এর প্রতিভা কালোত্তীর্ণও বটে। প্রাগৈসলামিক যুগের কবি হইয়াও, তিনি হধ্‌রত 'উমর (রঃ) ও হধ্‌রত 'আলী (রঃ) কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই কবির অসাধারণ প্রতিভা ও মৌলিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মুসলিম পণ্ডিত ও সাহিত্য সেবীরা যেমন তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কবিতা ও জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজও ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ তাঁহার কাব্য আলোচনা করিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

(গ) রচনার পটভূমি

কবি ইমরু'উ-'ল্‌-কৈঁস তাঁহার পিতৃব্য-কন্যা 'উনৈযহ্‌-এর প্রতি গভীর প্রেমাসক্ত ছিলেন। 'উনৈযহ্‌-কে লাভ করা কবির পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

কবি অধীর প্রতীক্ষায় বহুদিন ধরিয়া তাঁহার প্রেয়সীকে লাভ করার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন।

একদা সেই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সুযোগ তাঁহার হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িল। 'উনৈযহ্‌ তাঁহার সহচরীগণসহ কোথাও চলিয়াছিলেন। কবি গোপনে তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। রমণীদের কাফেলা "দারহ্‌-ল্‌-জ্‌ল্‌জ্‌ল্‌" নামে এক মরূদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় এক তরুলতাচ্ছাদিত সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইয়া রমণীগণ স্নানার্থে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন। আরবের প্রাচীন রীতি অনুসারে 'উনৈযহ্‌ সহচরীগণসহ বিবসনা হইয়া সরোবরে নামিয়া প্রমোদ-স্নানার্থে জলকেলিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কবি সঙ্গোপনে তাঁহাদের সমস্ত বস্ত্র হরণ করিয়া নিকটে আত্মগোপন করিয়া স্নানরতাদের ক্রীড়া-কৌতুক উপভোগ করিতে লাগিলেন। স্নান-সমাপনান্তে পরিধেয় বস্ত্র অপহৃত হইয়াছে দেখিতে পাইয়া রমণীগণ যখন বিব্রত বোধ করিতেছিলেন, তখন কবি গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন যে, বিবসনা অবস্থায় জল হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা পরিধেয় বস্ত্র নিতে পারেন। আকণ্ঠ জলে ডুবিয়া থাকিয়া যুবতীগণ কবিকে বহু অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও, কবি তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র ফিরাইয়া দিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। অগত্যা একে একে যুবতীদের সকলেই কবির প্রদত্ত শর্ত পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত একা 'উনৈযহ্‌ সরোবরে রহিয়া গেলেন। পরিশেষে, কবির শর্ত মানিয়া লইয়া তিনিও পরিধেয় বস্ত্র ফিরাইয়া পাইলেন।

তখন বেলা বাড়িয়া গিয়াছিল। আহারের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। শ্রান্তা-ক্লান্তা যুবতীরা কবির নিকট আহারের দাবী জানাইলেন। কবি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তাঁহার সে-ইচ্ছাও ছিল না। তিনি সানন্দে নিজের বাহন উষ্ট্রীটিকে জবাই করিয়া সকলকে এক প্রীতি-ভোজে আপ্যায়িত করিলেন। কবিপ্রিয়া 'উনৈযহ্‌ এবং তাঁহার সখীগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি উষ্ট্রীর মাংস ও চর্বী ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া প্রায় সমস্ত দিন আমোদ উপভোগ করিলেন।

দিবাশেষে তাঁবুতে ফিরার সময়, কবি বাহনহারা। বিনা বাহনে তাঁহার পথচলা সম্ভবপর ছিল না। তিনি জোর করিয়া 'উনৈযহ্‌-এর উটের হাওদায়

ঢুকিয়া পড়িলেন। 'উনৈযহ্‌ ইহাতে দারুণ আপত্তি জানাইলেন। কবি তাহা শুনিলেন না। একই উটের পিঠে একটি হাওদায় দুইজন চলিলেন। আমোদ-প্রমোদে পথ অতিবাহিত হইল।

ইহা কবির একটি প্রেমাভিসারের কাহিনী। তাঁহার মু'অল্লকহ্‌-এর গোড়ার দিকে এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। এতৎসঙ্গে আরও কয়েকটি অভিসারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনাগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বলিয়া আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

(ঘ) বিষয়-বস্তু

কবির কয়েকটি প্রেমাভিসার বর্ণনার সমষ্টিই এই মু'অল্লকহ্‌-এর বিষয়-বস্তু। পাঠকের বোধ-সৌকর্যার্থে বিষয়-বস্তুর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একদা দুই বন্ধুসহ কবি তাঁহার এক প্রেয়সীর পরিত্যক্ত বাসস্থানের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। পরিত্যক্ত বাস্তুর দৃশ্য হঠাৎ তাঁহার বিরহ-বিধুর হৃদয়ে অতীত প্রেমের ব্যথিত স্মৃতি জাগাইয়া দিল। তিনি থামিয়া গেলেন ও বন্ধুদ্বয়কেও দাঁড়াইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা দাঁড়াইয়া গেলে, কবি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, পরিত্যক্ত ভিটায় বাসকারিণী প্রেয়সীর সহিত তাঁহার অতীত প্রেমের কাহিনী উচ্ছ্বসিত ও উন্মথিত হৃদয়ে বলিতে গিয়া কহিলেন :—

ক'অন্নী ঘদাহ্‌-'ল্‌-বৈনি য়ৌম তহম্মলূ'।
লদা(য়) সমুরাতি-ল্‌-হৈয়ি নাকিফু হন্‌জলী ॥

অনুবাদ

সেই বিচ্ছেদের বিষাদমাখা ঊষায় যেদিন চল্‌লো তারা,
দাঁড়িয়ে ছিলাম বাবুল-তলায়, ঝরলো আঁখি অঝোর ধারা ॥

তখন কবির দুই নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। বন্ধুদ্বয় ব্যর্থতার অজুহাতে তাঁহার এই ক্রন্দন থামাইতে বলিলে অশ্রুসিক্ত কবি গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন :—

ব্র-ইন্ন শিফা'য়ী 'অব্‌রহুঁন্‌ মুহ্‌রাকঁহুন্‌।
ফহঁল্‌ 'ইন্দ রস্‌মিন্‌ দারিসি-ম্‌-মিন্মু'অব্‌ব্‌লী ॥

অনুবাদ

বলুন্‌ "বঁধু! অশ্রুধারা এই তো শুধু অষুধ আমার,
আর কি আছে হেথায় স্মৃতি বিচ্ছেদ-ব্যথায় আঁকড়ে থাকার ?"

কবি যে-প্রেয়সীর বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহার রিক্ত স্মৃতি কবিকে আরও দুই প্রিয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তাঁহারা হইলেন 'মাসল্‌'—পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উম্মু হুব্বৈরিথ্‌ এবং উম্মু রবাব্‌। ইঁহাদের কথা স্মরণ করিতে গিয়া কবির মানস-পটে উভয়ের যে-মনোজ্ঞ চিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কবির ভাষাতেই শুনিয়া রাখা ভাল :—

ইদা কাঁমতা তধঁব্ব'উ-'ল্‌-মিস্‌কু মিন্‌হুঁমা।
নসীম-'স্ব-স্ববা জা'অত্‌ বিরৈয়া-'ল্‌-কঁরন্‌ফুলী ॥

অনুবাদ

যেই দাঁড়াতো, অঙ্গ তাদের ছড়িয়ে দিত কস্তুরী-বাস,
লবঙ্গ-বাস আন্‌তো বয়ে যেমন ধারা ভোরের-বাতাস।

প্রেমিকাদ্বয়ের এই সম্মোহিনী মূর্তি দেখিয়া কবি স্থির থাকিতে পারিতেন না। অথচ, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মিলনের সুযোগও মিলিত না। তাহা হইলে উপায় কি? কবির জবানীতেই তাঁহার এই সময়কার তিক্ত মানসিক অবস্থা জানিয়া রাখা প্রশস্ত :—

ফফাধঁত্‌ দম্‌'উ-ল্‌-'ঐনি মিন্নী স্ববাবহঁন্‌।
'অল-'ন্‌-নহ্‌রি হত্তী(য়) বল্ল দম্‌'ইয় মহ্‌মিলী ॥

অনুবাদ

নয়নে মোর নাম্‌তো বাদল, সেই সখীদের প্রণয়-ব্যথায়,
ভাসিয়ে দিত বক্ষ আমার, অসির পিধান প্রবল ধারায়।

এই স্মৃতিও কবির ব্যর্থপ্রেমের স্মৃতি,—বিরহের বিষাদমাখা কাহিনী। ইহা স্মরণ করিতে গিয়া কবি বড় বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সুতরাং নিজেকে সামলাইয়া লইতে গিয়া এবার প্রণয়-রাজ্যে ব্যর্থতার পরিবর্তে দুই একটি কৃতকার্যতার কাহিনী বলিয়া কবি বন্ধুদ্বয়ের কাছে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাহিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমে যে-কাহিনী কবির স্মৃতিপথে উদিত হইল, তাহা তাঁহার প্রণয়িনী 'উনৈযহ্‌'-ঘটিত অভিসার-কাহিনী। যে-ভাবে কবি তাঁহার প্রণয়-অভিসারের বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা কবির মুখেই শুনুন :—

'অলা রুব্ব য়ৌমিন্ কান মিন্‌হুন্না স্বালিহিন্।
ব্লা সৈয়ামা য়ৌমিন্ বিদারহিঁ জুলজুলী॥

অনুবাদ

সেই সুদিনের কথাই বলি, কাটিয়েছিনু তাদের সাথে,
খাস ক'রে সেই দিনের কথা, কাট্‌লো দারুল্ জুলজুলাতে।

এই গীতিকার পটভূমিকায় কবির এই অভিসারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'দারুল জুলজুল্‌-কে কেন্দ্র করিয়া কবি যে-সব কথা এই গীতিকায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কবির এই প্রণয়িনীর নাম 'উনৈযহ্‌'। 'দারুল জুলজুল্' হইতে ফিরার সময় উষ্ট্রীহারা কবিকে 'উনৈযহ্‌ যখন তাঁহার উটের পিঠে হাওদায় স্থান না দিয়া কবিকে তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন কবির প্রণয়-আস্ফালন সত্যই তাঁহার লাম্পট্যের পরিচায়ক। তিনি 'উনৈযহ্‌'-কে নিঃসঙ্কোচে শুনাইয়া দিলেন :—

ফমিথ্‌লিকি হুব্‌লী(য়) কঁদ্ ত্বরকত্তু ব্‌-মুর্‌ধিঁ'ইন্।
ফ'অল্‌হৈঁতুহাঁ 'অন দী তমা'ইম মুহ্‌বিলী॥
ইদাঁ মা-বকী(য়) মিন্ খল্‌ফিহাঁ ইন্‌স্বরফত্ লহূ।
বিশিক্কি-ব্‌-ব্‌-তহ্‌তী শিক্কুঁহা লম্ তুহব্‌ব্লী॥

অনুবাদ

গর্ভবতী, দুগ্ধবতী, তোমার মত ঢের-রূপসী,
ভুলিয়ে দিয়ে কোলের শিশু, ভোগ করেছি ডেরায় পশি।
যখন শিশু উঠ্‌তো কেঁদে, মুড়িয়ে দিত অর্ধদেহ,
মত্ত-বিবশ আধেক তখন আমার নীচে নিঃসন্দেহ।

ইহার পরেও, 'উনৈযহ্‌' কবির আসঙ্গ-লিপ্সা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেন দিব্য দিয়া বসিয়াছিলেন যে, কবিকে কিছুতেই তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিতে দিবেন না। কবিও ছাড়িবার পাত্র নহেন। 'উনৈযহ্‌'-কে রাগ মানাইবার জন্য কবি তাঁহার ফাত্বিমহ্‌ নাম্নী অন্য এক প্রণয়িনীর একটি অনুরূপ ঘটনার বর্ণনায় দিলেন। ফাত্বিমহ্‌ এক বালির টিলায় বাস করিতেন। কবির সহিত তাঁহার খুব আশনাই ছিল; অথচ কবিকে কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিতে দিতেন না। একদিন ('উনৈযহ্‌'-এর মতো) তিনি বেঁকিয়া বসিলেন; কবিকে কিছুতেই আমল দিবেন না। কবি তখন অভিমান-ক্ষুব্ধ মনে বলিলেন :—

'অ-ফাত্বিম মহ্‌লান্ ব'ধ হাঁদা-ত্‌-তদল্লুলি।
ব্‌-ইন কুনতি কঁদ্ 'অয্‌ম'তি স্বর্‌মী ফ-'অজ্‌মিলী॥

অনুবাদ

রোসো খানিক, লো ফাতিমা! থামাও তোমার ছিনালপনা,
নিদেন যদি ছিঁড়বে বাঁধন, সহজ-শোভন পথ ধরো না।

প্রকৃতপক্ষে, ইহা 'উনৈযহ্‌'-এর সঙ্গে প্রণয়-বন্ধন ছেদনের সতর্কবাণীরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকিবে। অন্ততঃপক্ষে ইহা কবির ন্যায় এমন এক হিংস্র প্রেমিকের অভিমানরুষ্ট উক্তি তো বটেই। এই সতর্কবাণীর অথবা অভিমানরুষ্ট উক্তির পরেও, 'উনৈযহ্‌' কবির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে যে রাজী হন নাই এই কথা একরূপ নিশ্চিত। তাই, প্রণয়িনীর হাওদা-আরূঢ় কবি তাঁহার আর এক দফা প্রেমাস্ফালন প্রণয়িনী 'উনৈযহ্‌-কে শুনাইয়া দিতে গিয়া কহিলেন :—

ব্‌-বৈধ্‌হি খিদ্‌রিন্ লা-য়ুরামু খিবা'উহা।
তমত্ত'তু মিন্ লহ্‌ব্‌িন্ বিহা গৈর মু'জ্‌লী॥

অনুবাদ

উটপাখিনীর ডিম্ব সম সুরক্ষিতা যেই রূপসী,
প্রলম্বিত প্রণয় তাহার ভোগ করেছি খিমায় পশি।

কবির এই প্রণয়ভোগের কাহিনীও চমকপ্রদ। 'উনৈযহ্-এর সঙ্গসুখ উপভোগের জন্য কবি 'দারুল জুল্‌জুলায়' যে প্রণয়-অভিসারে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা ছিল তাঁহার 'দিবাভিসার'। উটপক্ষিণীর ডিম্ব-সদৃশ সুন্দরী ও সুরক্ষিতা যে-প্রেয়সীর প্রণয়ভোগের আস্ফালন কবি এইবার করিতে সমুদ্যত, তাহা ছিল তাঁহার এক দুঃসাহসিক 'নৈশাভিসার'। এই অভিসারে বহির্গত হইয়া কবি তাঁহার প্রণয়িনীর সুরক্ষিত তাঁবুতে প্রহরারত আজরাইল-সদৃশ রক্ষীদের সতর্ক-দৃষ্টি এড়াইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি গভীর ও প্রণয়িনী অধীরচিত্তে প্রতীক্ষিতা। তাই কবি বলেন ঃ—

ইদা মা-'থ্‌থুরৈয়া ফী-'স্‌-সমা'ই ত'অর্‌রধত্‌।
ত'অর্‌রুধ ইথ্‌না'ই-'ল্‌-'ৱিশাহি-'ল্‌-মুফস্‌স্বলী॥
ফ-জি'তু ৱ কদ নধ্‌ধত্‌ লিনৌমিন্‌ থিয়াবহা।
লদ(য়)-'স্‌সিত্‌রি ইল্লা লিব্‌সহ্‌-'ল্‌-মুতফধ্‌ধিলী॥

অনুবাদ

নিশীথ রাতে উঠ্‌তো যবে সপ্ত-ঋষি নভস্তলে,
মানিকখচা মোতির মালার প্রান্ত হেন উঠ্‌তো জ্বলে।—
পৌঁছে যেতাম তখন, প্রিয়া ঘুমের ভাণে খুল্‌তো বাসে,
রাতের বসন রইতো দেহে, প্রতীক্ষিতা পর্দাপাশে।

প্রণয়িনীকে সঙ্গে লইয়া অতি সংগোপনে কবি তাঁবু ত্যাগ করেন। যাহাতে তাঁহাদের উভয়ের পায়ের চিহ্ন বালি হইতে মুছিয়া যায়, সেই জন্য কবি-প্রণয়িনী তাঁহার নক্‌শী-ওড়না (মিরাত্ব) মাটির উপর টানিয়া চলিলেন। বেদুঈন-বস্তি পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহারা যখন দূরে,—বহুদূরে এক বালির টিলায় আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন কবি তাঁহার প্রণয়িনীকে বুকে টানিয়া লইলেন। তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার প্রণয়িনী শুধু ক্ষীণকটি, নিটোলদেহী ও গৌরবর্ণা

নহেন, তাঁহার হৃদয়ও মুকুরের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্মল। বারংবার কবির মনে পড়িতে লাগিল, তাঁহার এই প্রণয়িনী :—

তস্বুদ্দু ব্র তুব্দী 'অন্ অসীলিন্ ব্র তত্তকী।
বি-নাজ়িরাহিঁন্ মিন্ ব্রহ্'শি ব্রজ়রই মুত্ব্ফিলী ॥

অনুবাদ

ফিরায় যখন সলাজ আনন বিকাশ করি গণ্ডযুগল,
'বজরা'-বনের বৎসা-মৃগীর নয়ন হানে প্রণয় চপল।

সঙ্গে-সঙ্গেই কবি প্রণয়িনীটির সৌন্দর্য-বর্ণনায় মাতিয়া উঠিলেন। এই সৌন্দর্য-বর্ণনাটির সহিত আমাদের দেশের সৌন্দর্য-বর্ণনার বিশেষ মিল নাই। প্রাচীন আরবদের সৌন্দর্যবোধ কিরূপ ছিল, তাহার একটা চিত্র উক্ত শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকগুলিতে পাওয়া যাইতেছে। কবি বলিতেছেন, তাঁহার প্রণয়িনী কুরঙ্গিণীগ্রীব এবং এই দীর্ঘগ্রীবা অলঙ্কার বিশোভিত। তাঁহার খর্জুরকৃষ্ণ অলকদাম আ-কটি বিলম্বিত, খোঁপা উর্ধ্বমুখী অবস্থায় বাঁধা, বেণীবদ্ধ ও এলোকেশ দোলায়মান, কটিদেশ উটের লাগামের মত সরু ও নাজুক, চরণদ্বয় ছায়াশীতল বংশ-দণ্ডের ন্যায় সতেজ। বেলা বাড়িলেই তিনি সুপ্তোত্থিতা হন; তখন তাঁহার শয্যা সুগন্ধ ছড়ায়। দ্বিপ্রহরেও যখন ঘুমাইতে থাকেন, তখন তাঁহার কটিতে পট্টি বাঁধা থাকে না। 'জবী' নামক উপত্যকার কোমল কেঁচো কিংবা 'ইস্‌হল্' তরুর নরম দাঁতনের মত তাঁহার আঙ্গুলগুলি। এতসব সৌন্দর্যের সমাহারে তাঁহার যে-অপূর্ব রূপ ফুটিয়া বাহির হইত, তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন :—

তুধী'উ-জ়্-জ়লাম বিল্-'অশীয়ি ক'অন্নহা।
মনারহু মুম্‌সী(য়) রাহিঁবিন্ মুতবত্তিলী ॥

অনুবাদ

দীপ্তি তাহার আঁধারহরা ঘনায় যখন তিমির রাতি,
বনাশ্রমে সাধুর ডেরায় একটি উজল সাঁঝের বাতি।

উটপক্ষিণীর ডিম্ব সদৃশ সুন্দরী ও সুরক্ষিতা প্রণয়িনীর প্রেমভোগের আস্ফালন তাঁহার সৌন্দর্য বর্ণনার দ্বারা শেষ করিয়া, কবি 'উনৈযহ্'-কে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার কহিলেন যে, মানুষ যৌবনের প্রেম-মোহ যথাসময়ে ভুলিয়া যায় বটে, কিন্তু 'উনৈযহ্'-এর প্রতি তাঁহার প্রণয় মুছিয়া না গিয়া দৈনন্দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং কবি অগত্যা হতাশ হৃদয়ে ইহার আশু অবসান কামনা করিতেছেন। অবসান তো দূরের কথা, দিন দিন বিরহ-বেদনা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বেদনার অবস্থা এমনই যে, দিনগুলি কোন প্রকারে কাটিয়া যায়, কিন্তু রাতগুলি আর কাটিতে চাহে না। এমন একটি বিরহক্লিষ্ট রজনীকে লক্ষ্য করিয়া অসহ্য বেদনায় কবি বলিয়া ফেলেন,—

'অলা ঐয়ুহা-'ল্‌-লৈলু-'ত্‌-ত্বৱীলু 'অলা-'ন্‌-জ্‌লী।
বিস্বুবৃহিন্ ব্ব-মা-'ল্‌-ইস্বৱাহু মিন্‌কা বি-'অম্‌থলী।।

অনুবাদ

রে নিদারুণ দীঘল রাতি! আনো এবার উষার আলো,
কিন্তু বলো, সেই যে উষা, তোমার চেয়ে কিইবা ভালো।

ইহা হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অন্যান্য প্রেয়সীর সহিত অতীতে কবির যে আশনাই ছিল, তাহা যৌবনের একটা যৌন-উন্মাদনা বলিয়া আর পাঁচ জনের ন্যায় বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তিনিও ভুলিয়া গিয়াছেন এবং 'উনৈযহ্'-এর সহিত তাঁহার যে-প্রণয়, তাহা তিনি ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিতেছেন না,—ইত্যাকার মিষ্ট কথা বলিয়াও 'উনৈযহ্'-কে তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তবে, কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহাতে 'উনৈযহ্'-এর মন ক্রমেই নরম হইয়া আসিতেছিল। তাই, তিনি 'উনৈযহ্-এর প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া কত অসহনীয় দুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সে কাহিনী বলিয়া 'উনৈযহ্'-এর মন গলাইবার জন্য পুনরায় সচেষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, এ-সময় তিনি এক ভবঘুরে জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন ; 'উনৈযহ্'-এর চিন্তায় নিঃস্ব, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় দিন কাটাইতে শুরু করিলেন ; ভিস্তিরূপে মশক স্কন্ধে লোকালয়ে পানি বিতরণ করিয়া মানব-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ; এমন কি, ক্ষুধার্ত অবস্থায়

বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইয়া পশুদের সঙ্গেও তাঁহাকে বাস করিতে হইল। তখন বাঘ ডাকিয়া উঠিলে কবি কি করিতেন, তাহা তাঁহার জবানীতেই শুনুন ঃ—

ফ-কুল্তু লহু লম্মা 'অব্রী(য়) ইয় শাননা।
কলীলু-'ল-ঘিনী(য়) ইন্ কুন্ত লম্মা তমব্ব্রলী॥

অনুবাদ

বল্‌নু "শোন, ব্যাঘ্র মশায়, তোমার আমার একই দশা,
আমরা যে হায়, রিক্ত ফকীর, ধনী হবার নেই ভরসা।

তাঁহার জন্য কবির এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করার কাহিনী শুনিয়া কবি-প্রণয়িনী 'উনৈযহ্-এর মন টলিয়াছিল কিনা, সে-সম্বন্ধে কবি আমাদিগকে জানান নাই। আমরা কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাইতেছি উষ্ট্রপৃষ্ঠে হাওদার অভ্যন্তরে কবির পাশাপাশি বসিয়া 'উনৈযহ্-এর মন শুধু টলে নাই, গলিয়াও গিয়াছে। উভয়ে আলাপরত ঃ কবি বক্তা ও 'উনৈযহ্ শ্রোত্রী। আমরা শুনিতে পাইতেছি,—প্রেমিকের অফুরন্ত প্রেমালাপের মতো বক্তা উৎসাহভরে তাঁহার প্রেমিকা বা প্রণয়িনীকে নিজের এক চমকপ্রদ শিকার-কাহিনী শুনাইতেছেন। ঐ শুনুন, কবি বলিতেছেন ঃ—

ব্-কদ্ 'অঘ্তদী ব্-ত্ব্-ত্বৈরু ফী ব্রুকুনাতিহাঁ।
বিমুন্জরদিন্ কৈঁদি-'ল্-অব্রাবিদি হৈঁকলী॥

অনুবাদ

ভোর উষাতে বেরিয়ে পড়ি বিহগ তখন আপন ঘরে,
হ্রস্বপশম, ক্ষিপ্র সুঠাম শিকার-ধরা অশ্ব চড়ে।

যে-শিকার-ধরা ঘোড়ায় চাপিয়া কবি অতি প্রত্যূষে মৃগয়ায় বাহির হইলেন, তাহা যে-সে অশ্ব নহে। ইহা অতি শিক্ষিত, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। শিকারে ইহাকে কতখানি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কবির কথাতেই শুনিতে হয় ঃ—

মিকর্‌রিন্ মিফর্‌রিন্ মুক্‌বিলিন্ মুদ্‌বিরিন্ ম'আন্।
কজ্‌লমূদি স্বখ্‌রিন্ হত্ব্‌ত্বহু-'স্-সৈলু মিন্ 'অলী॥

অনুবাদ

অগ্রে, পিছে, ডাইনে, বাঁয়ে তীব্রগতি একই সাথে,
ছিটকে-পড়া উপল যেন উপর হতে স্রোতের ঘাতে।

ঘোড়ার যে দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত ও আরবী সাহিত্যে একক। কবির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন এই শিকারী অশ্বটিকে দেখিতে পাইতেছি এবং অবাক বিস্ময়ে ইহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেছি। ঘোড়াটি হঠাৎ একদল বন্য নীলগাভীকে (নীল চামরী) (সির্‌ব্‌) আক্রমণ করিল এবং পায়ে দলিয়া একটি বক্‌না ও একটি এঁড়ে মারিয়া ফেলিল। তারপর শিকারীর দলে মাংস পাক করিয়া যে-ভোজের আয়োজন হইল, তাহাতে যোগ দিতেও আমরা প্রলুব্ধ হইতেছি।

শিকার ও ভোজপর্ব শেষ করিয়া আমোদ-প্রমোদান্তে কবি যখন সদলবলে বাড়ি ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তখন সন্ধ্যা সমাগত। হঠাৎ অশ্বের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, তখনও তাঁহার অশ্বের জিন ও লাগাম খোলা হয় নাই। অথচ, তাঁহার সুসজ্জিত অশ্বটিকে তখনও শ্রান্ত বা ক্লান্ত দেখাইতেছে না। আর এক নূতন ঘটনার ফলে এই অস্বস্তিকর পরিশ্রান্ত অবস্থায় ঘোড়াটিকে ঠায় দাঁড়াইয়া অনাহারে সারারাত্রি কাটাইয়া দিতে হয়।

এক প্রবল আকস্মিক বাদল-ঝড়ের আবির্ভাবে এই নূতন ঘটনাটির উদ্ভব হইয়াছিল। আরবের মরুভূমিতে 'লূ' এবং 'সাইমূম্‌' হাওয়ার সহিত যে বালির ঝড় প্রবাহিত হয়, বেদুঈনেরা তাহার সহিত অত্যন্ত পরিচিত। তাহারা বাদল-ঝড় সম্বন্ধে একরূপ অজ্ঞাত। অথচ কবির এই ঝড়ের বর্ণনা অত্যন্ত স্বাভাবিক, যেন একান্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। সাঁঝের বেলায় বাড়ি ফেরার প্রাক্কালে ঘোড়ার প্রতি তাকাইতে গিয়া দূরে দিক্‌চক্রবালের প্রতি কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। 'প্রলয় ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন' অবস্থা দেখিয়া কবি বন্ধু-বান্ধবদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

'অস্থাহি তরা(য়) বরক়ান্‌ উরীকু ব্‌-মীধহূ।
ক-লম্‌'ই-ল্‌ য়াদেনি ফী জ়ুব্বিয়িন্‌ মুকল্ললী॥

অনুবাদ

অই দেখ অই দূর আকাশে ক্ষিপ্রগতি বিজলি পানে,
কাজল মেঘের গায়ে কে অই যুগল হাতে চাবুক হানে।

এই বিদ্যুল্লতা সাধু-সন্যাসীর আশ্রমের প্রদীপকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যাও দুর্যোগপূর্ণ হইয়া আসিতেছে। এখন আর বাড়ি ফিরা যায় না। তাই কবি স্থির করিলেন যে, "ধারিজ্" ও "উদৈব্" পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকার যেখানে তাঁহারা তখন নিরাপদে ছিলেন, সেখানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে। এইখানে বসিয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—

'অলা(য়) কত্বনিন্ বি-'শ্-শৈমি ঐমনু স্বৌবিহিঁ।
ব্-ঐসরুহ্ 'অলা(য়)-স্-সিতারি ফ-য়দবুলী॥

অনুবাদ

নাম্‌লো অঝোর বর্ষাধারা ডাইনে 'কতন' গিরির চূড়ে,
বামদিকেতে ঝরলো তাহা 'সিতার', 'জবুল' পাহাড় জুড়ে।

এই বাদল-ধারায় "কুতৈফহ্" নামক উপত্যকা জলে প্লাবিত হইল এবং ইহার বৃহৎ বৃহৎ "কনহবল্" বৃক্ষগুলিও উৎখাতিত হইল। ঝড়ের ঝাপ্টা "কনান" পাহাড়ের গায়ে আসিয়া এমন জোরে আঘাত করিতে লাগিল যে, এখানকার বন্য-ছাগ ('উস্ম্ম্') প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

এই ঝড় "তৈমা" গ্রামের উপর দিয়া এমন বেগে প্রবাহিত হইল যে, এখানকার খেজুরের কাঁদিগুলিও ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল এবং একমাত্র প্রাসাদ ব্যতীত কোন বস্তি বা বাড়ি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল না। এই ঝড়ো-বাদলের ধারা যখন "থবীর" পর্বতের গাত্র জুড়িয়া নামিয়া আসিল, তখন মনে হইল যেন কোন বিত্তশালী ব্যক্তি অঞ্চলযুক্ত কম্বলে শরীর ঢাকিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। দেখিতে দেখিতে জল-প্লাবনে "মুজৈমির" পাহাড়ের চূড়া ভাসাইয়া দিল এবং তথাকার বৃক্ষগাত্রে পেঁজা তুলার ন্যায় বহু আবর্জনা জড়াইয়া ফেলিল। এই বাদল-ধারায় সিক্ত হইয়া "গবীত্" মরুভূমি শস্যসম্ভবা হইয়া উঠিল, যেন 'য়মন'-বাসী বণিক তাহার পণ্যপশরা ক্রেতার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছে। এই

বন্যার জলের উৎসবে ডাহুক জাতীয় 'মকাক্'-পাখীগুলি মাতিয়া উঠিয়া মধুর কণ্ঠে অধীর হইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। আর এই দুর্যোগপূর্ণ সন্ধ্যায় দিশাহারা হইয়া—

ক-'অন্ন-'স্-সিবা'অ ফীহিঁ ঘর্‌কী(য়) 'অশীয়হান্।

বি-'অর্‌জা'ইহিঁ-'ল্-কু্স্বী(য়) অনাবীশু 'উন্সুলী ॥

অনুবাদ

সেই বাদলের কাদায় ডুবে বন্য-পশু সাঁঝের বেলা,

বন-পেঁয়াজের শিকড় হেন হেথায়-হোথায় রইল মেলা।

(ঙ) কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, মু'অল্লকঃহ্-রচয়িতা কবিদের মধ্যে ইম্‌রু-'ল্-কৈস্ (৪৭০-৫৪০ খ্রীঃ) সর্বাধিক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। এ-বিষয়ে আজ পর্যন্ত কাহারও দ্বিমত নাই। কথিত আছে, হধ্‌রত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ)-ও নাকি কবি হিসাবে ইম্‌রু'উ-ল্-কৈস্-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে-সমস্ত কবি নিরয় ভোগ করিবেন, তিনি তাঁহাদের নেতা' (*A Literary History of the Arabs*—R. A. Nicholson ; reprint, 1962, p. 105.)। তবে, এ-কথা সত্য যে, প্রাগৈসলামিক যুগের বিপথগামী কবিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কু্র্‌আন্ শরীফের সূরহ্ 'অশ্-'শু'রা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহার এই অধ্যায়-শেষে বলা হইয়াছে যে, কবিগণ বিপথগামীদের অনুকারী বা অনুগামী। এতদ্ব্যতীত হধ্‌রত 'উমর ও হধ্‌রত 'আলী (রঃ) কবি ইম্‌রু'উল্-কৈস্-এর প্রতিভা ও মৌলিকতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আরবী ভাষায় "কসীদহ্" বা সুদীর্ঘ কবিতা রচনা-রীতির প্রবর্তক বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে।

ইম্‌রু'উ-'ল্-কৈস্ বহু কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহার "দীওয়ান্" বা কাব্য-সংগ্রহও চয়িত হইয়াছে। তথাপি এ-কথা বলিতে পারা যায় না যে, তাঁহার সমস্ত কবিতা সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও, বাধ্য হইয়া এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অনন্য প্রতিভার স্বীকৃতি

তাঁহার "দীৱান্" কিংবা অন্য সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল নহে। বরং কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতিই বলুন, প্রতিপত্তিই বলুন কিংবা প্রতিষ্ঠাই বলুন,—সব কিছুই তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টি "মু'অল্লকঃহ্"-এর উপর নির্ভরশীল।

সত্যই মু'অল্লকঃহ্ কবি ইম্রু'উ-'ল্-কৈস্-এর অমর সৃষ্টি। রচনাশৈলীর চমৎকারিত্বে, ভাষার মাধুর্যে, ছন্দের প্রবহমাণতায়, শব্দ চয়নের অপূর্ব কৌশলে ও ধ্বনি-ঝংকারে, কল্পনার অদ্ভুত বিলাসে, উপমার বৈচিত্র্যে বর্ণনার বর্ণাঢ্যে ও মাদকতায় এই গীতিকার সমকক্ষ একটিও নাই। এই কবিতা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, ভোগের মধ্য দিয়া, বিলাসের মধ্য দিয়া, শৌর্যের মধ্য দিয়া, সৌন্দর্য উপভোগের ভিতর দিয়া যে-জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে হয়, আমরা সে-জীবনের সহিত পরিচিত হইতেছি। এই জীবন উদ্দাম হইলেও জীবন্ত, অফুরন্ত ও একান্তই লৌকিক। ভোগই ইহার লক্ষ্য, বাঁচাই ইহার সাধনা। বোধ হয়, এই কারণেই তাঁহার কবিতা প্রাগৈসলামিক বেদুঈন কবিদের আদর্শে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার পরে যতগুলি মু'অল্লকঃহ্ রচিত হইয়াছিল, কি বিষয়-বস্তুর উপস্থাপনায়, কি রচনা-শৈলীর বাহাদুরিতে, কি বেদুঈন জীবনের প্রতিফলনে তাহার সবগুলিতেই তাঁহার আদর্শই অনুসৃত হইয়াছিল। এই অনুসরণ এতই সুস্পষ্ট যে, আরবী-সাহিত্যের যে-কোন আনাড়ী পাঠকও ইহা বুঝিয়া ফেলিতে কষ্ট বোধ করেন না।

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়, প্রাচীন বেদুঈন কবিদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম আরবী কবিতায় নূতনত্বের আমদানী করেন। এই নূতনত্ব ভাষা, ভাব, কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অধিকন্তু, মু'অল্লকঃহ্-শ্রেণীর এক অভিনব কাব্য-ধারা সর্বপ্রথম তাঁহার দ্বারাই আরবী-সাহিত্যে প্রবর্তিত হয়। প্রাগৈসলামিক বেদুঈন কবিরা এই নূতন কাব্য-ধারাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই দিক হইতে চিন্তা করিয়াই ইম্রু'উ-'ল্-কৈস্-কে নরকগামী কবিদের নেতা হিসাবে হধ্রত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ) উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারেন (পূর্বে এই পরিচ্ছেদের গোড়ার অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। হধ্রত মুহম্মদের (সঃ) এই হদীথ্ সম্বন্ধে আমরা ব্যক্তিগতভাবে অবগত নহি বলিয়া ইহার সত্যতা যাচাই করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। অবশ্য, নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য না হইলেও এই প্রসঙ্গে আর একটি হদীথ্ উদ্ধৃত করা যায়; তাহা এই,—ইন্ন মিন-'ল্-বয়ানি ল-সিহ্রান্ ৱ-ইন্ন মিন্-'শ্-শি'রি ল-হিক্মহন্ ও কাল হিক্মান্—অর্থাৎ নিশ্চয়, ভাষার

সম্মোহনী-শক্তি আছে এবং কবিতার রহিয়াছে কলা-কৌশল। ইম্‌রু'উ-'ল্-কৈস্-এর ম'অল্লকহ্-তে এই কলা-কৌশল যে অপর্যাপ্ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই "হিকমহ্" বা কলা-কৌশল, ভাষার (বয়ান) কারিকুরিই বটে; কেননা, ভাষার সম্মোহনী-শক্তির কথা উল্লেখ করার পরেই ভাষার কাব্যিক বিকাশরূপিণী কবিতার কথা বলা হইয়াছে।

এই কথা ঐতিহাসিক সত্য এবং সর্বস্বীকৃতও বটে যে, ইসলাম প্রচারের প্রায় দুই শতাব্দী পরে যখন কুর্‌আন্ ও হদীথ্-এর প্রকৃত অর্থ ও মর্মোদ্ধার আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন প্রাগৈসলামিক যুগের কবিতার আলোকে তাহাদিগকে দেখিয়া লওয়ার প্রয়োজন বোধে প্রাচীন আরবী কবিতাগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই দিক হইতে ইম্‌রু'উ-'ল্-কৈস্ কর্তৃক রচিত মু'অল্লকাহ্-টির এবং তাঁহার অন্যান্য কবিতার দান কতখানি, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দানের পরিমাণ অত্যধিক না হইলে, মুসলিম পণ্ডিতগণ কখনও ঐয়ামু-'ল্-জাহিলীয়হ্-এর কবি ইম্‌রু'উ-'ল্-কৈস্‌কে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

"আরব্য-রজনী"-রচনার উপাদান সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে-মতই পোষণ করুন না কেন, ইহা যে 'অব্বাসী খলীফহ্ খ্যাতনামা হারূনু-'র্-রশীদ্-এর রাজত্বকালে (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, আরব্য-রজনীর পৃষ্ঠায় খলীফহ্ হারূনু-'র্-রশীদ্-এর নাম পরিকীর্তিত। "আরব্য-রজনী"-রচনার পদ্ধতি ও কবি ইম্‌রু'উ-'ল্-কৈস্ কর্তৃক রচিত মু'অল্লকহ্-এর রচনা-ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায়, উভয় পদ্ধতি প্রায় একরূপ। এক কাহিনী শেষ না হইতেই শ্রোতার ঔৎসুক্য উদ্রেক করিয়া কৌশলে অগ্রিম অন্য কাহিনীর উল্লেখেই "আরব্য-রজনীর" গল্প দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর এবং দীর্ঘতর হইতে দীর্ঘতম হইয়াছে। গল্প দীর্ঘ করার এই যে সূক্ষ্ম-কলা (subtle art) "আরব্য-রজনী" চমৎকারভাবে ব্যবহার করিয়াছে, ইহার বীজ কবি ইম্‌রু'উ-ল্-কৈস্ কৃত মু'অল্লকহ্ বা ঝুলন্ত গীতিকায় নিহিত। (৬)-পরিচ্ছেদে এই সূক্ষ্ম-কাব্যকলাটি বিশদভাবে দেখানো হইয়াছে। তবে, দুইটি রচনার মধ্যে প্রভেদ এই যে, মু'অল্লকহ্-য় এই কলাটি পরিস্ফুট নহে অর্থাৎ বৃক্ষের বীজের ন্যায় সুপ্ত অবস্থায় বিরাজিত এবং "আরব্য-রজনীতে বীজ শুধু অঙ্কুরিত হয় নাই,—

মহীরুহেও পরিণত হইয়াছে। কবি ইম্রু'উ-'ল্-ক্বৈস্-এর এই কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই।

॥ প্রথম মু'অল্লকহ্ ॥

কাব্যানুবাদ

["মু'অল্লকাত্" বা 'ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তকের' কাব্যানুবাদ,—শুধু বাংলায় নহে, পৃথিবীর যে-কোন উন্নত-ভাষায়,—একটি অতি দুঃসাধ্য কাজ। গদ্যেও ইহাদের সম্পূর্ণ মূলানুসারী অনুবাদ বিস্তৃত ব্যাখা ও টীকা-টিপ্পনী ব্যতীত বিদেশী পাঠকের নিকট অর্থহীন। ইহার কারণ বহু। তন্নির্দেশের ঝামেলায় প্রবেশ না করিয়াও, বলিতে পারা যায় যে, "মু'অল্লকাত্"-এর বর্তমান কাব্যানুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুসারী নহে। এই অনুবাদে, হয় বাংলা কাব্যের খাতিরে, না হয় পাঠকের বোধ-সৌকর্যার্থে, বেশ কিছুটা স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আরবী ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান সংশ্লিষ্ট নামগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। এইগুলির বেলায়, কবিতার অভ্যন্তরে যে-বানান ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা যে শুধু প্রতিবর্ণায়িত বানানে লিখিত হয় নাই, তাহা নহে; তাহাকে স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত (naturalised) আরবী শব্দের অনুরূপ করিয়া উচ্চারিত ও লিখিত হইয়াছে। তাহা না হইলে বাংলা-ভাষায় ছন্দ-রক্ষা সম্ভবপর নহে। এতৎসত্ত্বেও, পাদটীকায় সেই শব্দগুলির রূপ বাংলা প্রতিবর্ণায়িত ও মূল আরবী বানানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদটীকাসহ লিখিত হইয়াছে। তবে, কোন শ্লোকের (বৈত্) ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। কারণ, ইহাতে কাব্য-রস আস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটে। —সম্পাদক]

(১) দাঁড়াও যুগল বন্ধু! কাঁদি প্রিয়া ও তার বাস্তু স্মরি;
'হামলা'-দখুল্' বালির টিলায় ভিটে যে তার রইলো পড়ি।

---

১ হাম্‌লা-দখুল্ ='হৌমল' এবং দখুল' (حومل و دخول)—নজদ-প্রদেশের অন্তর্গত দুইটি স্থানের নাম। এখন ইহারা নিশ্চিহ্ন।

(২) তুজি-মক্‌রার্[২] মধ্যে আজো চিহ্ন যে তার মুছলো না হায়,
জমায় বালি দখ্‌নে-হাওয়া, সরায় পুনঃ উত্তুরে-বায়।

(৩) দেখ্‌রে চেয়ে ছড়িয়ে আছে আমার প্রিয়ার আঙ্গনে যেন,
চ'রে-যাওয়া সফেদ মৃগের পুরীষ যত, পিপুল হেন।

(৪) সেই বিচ্ছেদের বিষাদমাখা উষায় যেদিন চল্‌লো তারা,
দাঁড়িয়ে ছিলাম বাবুল-তলায় ঝর্‌লো[৩] আঁখি অঝোর ধারা।

(৫) বাহন রুখি বন্ধুরা সব বল্‌লো আমায়, "এ কোন্ ধারা?
বিচ্ছেদ জ্বালা যাওগো সয়ে হয়ো নাকো আপন-হারা।"

(৬) বলনু, "বঁধু! অশ্রুধারা এই তো শুধু অষুধ আমার;
আর কি আছে হেথায় স্মৃতি বিচ্ছেদ-ব্যথায় আঁকড়ে থাকার?"

(৭) উম্মে-হোরেস[৪] পড়শী তাহার মাসল[৫]-টিলায় উম্মে-রবাব,[৬]
তাদের মতোই কবি তোমার জম্‌লো প্রণয় একই স্বভাব।

(৮) যেই দাঁড়াতো, অঙ্গ তাদের ছড়িয়ে দিত কস্তুরী-বাস,
লবঙ্গ-বাস আন্‌তো বয়ে যেমন ধারা ভোর-বাতাস।

---

২ তুজি-মক্‌রা=তূধহ এবং মক্‌রাহ (تُوضَحَ وَ مَقْرَاةَ)—দুইটি গ্রামের নাম। দখূল, হৌমল, তূধহ, মক্‌রাহ—এই চারিটি গ্রামের মাঝখানেই কবি-প্রিয়ার বাসস্থান ছিল।

৩ নাকিফু হন্‌জলি=نَاقِفُ حَنْظَلِ—'নাকিফ' অর্থ 'বিদারণ' এবং 'হন্‌জল' অর্থ "কাঁদুনে ফল'। যে ফল বিদারিত করিলে চক্ষে জল আসে। ভাবানুবাদ 'ঝর্‌লো আঁখি অঝোর ধারা'।

৪, ৬ উম্মু-'ল্-হুয়ৈরিথ; উম্মু-'র্-রবাব=أُمُّ الْحُوَيْرِثِ وَ أُمُّ الرَّبَابِ কবির দুইজন প্রেমিকার নাম। ইঁহারা 'কুজা'-গোত্রভুক্ত রমণী ছিলেন।

৫ মা'সল=مَأْسَل—একটি টিলার নাম।

(৯) নয়নে মোর নাম্‌তো বাদল সেই সখীদের প্রণয়-ব্যথায়,
ভাসিয়ে দিত বক্ষ আমার অসির পিধান প্রবল ধারায়।

(১০) সেই সুদিনের কথাই বলি, কাটিয়েছিনু তাদের সাথে,
খাস করে সেই দিনের কথা কাটলো 'দারুল-জুল্‌জুলাতে'।[৭]

(১১) সেদিন মরি! প্রিয়ার ভোজে করেছিলাম উটটি জবাই,
হাওদা নিয়ে ঘটলো সেদিন কী যে আজব কাণ্ডখানাই।

(১২) সবাই মিলে মাংস নিয়ে ছোঁড়াছোঁড়ির করলো লীলা,
রেশম সম চর্বি নিয়ে পরস্পরে মারলো ঢিলা।

(১৩) কোথায় সেদিন, যেদিন প্রিয়ার হাওদা-মাঝে বসনু গিয়ে,
বললো প্রিয়া, "যাও না নিপাত, চাও কি নিতে পায় হাঁটিয়ে?"

(১৪) বললো আরো, "টল্‌ছে গদী, সইবে না ভার এ-দু'জনার,
কয়েস প্রিয়, নেমেই পড়, করবে যে খুন উটটি আমার।"

(১৫) বলনু, "প্রিয়া! এগিয়ে চলো, শিথিল করো বল্‌গা উটের,
বঞ্চিত মোয় কর নাক পরশ হতে নিত্য সুখের।

(১৬) গর্ভবতী দুগ্ধবতী তোমার মতো ঢের রূপসী,
ভুলিয়ে দিয়ে কোলের শিশু ভোগ করেছি ডেরায় পশি।

(১৭) "যখন শিশু উঠতো কেঁদে মুড়িয়ে দিত অর্ধ দেহ,
মত্ত-বিবশ আধেক তখন আমার নীচে নিঃসন্দেহ।"

(১৮) সেই যে সেদিন বালির টিলায় আমার আরেক পরাণ-প্রিয়া,
কঠিন হ'য়ে বস্‌লো বেঁকে শর্তবিহীন দিব্যি দিয়া।

৭ দারুল্‌-জুল্‌জুল্‌—পটভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(১৯) বলুন, "রোসো, লো **ফাতেমা**,[৮] থামাও তোমার ছিনালপনা
নিদেন যদি ছিঁড়বে বাঁধন সহজ শোভন পথ ধর না।"

(২০) "প্রণয় তোমার আত্মঘাতী,—এই কি তোমার গর্ব মনে?
রইবে হৃদয় ভৃত্য সম বন্দী হয়ে দুই চরণে?

(২১) "আমার সঙ্গ নাই বা যদি লাগ্‌লো তোমার ভালো প্রিয়া,
মোদের প্রণয়-**গাঁটছড়াটি**[৯] **দাও খুলে** দাও মুক্ত হিয়া।

(২২) "অশ্রু-সজল যুগল তোমার বিষ মাখানো **নয়ন-বাণে**,[১০]
বিঁধ্‌লো এসে ব্যথার ক্ষতে ঘায়েল-হওয়া আমার প্রাণে।"

---

৮ ফাতেমা = ফাত্বিমহ্‌ (فَاطِمَةُ)—বলা হইয়া থাকে যে, 'উনৈযহ্‌, ফাত্বিমহ্‌ প্রভৃতি যে-কোন প্রেয়সীর 'আদুরে নাম'। কথাটি সত্য; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নহে। কেননা, কবির পিতৃব্য কন্যার নাম 'উনৈযহ্‌। তাঁহার অসম্মতিতে কবি তাঁহাকে কড়া কথা শুনাইতেছেন। ১৬শ শ্লোক হইতে অন্য রূপসীর দেহদান কাহিনীর শুরু। ১৮শ শ্লোক হইতে যে প্রেয়সীর কথা বলা হইতেছে, ফাত্বিমহ্‌ তাঁহারই নাম। ২২শে শ্লোকে এই কথার শেষ।

৯ গাঁটছড়াটি দাও খুলে = মূল আরবী فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ অর্থ—তোমার কাপড় আমার কাপড় হইতে খুলিয়া লও। প্রাগৈসলামিক আরবে প্রণয়-বন্ধনের অথবা বিবাহ-বন্ধনের প্রতীকরূপে প্রেমিক প্রেমিকার অথবা বর-কনের পরিহিত বস্ত্রের সহিত গ্রন্থীবন্ধন করিয়া দেওয়া হইত। আমাদের দেশেও হিন্দুদের বিবাহের সময় অবিকল এইরূপ করা হয়;—ইহার নাম 'গাঁটছড়া বাঁধা'। ইহা খোলার অর্থ—বিবাহ-বন্ধন বা প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করা।

১০ নয়ন-বাণ = মূল আরবী سَهْمَيْنِ অর্থাৎ দুইটি তীর। প্রেমিকার প্রেমাশ্রু প্রেমিকের হৃদয়ে তীরের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার সরল অর্থ 'প্রেমিকার দুই চক্ষু হইতে প্রবাহিত দুইটি অশ্রুধারা। ২২শ (দ্বাবিংশ) শ্লোকটি ভাবার্থ নির্ভর অনুবাদ।

(২৩) উটপাখিনীর[১১] **ডিম্বসম** সুরক্ষিতা যেই রূপসী,
প্রলম্বিত প্রণয় তাহার ভোগ করেছি খিমায় পশি' ;—

(২৪) এড়িয়ে সে-সব প্রহরীদের, আর সে সজাগ শত্রুসকল ;
আমায় পে'লে নিঘাত যারা অতর্কিতে করতো 'কতল'।

(২৫) নিশীথ রাতে উঠ্‌তো যবে **সপ্ত-ঋষি**[১২] নভস্তলে,
মাণিকখচা মোতির মালার ঝালর 'খ'-তে উঠ্‌তো জ্বলে।

(২৬) পৌঁছে যেতাম তখন প্রিয়া ঘুমের ভানে খুল্‌তো বাসে,
রাতের বসন রইত দেহে,—প্রতীক্ষিতা পর্দাপাশে।

(২৭) বল্‌তো প্রিয়া, "কসম্‌-খোদার, এড়িয়ে থাকার নেই ছলনা,
ভাব্‌ছি তোমার স্বভাব থেকে প্রেমের ব্যাধি দূর হল না।"

(২৮) বেরিয়ে এলাম তাহায় নিয়ে, নক্‌শী-চাদর চল্‌লো টে'নে,
পায়ের নিশান মিটিয়ে দিয়ে,—চলার খবর না নেয় জে'নে।

(২৯) বস্তিগুলো পিছন ফেলে সেই নিশীথে প্রিয়ায় নিয়া,
এলাম বিশাল টিলার পরে শঙ্কাবিহীন শান্ত হিয়া।

(৩০) বুকের পানে টান্‌তে খানিক অলক তাহার কৃষ্ণ-বরণ,
পড়লো ঢলে বক্ষে প্রিয়া, চিকন কটি, সুঠাম চরণ।

---

১১ উটপাখিনীর ডিম্ব = মূল আরবী বৈধতু খিদ্‌রিন্‌ (بَيْضَةُ خِدْرٍ)—কথিত আছে উটপাখি যখন ডিম পাড়ে, তখন কেহই ডিমের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। সে ইহাকে সর্বক্ষণ পাহারা দিতে থাকে। উটপাখির ডিম নাকি দেখিতেও অত্যন্ত সুন্দর। সৌন্দর্য ও সংরক্ষণ, এই দুই দিক হইতে কবি তাঁহার প্রেয়সীকে উটপাখির ডিমের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

১২ সপ্ত-ঋষি = সপ্তর্ষিমণ্ডল (ثُرَيَّةٌ =থুরৈয়হু) নামক নক্ষত্রপুঞ্জ।

(৩১) সূক্ষ্ম-কোমর উজল-দেহ নিটোল সরু প্রিয়ার কায়া,
স্বচ্ছ-মুকুর বক্ষে প্রিয়ার মলিনতার নেইকো ছায়া।

(৩২) অপূর্ব সে শুভ্র-হরিৎ মুক্তা হেন কান্তি তাহার,
মুক্তা যেন স্বচ্ছ পূত, সলিল-মাঝে জন্ম যাহার।

(৩৩) ফিরায় যখন সলাজ আনন বিকাশ করি গণ্ড-যুগল,
'বজ্‌রা'-বনের বৎসা-মৃগীর নয়ন হানে প্রণয়-চপল।

(৩৪) কুরঙ্গিণীর মতই গ্রীবা দেখ্‌তে মন আর নয়ন-হরা,
উঠায় যখন সভঙ্গিমা কন্ঠ তাহার ভূষণ-পরা।

(৩৫) খেজুর কাঁদির মতোই ঘন কৃষ্ণ অলক অতুল শোভা,
লীলায়িত কটির পরে, আকুলকরা হৃদয়লোভা।

(৩৬) শিখরতোলা চিকুররাশী উর্ধ্বমুখী প্রিয়ার মাথায়,
বিলম্বিত বেণীর ফণী বিলীন বিপুল কেশের তলায়।

(৩৭) উটের সরু লাগাম হেন চিকন তাহার নাজুক কটি,
খেজুর-ছায়ায় সিক্ত সতেজ, বংশ হেন চরণ দুটি।

(৩৮) প্রহর-বেলায় নিদ্রা টুটে, মেশ্‌ক-রেণু শয্যাপরে,
উদাস-ঘুমের ঘনায় দুপুর, পট্টি বাঁধা নয় কোমরে।

(৩৯) জবী[১৩]-মাটির কেঁচোর মতো 'ইসল'-তরুর দাঁতন হেন,
পরশ তাহার আঙ্গুলগুলির, কোমল মৃদু লাজুক যেন।

(৪০) দীপ্তি তাহার আঁধারহরা ঘনায় যখন তিমির রাত্তি,
বনাশ্রমে সাধুর ডেরায় একটি উঝল সাঁঝের বাত্তি।

---

১৩ জবী – মূল আরবী 'জ়ব্‌য়ুন্‌' (ظبي)—একটি উপত্যকার নাম।

(৪১) মুনীর মতো মানীর নয়ন যার রূপেতে রইল বাঁধা,
সেই রূপসী দাঁড়ায় যখন লাগায় চোখে বিজলি ধাঁধা।

(৪২) নওজওয়ানীর প্রেমের মোহ হৃদয় হ'তে মুছলো সবে,
হায়রে আমার হৃদয় হ'তে তোমার সে-প্রেম মুছ্‌বে কবে!

(৪৩) করলো দারুণ ঝগড়াঝাটি তোমায় নিয়ে কতই জনা,
ফিরিয়ে দিছি নিন্দাকারী, হিত্‌কামীদের, ব্যর্থমনা।

(৪৪) কতই ভীষণ রাত্রি এল সমুদ্দুরের ঢেউয়ের তালে,
ছড়িয়ে তাহার পর্দা কালো জড়িয়ে দিল বিপজ্জালে।

(৪৫) অলস রাতি দীঘল হ'ল বুক উঁচিয়ে কোমর টেনে,
বল্‌নু, "শোন বন্ধু আমার মোর কথাটি নেওনা মেনে।

(৪৬) "রে নিদারুণ দীঘল রাতি! আনো এবার উষার আলো,
কিন্তু বল, সেই যে উষা তোমার চেয়ে কিইবা ভালো।"

(৪৭) অবাক বটে; রাতের তারা রইল যে হায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে,
পাথর সনে রুদ্ধ যেন রেশমী সুতোর বাঁধন দিয়ে।

(৪৮) অকাতরে পরের হিতে বইছি মশক অনেক জনার,
বারংবারে অনুগত সহিষ্ণু এই স্কন্ধে আমার।

(৪৯) ঘুরছি কতই বন-বাদাড়ে শূন্য যেন গাধার নাড়ী;
নেকড়ে চেঁচায় ক্ষুধায় যেমন ক্রীড়ায়-হারা ঘোর-জুয়াড়ী।

(৫০) বল্‌নু, "শুন, ব্যাঘ্র মশায়, তোমার আমার একই দশা,
আমরা যে হায় রিক্ত ফকীর, ধনী হবার নেই ভরসা।

(৫১) "পাওয়ার যাহা আস্‌তে হাতে আমরা যে হায় শূন্যপুঁজি,
শুকিয়ে মরা ভাগ্য তাদের মোদের মতো যাদের রুজি।"

(৫২) ভোর উষাতে বেরিয়ে পড়ি, বিহগ তখন আপন ঘরে,
হ্রস্বপশম, ক্ষিপ্র-সুঠাম, শিকার-ধরা অশ্বে চড়ে।

(৫৩) অগ্রে, পিছে, ডাইনে, বাঁয়ে—তীব্রগতি একই সাথে,
ছিটকে-পড়া উপল যেন উপর হতে স্রোতের ঘাতে।

(৫৪) তেল্‌তেলে তার কোমর হ'তে ফস্‌কে পড়ে গাল্‌চেখানি,
বর্ষাধারা-গড়িয়ে-পড়া পিছল যেন পাথর খানি।

(৫৫) নাদুস নুদুস দেহের যাহার তীব্রগতি যখন ছুটে,
শোণিত তাহার ডেক্‌চি মাঝে তপ্ত পানির সমান ফুটে।

(৫৬) ক্ষিপ্র চলার মাঝে যখন ক্লান্তি তাহার ঘনায় এসে,
টপকে চলে কদম-কদম খুরের ঘায়ে জমিন পেষে।

(৫৭) বিজলী-সম গতির বেগে ছিট্‌কে পড়ে সৌখিন সওয়ার,
শক্ত সওয়ার হার মেনে যায় সামাল দিতে বসন তাহার

(৫৮) গতি তাহার শিশুর হাতে সুতায়-মোড়া নাটাই যেন,
পলক মাঝে হাতের টানে ঘু'রে এল চর্খী হেন।

(৫৯) মৃগের মত পাঁজর তাহার চরণগুলি উটপাখিটির,
ব্যাঘ্র হেন ক্ষিপ্রগতি নৃত্যে শাবক খেঁক্‌শিয়ালীর।

(৬০) বিশাল তাহার বুকের পাটা, যায় না দেখা পিছন থেকে,
মাটি ছোঁয়া পুচ্ছে ঘন পাছার ফাঁকা রাখ্‌লো ঢে'কে।

(৬১) পৃষ্ঠটি তার পাটার মতন, গৃহে দাঁড়ায় যখন আসি,
যেই পাটাতে পেষে বরের প্রসাধনের দ্রব্যরাশি।

(৬২) বুনো গাভীর দলপতির খুনে রাঙা বুকের পাটা,
শুভ্র কোমল আঁচড়ানো কেশ ঝোপান যেন মেহ্দি-বাটা।

(৬৩) হঠাৎ কাছে পড়লো এসে বিরাট-পালে নীল-চামরী,
আঁচলওয়ালা, ঘাগরাপরা দেব-কুমারী যেমন মরি!

(৬৪) ছুট্লো তারা পিছন ফিরি দিগ্বিদিকে এমন ত্বরা,
কুলীন শিশুর কণ্ঠে যেন দুল্লো মরি মাদ্‌লি-ছড়া,

(৬৫) বিজলী-গতি অশ্ব আমার আগল দিল দলের আগে,
পিছন পড়া দলটি যে আর পায়নি সুযোগ কোথায় ভাগে।

(৬৬) ঝাপ্‌টা মেরে একটি এঁড়ে একটি গাভী দল্‌লো দু'পায়,
অশ্ব তবু তিত্‌লো না মোর একটুকুও ঘর্মধারায়।

(৬৭) রসুয়ে সব দু'ভাগ হ'য়ে মাংস পাকায় তাড়াতাড়ি;
কেউ বা বানায় কাবাব খাসা, কেউ হেঁসেলে চড়ায় হাঁড়ি।

(৬৮) পবশেষে সন্ধ্যাবেলা ফিরে যখন চল্‌নু ঘরে,
ঠিক্‌রে গেল নয়ন আমার ঘোড়ার উজল দেহের 'পরে।

(৬৯) ভর রজনী কাট্‌লো তাহার তেমনি জিন ও লাগাম-পরা,
ভর-রজনী ঠাঁয় দাঁড়িয়ে, হ'ল না তার মোটেই চরা।

(৭০) অই দেখ অই দূর আকাশে ক্ষিপ্রগতি বিজলী পানে,
কাজল মেঘের গায়ে কে অই যুগল হাতে চাবুক হানে!

(৭১) দেয় ডুবিয়ে দীপ্তি তাহার সাধুর ডেরার প্রদীপ-বাতি,
জ্বল্‌ছে যাহার আঁধার-হরা সিক্ত তেলের সল্‌তে ভাতি।

(৭২) বন্ধু সাথে বসনু হেথায়, 'জারিজ[১৪]-উজৈব' মধ্যিখানে,
দেখ্‌তে কেমন রাঙায় আকাশ বিজলি-লীলার অগ্নিবাণে।

(৭৩) নাম্‌লো অঝোর বর্ষাধারা ডাইনে 'কতন'[১৫]-গিরির চূড়ে,
বাম দিকেতে ঝর্‌লো তাহা সিতার-জবুল[১৬] পাহাড় জু'ড়ে।

(৭৪) মুষল ধারায় সেই বরষায় 'কোতায়ফাতে'[১৭] ঢল নামিল,
বিশাল তরু 'কনাবিলা'[১৮] সেই ঢলেতে উৎখাতিল।

(৭৫) সেই সে বাদল ঝাপ্‌টা এসে লাগ্‌ল 'কানান'[১৯] পাহাড় পরে,
খেদিয়ে দিল বন্য-ছাগল, শূন্য আকাশ রইল প'ড়ে।

(৭৬) ঐ দেখ না 'তায়মা'[২০]-গাঁয়ের খেজুর কাঁদির দুর্দশাটাই,
প্রাসাদ ছাড়া পায়নি কিছুই বস্তি-বাড়ি হায়রে রেহাই।

(৭৭) নাম্‌লো বাদল তীব্র ধারায় 'সবীর'[২১]-গিরির গাত্র জু'ড়ে,
বিত্তশালী সাজলো যেন আঁচলওয়ালা কমলী মু'ড়ে।

---

১৪ জারিজ-উজৈব = মূল আরবী ধারিজ্ এবং 'উদৈব (ضَارِجٍ و عُذَيْب)— দুইটি পর্বতের নাম। কবি এখানকার উপত্যকায় শিকারে গিয়াছিলেন।

১৫ কতন = কৎন (قَطَن)—এক পাহাড়ের নাম।

১৬ সিতার-জবুল = সিতার এবং যদ্‌বুল (سِتَار و يَذْبُل)—দুইটি পাহাড়ের নাম।

১৭ কোতায়ফা = কুতৈফহ্ (كُتَيْفَة)—একটা মৌজার নাম।

১৮ কনাবিলা = কনহ্‌বল্ (كَنَهْبَل)—বিশাল বন্য-তরুর নাম।

১৯ কানান = কনান (قَنَان)—পাহাড়ের নাম।

২০ তায়মা = তৈমা' (تَيْمَاء)—গ্রামের নাম।

২১ সবীর = থবীর (ثَبِير)—পর্বতের নাম।

(৭৮) 'জুমাই'[22]-টিলার শীর্ষ-চূড়ায় জম্‌লো আবর্জনা আসি,
চর্‌খা পরে জড়ায় যেমন পেঁজা-তুলোর তন্তুরাশি।

(৭৯) সেই বাদলের বিপুল-ধারায় 'গবীত'[23]-মরু উঠ্‌লো হাসি,
ইমন-দেশের বণিক যেমন প্রসারিল পণ্যরাশি।

(৮০) সেই বাদলের উৎসবেতে 'জুয়াও'[24]-বনের 'মকাক'[25]-পাখি,
মাদক শরাব পান করিয়া বিভোল বিভোর উঠ্‌লো ডাকি।

(৮১) সেই বাদলের কাদায় ডুবে বন্যপশু সাঁঝের বেলা,
বন-পেয়াজের শিকড় হেন হেথায়-হোথায় রইল মেলা।

॥ দ্বিতীয় মু'অল্লকহ্ ॥

রচিত

ত্বরফহ্‌ বিন্‌ 'অল্‌-'অব্‌দ্‌

(ক) কবি-জীবনী

প্রাচীন আরবে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে 'বকর' ও 'তঘ্‌লিব্‌' নামে দুইটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল। প্রাগৈস্‌লামিক আরবের বহু ঘটনা এই দুই গোত্রের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। ত্বরফহ্‌ বিন্‌ 'অল্‌-'অব্‌দ্‌ এই দুই গোত্রের

২২ জুমাই = মুড়ৈমর (مُضَيْحِر)—একটা টিলার নাম।

২৩ গবীত = ঘবীত্ব (غَبِيط)---নজদ-দেশের একটা ক্ষুদ্র মরুভূমি।

২৪-২৫ 'জুয়াও' বনের 'মকাক'-পাখি = মূল আরবীতে "মকাকীয়ু-'ল্‌-জ়ৱা'ই (مَكَاكِيُّ الْجِوَاء)—'মকাকী' ডাহুক জাতীয় পাখি; এই পাখি 'জুয়াও' বনে থাকে। এই পাখি বর্ষার জলে সাঁতার কাটে ও আনন্দ করে।

অন্যতর 'বকর'-গোত্রীয় কবি ছিলেন। পারস্যোপসাগরের তীরে অবস্থিত 'বহ্‌রৈন' নামক স্থানে 'বকর'-গোত্র বসতি স্থাপন করেন। এইখানেই কবির জন্ম হয়।

কবি 'হিরার' নরপতি 'অমর্‌ বিন্‌ হিন্দ্‌-এর সমসাময়িক ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, 'অমর ৫৫৪ খ্রীস্টাব্দে 'হিরার' সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৫৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কবি এক রাজকীয় ষড়যন্ত্রের কবলে পড়িয়া অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই সময়ে তাঁহার বয়স যদি চল্লিশ ('বিশ বৎসর' নানা কারণে অবিশ্বাস্য) বৎসরও হইয়া থাকে, তবে তাঁহার জীবনকাল ৫২৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৫৬৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বলিয়া সঙ্গতভাবে অনুমিত হইতে পারে।

সম্ভ্রমশালী 'বনূ-বকর্‌' গোত্রের এক সঙ্গতি-সম্পন্ন পরিবারে 'বহ্‌রৈন' প্রদেশে কবির জন্ম হইলেও, তিনি যখন পৈত্রিক সম্পদের অধিকারী হইলেন, তখন অল্পদিনের মধ্যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় লিপ্ত হইয়া তিনি তাহা উড়াইয়া দেন। অতঃপর, তাঁহার পরিবারভুক্ত লোকজন মিলিত হইয়া তাঁহাকে সংক্রামক চর্ম-ব্যাধিগ্রস্ত উষ্ট্রের ন্যায় পরিবার হইতে খেদাইয়া দেন। পরিশেষে, তাঁহার পরিবারভুক্ত লোকের সহিত তাঁহার একটা সমঝোতা হয়। তিনি আর কখনও অন্যায় আচরণ করিবেন না বলিয়া পরিবারের লোকজনকে কথা দিয়া তাঁহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসেন। তখনও রক্তক্ষয়ী 'বসূস্‌'-যুদ্ধ চলিতেছিল। কবি এই যুদ্ধে যোগ দেন এবং নিজ গোত্রের পক্ষে 'বনূ-তঘ্‌লিব্‌' গোত্রের বিরুদ্ধে অসম সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় অল্পদিনের মধ্যে কবির চরিত্রে আবার উচ্ছৃঙ্খলতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দোষ দেখা দেয়। ফলে, তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এই সময় তাঁহাকে নিজের জীবন-রক্ষার জন্য ভ্রাতার পশু চারণের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

'বকর্‌' এবং 'তঘ্‌লিব্‌' গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বিগত চল্লিশ বৎসরব্যাপী 'বসূস্‌' নামে যে-যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল এবং লুণ্ঠন, নরহত্যা, অতর্কিত আক্রমণ, যুদ্ধবন্দীর দাসে পরিণতি প্রভৃতি যে-অভিশাপগুলি এই যুদ্ধ কুড়াইয়া বেড়াইতেছিল, 'হীরহ্‌'-রাজ তৃতীয় মুন্‌দির্‌ (৫২৯-৫৫৪ খ্রীস্টাব্দ)-এর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তাহার অবসান ঘটিলে, তরুণ কবি ত্বরফহ্‌-র দৃষ্টি 'হীরহ্‌'-র দিকে আকৃষ্ট হইল।

তখন 'হীরহ্'-র সিংহাসনে তৃতীয় মুন্দির-এর পুত্র 'অমর-বিন্-হিন্দ্ উপবিষ্ট (৫৫৪ খ্রীস্টাব্দ) হইয়াছেন। একদিন কবি 'হীরহ্'-রাজ 'অমর্-এর সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। 'অমর্ কবিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ('অমর-এর) পিতৃব্য বিখ্যাত কবি মুতলম্মিস্-এর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দুই কবিকেই যুবরাজের শিক্ষা-কার্যে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্ত, ইহাতেও ত্বরফহ্-র ভাগ্য পরিবর্তিত হইল না। তাঁহার পরনিন্দা-সূচক বাক্যবাণ পরিণামে তাহার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল। অনুষ্ঠানসর্বস্ব রাজ-সভার তাল রক্ষা করিয়া চলা খুব সহজ কাজ নয়। এই অনুষ্ঠান-নিষ্পেষণে পিষ্ট হইয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই হাঁপাইয়া উঠিলেন। সভাষদ্গণের অনেকের সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল না। কারণ, তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাদের মনে আঘাত করিতেন। একদা স্বভাব-দোষে এই সময়ে কবি বাদশাহ সম্বন্ধেও একটা ব্যাঙ্গাত্মক শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিলেন। তাহা এই :—

فليت لنا الملک عمرو +
رغوثا حول قبتنا تخور +

অনুবাদ

যদি 'অমর ব্যতীত আমাদের তাঁবুর চতুর্দিকে
ভ্যা-ভ্যা করিয়া ডাকিয়া বেড়ায় এমন এক
দুগ্ধবতী মেষী বাদশাহ হইত, তবে কতই না
চমৎকার হইত।

'অব্দ্-'অমর-বিন্-বশর নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি 'অমর-বিন-হিন্দ্-এর সভাষদ ছিলেন। তিনি আলাপ প্রসঙ্গে বাদশাহ 'অমরকে কবি ত্বরফহ্-র বাদশাহ-সম্বন্ধে রচিত উক্ত বিদ্রূপাত্মক কবিতাটি শুনাইয়া দেন। বাদশাহ তৎসম্বন্ধে রচিত এই ব্যঙ্গ-কবিতার কথা জানিতে পারিয়া, মনে মনে রুষ্ট হইলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পর, একদিন কবি ত্বরফহ্ বাদশা 'অমর-বিন-হিন্দ-এর সঙ্গে এক পানের জলসায় একত্রে বসিয়া মদিরা পানে মত্ত ছিলেন।

বাদশাহের ভগ্নী উপর হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার ভ্রাতার পানের জলসায় কবির মৌজ দেখিতেছিলেন। এই সময়ে কবির পান-পাত্রে বাদশাহের ভগ্নীর মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কবি ত্বরফহ্ নেশার ঘোরে এক শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন,

الا يا نانى الظبى الذى يبرق شنفاه +
و لو لا الملک القاعد الثمنى فاه +

অনুবাদ

দেখ, এযে রূপের হরিণ, কর্ণে উজল ঝুম্‌কো দোলে।
না থাকিলে বাদশা বসা, চুমোয় দিত অধর-কূলে॥

বাদশাহ 'অমর-বিন্-হিন্দ্ সোজা পাত্র ছিলেন না। কবির এ-ধরণের বাড়াবাড়ি বাদশাহের মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। বাদশাহ গোপনে ইহার সর্বনাশের আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। তিনি মুতলম্মিস্ এবং ত্বরফহ্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং এক একখানি সিলমোহর করা খাম হাতে দিয়া উভয়কে 'বহ্‌রৈন্'-এর শাসনকর্তার দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। মোহর করা পত্র সম্পর্কে মুতলম্মিস্-এর মনে সন্দেহ জাগিল। তাহাদের কেহই লেখাপড়া জানিত না। মুতলম্মিস্ তাহার চিঠিখানা হিরার একটি বালক দ্বারা পড়াইয়া লইল। বালকটি জানাইল যে, ইহাতে তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করার নির্দেশ রহিয়াছে। মুতলম্মিস্-এর সন্দেহ কার্যে পরিণত হইল। সে চিঠিখানা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল এবং ত্বর্‌ফহ্‌কেও অনুরূপ করার নির্দেশ দিল। ত্বর্‌ফহ্ কিন্তু মোহর-যুক্ত রাজকীয় পত্রের অমর্যদা করিলেন না। তিনি বিশ্বাস করিয়া বলিলেন যে, উক্ত চিঠিতে তাহাকে কোন পুরষ্কার দানের নির্দেশ রহিয়াছে। সুতরাং ত্বরফহ্ চিঠিখানা যাথরীতি বহ্‌রৈনের শাসনকর্তার হাতে অর্পণ করিলেন। বহ্‌রৈন্-এর শাসনকর্তা ('আমিল) বাদশাহের নির্দেশ অনুসারে ত্বর্‌ফহ্-কে বন্দী করিলেন এবং পরে তাঁহাকে হত্যা করিলেন।

এইরূপে প্রাণচঞ্চল কবি ত্বর্‌ফহ্ ভরা-যৌবনে মৃত্যুকে বরণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তখন কবির বয়স মাত্র বিশ বৎসর। এই উক্তি বিশ্বাস্য নহে। যিনি 'বসূস্'-এর যুদ্ধের বিখ্যাত যোদ্ধা এবং দ্বিতীয় মু'অল্লকহ্ এর ন্যায়

এমন অদ্ভুত কবিতার রচয়িতা, তাঁহার বয়স চল্লিশের কোঠায় না হইলেও অন্ততঃ তিরিশের কোঠায় না হইয়া যায় না। কেননা, পরিণত বুদ্ধি ও পরিণত প্রতিভা বিকাশের জন্য তিরিশের কম বয়স অনুকূল নহে। হীরহ্-রাজ 'অমর-বিন-হিন্দ্-এর রাজত্বকালে (৫৫৪-৫৬৮ খ্রীঃ) কবি বাদশাহের দরবারে স্থান পাইয়াছিলেন। 'অমর্-এর পিতা হীরহ্-রাজ তৃতীয় মুন্‌দির (৫২৯-৫৫৪ খ্রীঃ) যখন বসুস্'-এর যুদ্ধের অবসান ঘটান, তৎপূর্বে কবি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন. ইত্যাকার ঘটনাবলীর কথা স্মরণ রাখিলে কবির বয়স মাত্র 'কুড়ি' বৎসর ছিল, এই কথা বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের মতে কবি আনুমানিক ৫২৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৫৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

(খ) কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন

মু'অল্লকহ্-রচয়িতা কবিদের মধ্যে তরফহ্-এর স্থান দ্বিতীয়, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই কথা সত্য যে, কবি ইম্রুʼউ-ʼল্-কৈস্-এর প্রতিভা তরফহ্-এর প্রতিভা হইতে অনেক উন্নত। এতৎসত্ত্বেও, তরফহ্-এর স্থান ইম্রুʼউ-ʼল্-কৈস্-এর অনেক নিম্নে এমন কথা বলা যায় না। অন্য কোন বিষয়ে না হইলেও, অন্ততঃ 'ব্যঙ্গ'-কবিতা রচনায় ইম্রুʼউ-ʼল্-কৈস্ কবি তরফহ্-এর সমকক্ষতা দাবী করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, ব্যঙ্গ-কবিতার মাধ্যমেই তরফহ্-এর কাব্য-প্রতিভা স্ফুরিত হয়। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই সকলের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিতে শুরু করিয়াছিলেন, এবং এই ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করিয়াই তাঁহার অকালমৃত্যু অনিবার্য হইয়া পড়ে।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনার মধ্য দিয়া তরফহ্-এর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ হইলেও, মু'অল্লকহ্-রচনার মধ্যেই সেই প্রতিভার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। আরবী সাহিত্য-সমালোচকেরা তাঁহার মু'অল্লকহ্-কে এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে দ্বিতীয় স্থান দিয়া থাকেন।

কবি-প্রেয়সীর বিচ্ছেদ-বেদনা এই কবিতায় নিতান্ত গতানুগতিক ও মামুলী বলিয়া মনে হয় না। এই বেদনাই যেন এই কবিতার মূল প্রেরণা। কবির জীবন-বোধের মূলেও এই বেদনা অনুভূত হয়। কবি-প্রেয়সী "খৌলহ্" বা

"মালিকহ্‌"-র পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা দেখিতে পাইয়া পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে বিরহ-ব্যথায় মুহ্যমান। এতটুকু মামুলী ব্যাপার বলিয়া মনে হইলেও, কবি-প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার চিত্র, বিদায়কালীন কাফেলার দৃশ্য এবং সেই কাফেলার অভ্যন্তরে কবি-প্রিয়ার মৃগীসদৃশ অনুপম রূপ প্রভৃতির বর্ণনা এতই সজীব যে, তাহাকে গতানুগতিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। অধিকন্তু, এই প্রসঙ্গে কবির অনুপম উষ্ট্রীর কাহিনীও বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, কবির বাহন-উষ্ট্রীর বর্ণনাই এই কবিতার শ্রেষ্ঠাংশ। উষ্ট্রীর বংশ-বৈশিষ্ট্য, উহার দ্রুত গতিশীলতা, উহার উপমা এবং সৌন্দর্য এই কবিতায় যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, প্রাচীন আরবী-সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই কবিতায় কবির জীবনের চিত্রও চমৎকারভাবে বিবৃত হইয়াছে। কবির প্রতি তাহার স্বজনগণের অবজ্ঞা, তাঁহার জলসাপ্রীতি, কৃপণ ও অনুদারদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও কটাক্ষ, জীবনের প্রতি তাঁহার গভীর আসক্তি, তাঁহার দুর্দম যুদ্ধস্পৃহা প্রভৃতির চিত্র এত জীবন্ত ও মনুষ্যসুলভ যে, তাহা পাঠককে অভিভূত করে। আরবের দুর্দান্ত বেদুঈন কবিদের প্রাণে রুদ্রবৈচিত্র্যময় আরব-প্রকৃতি কি অপূর্ব কাব্যদ্যোতনার সঞ্চার করিত, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

ত্বরফহ্‌-এর মু'অল্লকহ্‌-টি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে মনে হয়, খ্রীস্টান-সন্ন্যাসী (রাহিব)-দের ভোগ-বাসনা-বিবর্জিত জীবনের বিরুদ্ধে যেন ইহা কবির প্রকাশ্য বিদ্রোহের একটি উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। জগতে বাস করিয়া জগতের বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শের অস্বীকৃতিকে এই কবি ঐহিক জীবন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পারলৌকিক সুখ-ভোগের জন্য ঐহিক আনন্দ ও ভোগ-বাসনাকে বিসর্জন দেওয়ার চিন্তা কবি-মনের ত্রিসীমায়ও স্থান পায় নাই। তাই, তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিয়াছেন,—তাঁহার জীবনে পূর্ণ করার মত মাত্র তিনটি কামনাই রহিয়াছে: তাহার একটি রক্তাভ মদিরা পান, দ্বিতীয়টি প্রাণদানেও আর্তের সেবা এবং তৃতীয়টি প্রেয়সীকে একান্তে লইয়া বাদলঘন বর্ষার দিন আনন্দে যাপন। এই তিন কামনার মূর্তিমান রূপই তাঁহার জীবন। এইরূপ ভোগের জীবন অতিবাহিত করিতে হইলে, কৃপণতা সম্ভবপর নহে। কবিও কার্পণ্যকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কৃপণদের কথা উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের বিজ্ঞ উপদেশ অগ্রাহ্য

করিয়া ভোগের পশ্চাতে কবি তাঁহার সমস্ত বিত্ত উজাড় করিয়া দিয়া কয়েকবারই নিঃস্ব হইয়াছিলেন। তাই, কবি অতি স্বাভাবিকভাবে বলিতে পারিয়াছিলেন,—

"মুক্তপ্রাণে লুটে যাই জীবনের অফুরন্ত আশা,
মৃত্যুশেষে দেখে নিও কার প্রাণে অনন্ত পিপাসা। (৬৩)
বাসনা-বঞ্চিত গৃধ্নু, আমি হেরি কৃপণের প্রাণ,
অপব্যয়ী চেয়ে বেশী লভে নাই কবরে সম্মান। (৬৪)
দেখিবে না ব্যবধান কৃচ্ছ্র আর ভোগীর কবরে,
মৃত্তিকার ঢিবি পরে আচ্ছাদন নিরেট প্রস্তরে।" (৬৫)

যে-তিনটি জিনিস কবি-জীবনের একমাত্র আসক্তি, অন্য কথায়, যে-তিনটি জিনিসকেই তিনি জীবনের স্বীকৃতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, খ্রীস্টান সন্ন্যাসীরা সেই তিনটি জিনিসকেই অস্বীকার করিয়া ধর্মনীতি প্রচার করিতেছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যে-বিদ্রোহ, কবি তাহাদেরই প্রবক্তা। বোধ হয়, এই কারণেই ইসলাম সন্ন্যাস-জীবনকে অস্বীকার করে এবং ভোগ ও ত্যাগের মাঝামাঝি এক নূতন জীবন-বোধ প্রতিষ্ঠা করে।

॥ দ্বিতীয় মু'অল্লকহ্ ॥

কাব্যানুবাদ

[প্রথম মু'অল্লকহ্ সম্বন্ধে যে-মন্তব্য ব্যক্ত করা হইয়াছে, এই মু'অল্লকহ্ অনুবাদেও সে একই মন্তব্য প্রয়োজ্য। সুতরাং, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, আরবী সমালোচকগণ ইহাকে এই জাতীয় কবিতার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দিয়া থাকেন। কাব্যিক বিচারে ইহা যে এই জাতীয় কবিতার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভের মর্যাদা অর্জন করিয়াছে ও করিবার উপযুক্ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।—সম্পাদক]

প্রিয়ার অভিজ্ঞান দর্শনে কবির বিরহ

(১ক) 'খাওলা'[১] চলিয়া গেছে, 'পরিত্যক্ত বাস্তভিটা'[২] তার,
আজিও উজ্জ্বল হেথা, স্মৃতি-চিহ্ন আমার প্রিয়ার।

---

১ খাওলা = খৌলহ্ (خَوْلَةُ)—কবির প্রেমিকার নাম।

২ আরবী 'অত্বলাল্ (أَطْلَال) শব্দ ত্বলল্ (طَلَل) শব্দের বহুবচন। ইহার অর্থ 'পতিত গৃহ' = পরিত্যক্ত বাস্তভিটা।

(১খ) 'সমদ'[৩] কঙ্কর-ভূমে,[৪] সেই চিহ্ন আজো দেখা যায়,-
করপৃষ্ঠে লুপ্ত প্রায়, উল্কিসম[৫] রেখায়-রেখায়।

(২) বন্ধুরা হেরিয়া মোরে
বিচ্ছেদের ব্যথা মুহ্যমান,
বলিল বাহন রুখি',—
"ধৈর্য ধর, দিও নাক প্রাণ।"

(৩) বিদায়ের সেই প্রাতে
'প্রেয়সীর'[৬] চলন্ত—'শিবিকা'[৭]
'দাদ'[৮]-উপত্যকা-পানে
যেন ধায় তরণী-মালিকা[৯]।

৩ সমদ = থহ্‌মদ (ثَهْمَد)—স্থানের নাম।

৪ আরবী 'বুর্কহ্‌' (بُرْقَة) শব্দের বহুবচন হইল 'বুরক' (بُرَق)। ইহার অর্থ 'কঙ্করাস্তীর্ণ ভূমি' = কঙ্কর-ভূমি।

৫ আরবী ৱশ্‌ম্‌' (وَشْم) = উল্কি-চিহ্ন।

৬ প্রেয়সী—খৌলহ্‌-কে বুঝানো হইয়াছে। কবি-প্রেয়সী 'খৌলহ' মালিকীয়হ্‌-গোত্রভুক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে মালিকীয়হ্‌ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

৭ শিবিকা—ইহা আরবী 'হুদূজ' শব্দের অনুবাদ। 'অল্‌-হুদূজ শব্দের দ্বারা যে-কোন বাহনের উপরে অবস্থিত রমণীগণের উপবেশন-স্থানকেই বুঝায়। বাংলায় ইহাকেই 'শিবিকা' বলা হইয়াছে।

৮ দাদ—ইহা আরবী "দদ্‌' (دَد) শব্দের বাংলারূপ। 'দদ্‌' একটি উপত্যকার নাম। ইহার মধ্য দিয়া একটি নাব্য নদী প্রবাহিত ছিল।

৯ তরণী-মালিকা—ইহা আরবী খলায়া (خَلَايَا), সফীন (سَفِين) এবং নৱাস্বিফ (نَوَاصِف) শব্দগুলির পরিবর্তে ব্যবহৃত। এই শব্দত্রয় নৌকার অর্থবোধক,—'খলায়া' অর্থ বৃহৎ বৃহৎ নৌকা, 'সফীন' অর্থ সাধারণ নৌকা এবং 'নৱাস্বিফ' অর্থ বিশাল নদী বা জলধারাবাহিনী তরণী।

(৪) সে তরণী 'আদুলিয়া'[১০]
কিংবা 'বিন-ইমন'[১১] নির্মিত,
কাণ্ডারী চালিত সোজা,
কভু বক্রগতি অনুসৃত।

(৫) কাটিয়া তরঙ্গমালা
অগ্রভাগে ছুটে সেই ভেলা,
দু'হাতে সরায়ে মাটি
শিশু যেন করে গোঁজা-খেলা।

স্থানান্তর যাত্রাপথে কবি-প্রিয়ার অপরূপ দৃশ্য

(৬) সেই কাফেলাতে প্রিয়া,—কুরঙ্গিণী রক্তিম-অধরা,
কুড়ায় বনের ফল, তুলি গ্রীবা মুক্তাহার-পরা।

(৭) ত্যজি'যূথ কুরঙ্গিণী
একাকিনী সবুজ-কাননে,
কুড়াতে বনের ফল
ঢাকে দেহ পল্লব-বসনে।

১০ আদুলিয়া—ইহার আরবী রূপ 'অদৌলীয়হ্' (عَدَوْلِيَّةٌ)। ইহার অর্থ 'অদৌল' নামক গাঁয়ে নিমিত সুবিখ্যাত তরণী। এই তরণী সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিল।

১১ বিন ইমন— ইহার আরবী রূপ "ইব্‌নু [illegible]" (اِبْنُ يَامِنْ)। বাহ্‌রৈন (بَحْرَيْنْ) -এর একজন সুবিখ্যাত নৌ-শি[illegible] "[illegible]নু য়ামিন"। এই শিল্পী বড় বড় নৌকা নির্মাণে প্রসিদ্ধ ছিল।

(৮) লালিম অধরপুটে,
হাসি তার উঠেছে উথলি,
বিকশিয়া দন্তরাজি
ফোটা যেন 'বাবুনা'-র[১২] কলি।

(৯) রবি-করোজ্জ্বল তায়
'আসমদের'[১৩] মিসির মঞ্জন
সদ্য সুনির্মল দন্ত
করেনি ক চর্বণ কখন।

(১০) সে মুখে ঢেলেছে যেন
রবি তার কিরণ মাধুরী,
অনুপম, অকলঙ্ক,
অমলিন রূপ মরি! মরি!

কবি-প্রেয়সীর অভিসারে ব্যবহর্তব্য উষ্ট্রীর বর্ণনা

(১১) প্রেয়সীর অভিসারে জাগে যবে হৃদয়-বাসনা,
চড়ি মুই উষ্ট্রী পৃষ্ঠে,—অহোরাত্র অক্লান্ত-গমনা।

---

১২ 'বাবুনা'—এক প্রকারের গাছ। আরব কবিরা 'বাবুনা' গাছের ফুলের কলির সহিত সুন্দর দন্তের সৌন্দর্যের তুলনা করিয়া থাকেন। বাঙালী কবিরা বলেন 'কুন্দবিনিন্দিত দন্ত'।

১৩ আসমদ—ইহার আরবী রূপ 'অথ্‌মদ (أثمد)—ইহার [illegible] [illegible]র্মা-প্রস্তর

(১২) নিরাপদ পৃষ্ঠ তার,—
সুবৃহৎ যেন শবাধার,
ছুটাই প্রশস্ত পথে
রেখাঙ্কিত প্রান্তর মাঝার।

(১৩) উটপাখি সম পুষ্ট,
দ্রুতগতি, দৃঢ়, ভারী শির,
ধূসর শাবক সনে
যেন পাল্লা উটপক্ষিণীর।

(১৪) সেরা উষ্ট্রসম দ্রুত
মম উষ্ট্রী অগম্য গমনে,
পশ্চাতের পদদ্বয়
অগ্রপদে ফেলে সে চলনে।

(১৫) চরিত সে বর্ষাসিক্ত
হেমন্তের সবুজ প্রান্তরে,
শুষ্কস্তন - উষ্ট্রীগুলি
যূথে যূথে যেই ভূমে চরে।

(১৬) ক্ষিপ্রগতি ধেয়ে আসে
রাখালের ইঙ্গিত সঙ্কেতে,
পশ্চাৎ আবরি পুচ্ছে
কামমত্ত ধূম্র উষ্ট্র হ'তে।[১৪]

১৪ এই শ্লোকে কবির উষ্ট্রীর বুদ্ধিমত্তা ও চালকের বশ্যতা স্বীকৃতির কথা বলা হইতেছে। এই উষ্ট্রী কখনও গর্ভবতী হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িতে রাজী নহে। ইহার রাখালও তাহা চাহে না। তাই ধূম্রবর্ণ কামমত্ত উষ্ট্র যখন এই উষ্ট্রীর সহিত সঙ্গম করিতে চেষ্টা করে, তখন ইহা যোনিপথ ঘনপুচ্ছে আবরিত করিয়া কামমত্ত উষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাখালের কাছে ছুটিয়া আসে।

(১৭) ঘন পুচ্ছ লোম তার লেজ সনে এমন গ্রথিত
মনে হয় যেন শুভ্র শকুনির পালক বিস্তৃত।

(১৮) পুলক-ধাবিতা উষ্ট্রী,—
মারে পুচ্ছ পৃষ্ঠে আরোহীর
কভু শুষ্ক স্তনোপরি
হানে তায় আনন্দে অধীর।[১৫]

(১৯) উরুদ্বয় সে-উষ্ট্রীর
মাংসপূর্ণ দৃঢ় সুগঠিত,
প্রাসাদের দ্বারে যেন
সুকঠিন কপাট স্থাপিত।

(২০) পৃষ্ঠোপরি অস্থিরাশি
দৃঢ় বক্র ধনুকের মত,
দীর্ঘ কন্ঠনালী সনে
বাঁধা শির, সুদৃঢ়-অক্ষত।

(২১) প্রশস্ত সে কক্ষপুট মৃগাশ্রয় যেন কুলবনে ;
পঞ্জরের অস্থিচয় ধনুবদ্ধ মেরুদণ্ড সনে।

(২২) কটি হতে দূরে নিয়ে
অবস্থিত হাটুদ্বয় তার,
শক্তিমান ভিস্তি যেন
বহে হাতে চর্ম-জলাধার

১৫ এই শ্লোকে কবির উষ্ট্রীর আনন্দোদ্বেল ভ্রমণের কথা বলা হইয়াছে। উষ্ট্রীগুলি যখন উৎফুল্ল মনে পথ চলে, তখন তাহারা আরোহীর পৃষ্ঠদেশে পুচ্ছের দ্বারা আঘাত করিয়া এবং স্বীয় স্তনে লেজ মারিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত। কবির উষ্ট্রীও ভ্রমণের সময় তদ্রূপ আচরণ করিত।

(২৩) সুদৃঢ় সরণি-সম
সে-উষ্ট্রীর দেহের গড়ন,
রোমক[১৬]-কুশলী যারে
দিল রূপ ঘিরি সর্বক্ষণ।

(২৪) পিঙ্গল কেশর পৃষ্ঠে
ফাঁকা দৃঢ় পদদ্বয় মাঝ,
দীর্ঘ-পদক্ষেপ, ক্ষিপ্র,
দ্রুতগতি 'মরুর জাহাজ।'[১৭]

(২৫) অগ্রে ও পশ্চাতে শোভে
স্তম্ভরূপী পদ চতুষ্টয়,
দেহের বিশাল ছাঁদ
তদুপরি বিন্যস্ত নির্ভয়।

(২৬) ধায় হর্ষে মত্ত উষ্ট্রী
করে সদা নর্তন-কুর্দন,
ভারী শির, উচ্চ স্কন্ধ—
স্পর্শে যেন প্রাসাদ-ভবন।

(২৭) শিবিকা-বন্ধন-চিহ্ন
পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরে উজ্জ্বল,
মসৃণ পাষাণ গাত্রে
বারিধারা-চিহ্ন অবিকল।

---

১৬ রোমক-কুশলী—রোমক পুল-নির্মাতা। পুল নির্মাণের কাজে তখন রোমক শিল্পীরা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

১৭ মরুর জাহাজ—উষ্ট্র।

১৮ পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জর = পৃষ্ঠদেশে ও পঞ্জরাস্থিতে। ইহার আরবী 'দায়াত' (دَايَاتٌ)।

(২৮) ক্ষণিকে সে চিহ্নগুলি
মুছে যায় চর্মের কুঞ্চনে,
ক্ষণিকে পৃথক্ হয়
ছিন্ন-জামা-সম সমীরণে।

(২৯) উষ্ট্রী মম উচ্চগ্রীব,—
তুলি যবে ধায় দ্রুতপদে,
তরীর পশ্চাতে হাল
মনে হয় 'দজলার'[১৯] নদে।

(৩০) সুদৃঢ় মুণ্ডাস্থি যেন
কর্মকার নেহাই নির্ঘাত,
পার্শ্ব-লগ্ন অস্থিচয়
অবিকল কঠিন ইস্পাত।

(৩১) শামের[২০] কাগজ সম
সুমসৃণ কপোল যুগল,
শোধিত ইমনী[২১] চর্মে
গড়া ওষ্ঠ অতীব কোমল।

(৩২) উজ্জ্বল নয়নদ্বয়
স্থির স্বচ্ছ শৈল জলাশয়,
ভ্রূ-চর্ম সদৃশ বর্ম
পাষাণের আচ্ছাদনময়।

---

১৯ দজলই—'দজলা' নামক বিখ্যাত নদী। ইহা ইরাকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

২০ শামের কাগজ—সিরিয়ার কাগজ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন সিরিয়ায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ তৈয়ারী হইত।

২১ ইমনী চর্ম—তখন অর্থাৎ প্রাগৈসলামিক যুগে 'য়মন'-দেশে মনুষ্য-ব্যবহারের উপযোগী করিয়া পশু-চর্ম শোধিত হইত।

(৩৩) ছুঁড়ে ফেলে ধূলি-বালি
দেখিবে সে যুগল নয়ন,
অঞ্জন-রঞ্জিত মরি!
বৎসা-নীলগাভীর মতন।

(৩৪) নির্ভুল শ্রবণ-শক্তি—
চলে যবে নিশীথ-ভ্রমণে,
ক্ষীণ কিংবা উচ্চ শব্দ
অতিশয় ত্বরিত শ্রবণে।

(৩৫) সুচালো[২২] সজাগ কর্ণ
ঘোষে উচ্চ-কুলের প্রমাণ,
একাকিনী নীলগাভী
'হোমেলায়'[২৩] যেন ভীরু কান।

(৩৬) চকিতা, চপলা, ক্ষিপ্রা
দৃঢ় দেহী নিটোল গড়ন,
পাষাণের মধ্যে এক
শিলাপেষা-পাষাণ যেমন।

(৩৭) ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ ছিদ্র কৃত
রজ্জু বদ্ধ নাসিকার সনে
উষ্ট্রী মম উচ্চজাত
ধায় দ্রুত পানি অন্বেষণে।

---

২২ সুঁচালো সজাগ কর্ণ—উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উষ্ট্রের লক্ষণ।

২৩ হোমল = আরবী حَوْمَل = হৌমল—একটি গ্রামের নাম।

(৩৮) যদি চাহি ধীরে হাঁকি,
যদি চাহি ধায় উর্ধ্বশ্বাসে,
ছাগ-চর্ম আচ্ছাদিত
সুপ্রশস্ত চাবুকের ত্রাসে।

(৩৯) আমার ইঙ্গিত মাত্র
গ্রীবা তুলি উর্ধ্বে পালানের,
উটপক্ষী হেন দ্রুত
ধাইবে সে পানে সম্মুখের।

(৪০) হেন উষ্ট্রী যোগে যবে
ধাই পথ বিপদ-সঙ্কুল,
সঙ্গী[২৪] বলে, "আহা যদি
দণ্ড দিয়া লভিতাম কূল।"

(৪১) সাথী মোর সেই পথে
ভীত প্রাণে হেরিবে মরণ,
যদিও সে পথে নাই
দস্যু হ'তে ভয়ের কারণ।

(৪২) গোত্র বলে, "কোথা বীর ?"
আমি ভাবি, "এসেছে আহ্বান,—
জড়তা, সঙ্কোচ, দ্বিধা
ত্যজি' আমি মুক্ত করি প্রাণ।"

---

২৪ সঙ্গী বলে, "আহা—আহা! কি বিপদ! যদি কিছু আক্কেল সেলামী দিয়াও এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম, ভাল হইত। অর্থাৎ এই দ্রুতগামিনী উষ্ট্রীর অনুগমন করাও বিপজ্জনক ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের কাজ। এই কাজ হইতে রক্ষা পাইলেই মঙ্গল।

(৪৩) তড়িত-চাবুক হাতে
উষ্ট্রী পৃষ্ঠে দুরন্ত গতিতে
যাই যবে, মরীচিকা
ধূ-ধূ করে পাষাণ ভূমিতে।

(৪৪) ধায় দ্রুত মম উষ্ট্রী
তুলি পুচ্ছ নর্তন কুর্দনে,
আঁচল লুটায়ে যেন
নটী নাচে প্রভুর সদনে।

বিপন্নের সাহায্যে কবি

(৪৫) পাহাড়ে[২৫] চড়ি না কভু
শত্রু কিংবা ভয়ে অতিথির
তবে যদি শুনি ডাক
আর্তনাদ ভয়ার্ত অধীর,—

(৪৬) আমারে খুঁজিবে যেথা
জনতার ভীড় কোলাহল,
হেরিবে জুয়াড়ী-চক্রে,
পান শালে,—নিয়ত চঞ্চল।

(৪৭) এস যদি মোর কাছে
পান পাত্র দিব পূর্ণ করি,
যদি থাকে প্রয়োজন ;
নহে চল নিজ পথ ধরি।

---

২৫ পাহাড়ে চড়ি না—অর্থাৎ অতিথি এড়াইবার অথবা শত্রু হইতে বাঁচিবার জন্য সমতল প্রান্তর হইতে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা।

কবির উচ্চ বংশমর্যাদা প্রসঙ্গ

(৪৮) গোত্র সব সম্মিলিত
হয় যদি কভু কোন খানে,
আমারে হেরিবে সেথা
সবাকার কাম্য উচ্চ স্থানে

(৪৯) নৃত্যের আসরে মম
বন্ধু যেন তারকা-উজ্জ্বল,
সন্ধ্যা-নটী আসে নেমে
রক্তবাস খচিত আঁচল ;—

(৫০) নগ্নবক্ষ কুর্তি তার,
কমনীয় প্রত্যঙ্গ কোমল,
বন্ধুরা পরশ সুখে
হয় বটে আনন্দ বিহ্বল।

(৫১) যখনি তাহারে বলি,
"এসো প্রিয়া শুনাও সঙ্গীত,"
ব্রীড়ানতা ছন্দোময়ী
ধীরপদা হয় উপস্থিত।

(৫২) সুরের লহরী উঠে
কণ্ঠে তার করিয়া গুঞ্জন,
বসন্তে সন্তান হারা
উষ্ট্রী সম করুণ কূজন :

পানের আসরে কবির আসক্তি

(৫৩) পানের উৎসবে নিত্য
ডুবে থাকি আনন্দ পাথারে,
নিজ কিবা পিতৃ অর্থ
দুই হাতে লুটাই সংসারে।

(৫৪) আমার স্বভাব হেরি
সবে মোরে দিল বিসর্জন,
'চর্ম[২৬]-রোগাক্রান্তা উষ্ট্রী'
রাখে দূরে যেন সর্বজন।

(৫৫) কিন্তু তবু দীন-দুঃস্থ
ভীড় করে আমার সকাশে-
আসে উচ্চ[২৭] তাঁবু-বাসী
বন্ধুত্বের নিশ্চিত আশ্বাসে।

(৫৬) যুদ্ধ ও উৎসব হেতু
যারা মোরে করে তিরস্কার,
আছে কি তাদের কাছে
মৃত্যুহীন জীবন আমার?

(৫৭) যদি অসমর্থ হও
মৃত্যু হতে দিতে পরিত্রাণ,
ছাড় পথ, লুটি দ্রুত
আনন্দের সব অবদান।

২৬ চর্ম-রোগাক্রান্তা উষ্ট্রী—কলঙ্কিত চরিত্র।
২৭ উচ্চ তাঁবুবাসী—বড়লোক, সম্ভ্রান্ত লোক।

কবির জীবনের কাম্যবস্তুত্রয়

(৫৮) যদি না থাকিত মোর
এ-জীবনে তিনটি কামনা,
নিরাশ শুশ্রূষু তরে
থাকিত না আমার ভাবনা

(৫৯) রক্তাভ মদিরা পান
পিছে ফেলি নিন্দুকের দল,
যে-সুরা মিশ্রণে বারি
হয়ে উঠে ফেনিল উচ্ছল।

(৬০ ক) দ্বিতীয় কামনা মোর
শুনি যবে আর্তের আহ্বান
ছুটি যেন উদ্ধারিতে
অশ্বযোগে শার্দূল-সমান।

(৬০ খ) যে শার্দূল করে বাস
মরুভূমে 'গাজা' বৃক্ষ তলে
তৃষ্ণার্ত কূপের তীরে
খেয়ে তাড়া বেগে যায় চলে।

(৬১) তৃতীয় কামনা মোর
হ্রাস[২৮] করা বাদলের দিন.
যাপি উচ্চ তাঁবু তলে
লয়ে প্রিয়া লাজুক সৌখিন।

২৮ হ্রাস করা—-অর্থাৎ লাজুক সৌখিন প্রিয়ার সাথে উঁচু তাঁবুর বাসরে একটি বাদল ঘন দিন যাপন করিয়া দীর্ঘ সময়কে কমাইয়া দেওয়া। একা একা বাদল ঘন দিন কাটান কঠিন; কেননা সময়কে কাটানো কষ্টকর। প্রেয়সীর সঙ্গে এইরূপ দিন কাটাইলে, তখন আনন্দময় অবস্থায় দিন কাটিয়া যায় বলিয়া, মনে হয় সময় আরও দীর্ঘ হইলে ভাল হইত। এই অর্থে দীর্ঘ সময় কমানো।

(৬২) মঞ্জীর মন্দ্রিত পদ

বাহুদ্বয় কঙ্কন-শোভিত,

নবীন এরেণ্ড শাখা

যেন সেই ভূষণে ভূষিত।

জীবনের প্রতি কবির আসক্তি

(৬৩) মুক্ত প্রাণে লুটে যাই

জীবনের অফুরন্ত আশা,

মৃত্যু শেষে দেখে নিও

কার প্রাণে অনন্ত পিপাসা।

(৬৪) বাসনা বঞ্চিত গৃহে

আমি হেরি কৃপণের প্রাণ,

অপব্যয়ী চেয়ে বেশী

লভে নাই ক্বরে সম্মান।

(৬৫) দেখিবে না ব্যবধান

কৃচ্ছ্র আর ভোগীর কবরে,

মৃত্তিকার ঢিবি পরে

আচ্ছাদন নিরেট প্রস্তরে।

কবির নিকট মৃত্যু এক শক্তিশালী সাম্যপ্রতিষ্ঠাতা

(৬৬) দেখিয়াছি মৃত্যু চাহে

মহতেরও হরিতে পরাণ,

কৃপণজনেরও সে যে

এক সাথে হরে ধন-প্রাণ।

(৬৭) জীবনের এ-সঞ্চয়
তিলে তিলে কমে প্রতিদিন,
ক্ষয়িষ্ণু এ ধনাগার
কাল-গর্ভে হইবে বিলীন।

(৬৮) আয়ুর শপথ, শোন!
মৃত্যু হতে নাহিক নিস্তার,
দুলিছে জীবন-দোলা
মৃত্যু-হাতে রজ্জু দোলনার

কবির প্রতি পিতৃব্য-তনয়ের অবজ্ঞা

(৬৯) তবে কেন হে 'মালেক',[২৯] প্রিয় মোর পিতৃব্য-তনয়,
তব কাছে যত আসি, দূরে যাও ; একি হে বিস্ময়!

(৭০) ভর্ৎসনা করিছ মোরে,—
মানি ; কিন্তু জানি না কারণ,—
'আবদ'-তনয় 'কুর্ত'[৩০]
কেন নিন্দা করিল ঘোষণ।

(৭১) মালেক আমার প্রাপ্য
দিল না ক, করিল বঞ্চনা ;
সমাধির মাঝে যেন
সঁপিলাম সকল বাসনা।

২৯ মালেক—কবির পিতৃব্য-পুত্র।

৩০ কুর্ত – কুর্‌তু-ইব্‌নু-আ'বুদ্ (قُرْطُ ابْنُ اَعْبُدْ)—কবির আপন গোত্রস্থ অথচ কবির সহিত সম্পর্কহীন এক ব্যক্তি।

(৭২) কহি নাই কোন কথা
শুধু মাত্র এইটুকু ছাড়া,
এনেছিনু খোঁজ করে
'মাবদে'র[৩১] উষ্ট্র যূথ হারা।

(৭৩) স্বজন হিসাবে থাকি
অনুক্ষণ তোমার নিকটে,
দাঁড়াই পার্শ্বেতে তব
সুকঠিন বিপদ সংকটে।

(৭৪) আহ্বানে ছুটিয়া আসি
দুর্দিনের সহযাত্রী হয়ে,
শত্রু যদি আসে ঘিরে
পাতি বুক একান্ত নির্ভয়ে।

(৭৫) অকথ্য ভাষণে যদি
নাশে তারা তোমার সম্মান,
ভর্ৎসনার আগে তব
মৃত্যু-সুরা করাই যে পান।

(৭৬) তবু অকারণে সেই
বিনা দোষে নিন্দিছে আমায়,
করিতেছে দোষারোপ,
বিসর্জন, অকথ্য ভাষায়।

---

৩১ মা'বদ (مَعْبَدُ)—কবির ভ্রাতা।

(৭৭) মালেক ব্যতীত অন্য
হত যদি পিতৃব্য-তনয়,
বুঝিত আমার ব্যথা
দিত মোরে কিছুটা সময়।

(৭৮) কিন্তু সে মালেক ভ্রাতা
মোর প্রতি এতই বিমনা,
কৃতজ্ঞতা, ক্ষমাভিক্ষা,
জরিমানা, দণ্ড, মানিল না।

(৭৯) স্বজনের অত্যাচার
হানে হৃদে বেদনা নির্ঘাত,
তার চেয়ে তুচ্ছ-তীক্ষ্ণ
ভারতীয়[৩২] অসির আঘাত।

(৮০) ছেড়ে দাও তবে মোরে
সকৃতজ্ঞ তবু তুষ্ট প্রাণ,
তোমা আমা মাঝে হোক
'জরগদ'[৩৩] গিরি ব্যবধান।

(৮১) করিতেন প্রভু মোরে
কয়েস[৩৪] যে আসেম-তনয়,
অথবা 'মর্সাদ'-পুত্র
'অমরের'[৩৫] তুল্য মহাশয়।

৩২ প্রাক্-ইসলামী আরবী-কবিতার মাঝে ভারতীয় তরবারির উল্লেখ দেখা যায়। তখন ভারত হইতে আরবে তরবারি (মুহন্নদ্) রপ্তানি হইত।

৩৩ জরগদ = আরবী ধর্‌ঘদ (ضَرْغَدْ)—একটি বহু দূরবর্তী পাহাড়ের নাম।

৩৪ কয়েস = আরবী কৈস্ (قَيْس) = কৈস-ইবনি-'আস্বিম্ (قَيْس اِبْنِ عَاصِم)

৩৫ 'অমর = আরবী 'অম্‌রূ-ইবনি-মর্‌থদ্ (عَمْرُو اِبْنِ مَرْثَدْ)

(৮২) হইতাম তবে আমি
বিত্তশালী পূজ্য মহাজন,
সম্ভ্রমে আসিত কাছে
সর্দারের সুধী পুত্রগণ।

কবির স্বীয় আচরণ-বর্ণনা

(৮৩) দুরন্ত জীবন মোর,—জেনে রাখ, ক্ষিপ্রতা-চঞ্চল :
আঁধার বিবরে যথা খোঁজে খাদ্য ফণী সমুজ্জ্বল।

(৮৪) করেছি শপথ এই,—
কটি মোর রবে আচ্ছাদিত,
ভারতী-কৃপাণে তীক্ষ্ণ,—
দুই দিক সমান শাণিত।

(৮৫) প্রতিশোধ নিতে সেই
অসি যবে করি উত্তোলন
বারেক যথেষ্ট শুধু,
পুনর্বার নহে প্রয়োজন।

(৮৬) বিশ্বস্ত কৃপাণ মোর,—
নিজ লক্ষ্যে করে না সে ভুল।
"দাঁড়াও" বলার পূর্বে
শত্রু বলে, "হয়েছি নির্মূল।"

(৮৭) তরবারি হাতে যবে
যোদ্ধৃগণ করে ছুটাছুটি,
হেরিবে আমারে জয়ী
হস্তে যবে সে অসির মুঠি।

(৮৮) মুক্ত অসি করে যবে
হেরে মোরে সুপ্ত উষ্ট্রীপাল,
ছুটে ধায় চারি ভিতে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ভীত বেসামাল।

কবির উচ্ছৃঙ্খল আচরণ

(৮৯ ক) পড়িল সম্মুখে উষ্ট্রী স্থূলকায় অতি পুষ্টস্তন,
বৃদ্ধের[৩৬] নিকট ছিল সেই উষ্ট্রী অমূল্য রতন।

(৮৯ খ) বৃদ্ধ বয়োভারে ক্ষীণ
শুষ্ক যেন কাষ্ঠদণ্ড প্রায়,
প্রকৃতি কঠোর অতি,
দুর্ম্মুখ সে আপন ভাষায়।

(৯০) উষ্ট্রীর সম্মুখ পদ
আর নলা করিনু ছেদন,
সখেদে কহিল বৃদ্ধ,
"সর্বনাশ! এ কাজ কেমন?"

(৯১) শুধাল সে, বল মোরে
কি যে করি এ-মাতাল নিয়া,
দুরন্ত অবাধ্য আর
স্বেচ্ছাচারী এই যুবা দিয়া।

৩৬ বৃদ্ধ—এই বৃদ্ধ কে? ইনি কবি তুরফাহ্-এর পিতা।

(৯২) যে হোক সে হোক ছাই
লাভ ক্ষতি যা করেছি ঠিক,
বাঁচাও দূরের উষ্ট্র
নহে নাশ করিবে অধিক।

(৯৩) দাসীরা আনিল সেঁকি
উষ্ট্রঘ্রাণে তপ্ত-শলাকায়,
আনিল মেদল স্তন
ক্ষিপ্রতার সাথে সে-সভায়।

স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি কবির অন্তিম উপদেশ প্রসঙ্গে আত্মচরিত বর্ণনা

(৯৪) আমার মৃত্যুর পরে ঘোষিও সংবাদ যোগ্যভাবে,
ছিঁড়িও কাঁচুলী হাতে 'ভ্রাতুষ্পুত্রী!'[৩৭] আমার অভাবে।

(৯৫) আমারে তাদের তুল্য
লোক ব'লে কর না গণনা,
লক্ষ্যে, পরহিতে, যুদ্ধে
নহে যারা আমার তুলনা।

(৯৬) সাহসের কার্যে কুণ্ঠা,
কুকার্যেতে অতি উল্লসিত,
সভা হতে ঘুষি খে'য়ে
অপমানে হয় বহিষ্কৃত।

---

৩৭ ভ্রাতুষ্পুত্রী—ইহার আরবী "য়া ইব্‌নহ্‌ ম'বদি" (يَا اِبْنَتَ مَعْبَدٍ) অর্থাৎ ওলো! ম'বদ-কন্যা। ইনি কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহাকে সম্বোধন করিয়া কথাগুলি লিখিত।

(৯৭) সেরূপ হইলে আমি
হইতাম ইতর দুর্বল,
শত্রুর শত্রুতা মোর
সর্বনাশ সাধিত কেবল।

(৯৮) কিন্তু মোর সত্যনিষ্ঠা,
কুলমান, নেতৃত্ব, পৌরুষ,
তাদেরে রেখেছে দূর
যারা শত্রু স্বভাবে কলুষ।

(৯৯) আয়ুর শপথ শোন,
দিবা মোর নহে অবজ্ঞাত,
শর্বরীনিচয় নহে
কর্মহীন দীর্ঘ প্রতিভাত।

(১০০) শঙ্কাপূর্ণ রণক্ষেত্রে
কতদিন অরিকুল মাঝে,
নিজেরে রেখেছি ধরি
কুলমান রক্ষিতে সমাজে।

(১০১) সে সংগ্রাম ভয়াবহ
আতঙ্কিত ত্রাসে চারিধার,
থরহরি প্রকম্পিত
বীরদেহ-বক্ষ বারংবার।

(১০২) অগ্নিসেঁকা ধূম্রবর্ণ
তীর দিয়ে দুর্ভাগার হাতে,
কতদিন গণিয়াছি
হারজিত আগুন পোহাতে।

(১০৩) জানিবে অনেক কিছু
কাল সব করিবে প্রকাশ,
আনিবে সংবাদ সেই
পাথেয়ের নাহি যার আশ।

(১০৪) আনিবে সংবাদ যেই
পাথেয়ের করনি সঞ্চয়,
কর নাই যার লাগি
নির্ধারণ কোনই সময়।

তৃতীয় মু'অল্লকহ্

রচিত

যুহৈর্ বিন 'অবী সুল্মা

(ক) কবি-জীবনী

কবি যুহৈর্ বিন 'অবী সুল্মা "ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তকের" তৃতীয় গীতিকার রচয়িতা। তিনি মুর্রহ্-গোত্রভুক্ত কবি ছিলেন বলিয়া 'অল্-মুরী নামে খ্যাত। মতান্তরে তাঁহাকে মুযৈনহ্-গোত্রভুক্ত কবি ছিলেন বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কবি যুহৈর-এর মূল নাম রবী'অহ্ বিন্ রবাহ। ইনি আরবের সুপ্রসিদ্ধ ও সম্মানিত "মুর্রহ্" গোত্রভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং হয্রত মুহম্মদ (দঃ) মুস্তফার পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে মুর্রহ্ একজন। সুতরাং, কবি যুহৈর হয্রতের পূর্ব-পুরুষদের অন্যতম।

কবির জীবন-কাল সম্বন্ধে কোন দলিলপত্র আবিষ্কৃত না হইলেও, একরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাঁহার আবির্ভাব-কাল মোটামুটি নির্ণয় করিতে পারা যায়। কিভাবে তাহা সম্ভবপর, তাহা নিম্নে দেখানো হইল ঃ

বকর ও তঘ্লিব-গোত্রের মধ্যে চল্লিশ বৎসর-কালস্থায়ী ঐতিহাসিক 'বসূস্'-যুদ্ধের (৫১০-৫৫০ খ্রীঃ) অবসানের পর মাত্র কয়েক বৎসর অতিবাহিত না হইতেই, মধ্য-আরবে আর একটি ভয়াবহ গোত্রীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহার নাম 'দাহিস'-যুদ্ধ। বনূ ঘত্বফান-গোত্রের 'অবস্ ও দ্‌ুবয়ান্ নামক দুই শাখার মধ্যে 'দাহিস্' নামক একটি ঘোটক এবং 'ঘবুরা' নামক একটি ঘোটকীর ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করিয়া এই 'দাহিস্'-যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইহাও নাকি ৪০ (চল্লিশ) বৎসর স্থায়ী হয়। তাহা হইলে এই যুদ্ধের স্থায়িত্ব-কাল আনুমানিক ৫৫৩-৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ। সঠিকভাবেই জানিতে পারা গিয়াছে যে, কবি যুহৈর্-বিন্-'অবী সুল্মা যে দুই মহৎ ব্যক্তির ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা এই 'দাহিস'-যুদ্ধের অবসান হয়, তাঁহাদের প্রশস্তিই এই কবিতায় স্থান দিয়াছিলেন। অতএব, বলিতে পারা যায় যে, কবির আবির্ভাব-কাল খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ (অর্থাৎ ৫৫৩-৫৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে)। হধ্‌রত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের (৬১০ খ্রীঃ) মাত্র ১০/১২ বৎসর পূর্বে কবি যুহৈর-এর মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

এইখানে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, যদিও হধ্‌রত মুহম্মদ মুস্তফার (দঃ) সহিত কবি যুহৈর-এর কখনও দেখা হয় নাই ; তথাপি কবি দীর্ঘজীবী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁহার কবি-পুত্র ক'অব হধ্‌রতের সন্দর্শন লাভ করেন এবং রসূলুল্লাহর প্রশংসায় বিখ্যাত "কস্বীদহ্ বানত সু'আদ" রচনা করিয়াছিলেন।

কবি যুহৈর্-এর "মুর্রহ্"-গোত্র বহু কবি-প্রতিভার জন্মদাতা। কবি তাঁহার পিতৃব্য বশামহ্-এর কাছ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রেই এই প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন, কারণ, বশামহ্-ও প্রাচীন আরবের একজন বিখ্যাত কবি। "বানত সু'আদ" কবিতার কবি ক'অব তাঁহার পিতা যুহৈর হইতেই কবি-প্রতিভা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন প্রতিভাধর বংশ বড় একটা দেখা যায় না।

সে যাহাই হউক, 'দাহিস'-যুদ্ধ দুইজন বিখ্যাত কবির জন্মদাতা। তাহার একজন হইলেন ষষ্ঠ মু'অল্লকহ্-রচয়িতা কবি 'অনৃতরহ্-বিন্-শদ্দাদ এবং অপর একজন হইলেন তৃতীয় মু'অল্লকহ্-প্রণেতা কবি যুহৈর-বিন-'অবী সুল্মা। 'অনৃতরহ্ 'দাহিস'-যুদ্ধের শেষের দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যুহৈর যুদ্ধ-শেষে যে দুই

দাতা ও স্বদেশ প্রেমিকের নিঃস্বার্থপরতায় সন্ধি হয়, তাহাদের গুণ কীর্তনে কাব্যক্ষেত্রে উদীয়মান হইয়াছিলেন।

দ়ুব্য়ান-গোত্রের দুই প্রধান হরিম্-বিন-সিনান এবং হারিথ-বিন্-'ঔফ্-এর মধ্যবর্তিতায় এই রক্তক্ষয়ী 'দাহিস'-যুদ্ধের সন্ধি হইয়াছিল। যুদ্ধজনিত সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের ভার তাঁহারা উভয়ে বহন করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহারা কেহই এই যুদ্ধের জন্য মোটেই দায়ী ছিলেন না। এই দুই মহৎপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনই এই কবিতার প্রাণ-বস্তু।

কবি সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে আন্তরিকভাবে সন্ধি বজায় রাখার জন্য গভীরভাবে আবেদন জানাইয়াছিলেন। কবির ভাষায় যোধ্যমান পক্ষদ্বয়কে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, সন্ধি অকৃত্রিম না হইয়া যদি দুরভিসন্ধিমূলক হয়, তবে উহা গোপন থাকিবে না; বরং আল্লাহর নিকট উহা পরিজ্ঞাত হইবে এবং রোজ হাশরে তিনি এই অভিসন্ধির জন্য শাস্তি বিধান করিবেন।

কবির আশঙ্কা সত্যই একদিন বাস্তবে দেখা দিয়াছিল। হুসৈন-বিন-ধম্‌ধম্ নামক এক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির দ্বারা একটি হত্যা কর্ম সংসাধিত হওয়ায় সন্ধির অবসান ঘটিল। বনূ-'অব্‌স্ এবং দ়ুব্য়ান-গোত্রের মধ্যে পুনরায় নূতন করিয়া সংঘর্ষ বাধিল।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে কবির আবেদন মর্মস্পর্শী এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল। কবির সতর্কতাসূচক বাণী এই যে, যুদ্ধ কল্পনা-বিলাস নহে; ইহা একবার আরম্ভ হইলে আগুনের ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে; নিত্য নূতন বিপদ ডাকিয়া আনে; ইহার যাঁতাকলে সকলেই নিষ্পিষ্ট হইতে থাকে।

কবি দীর্ঘজীবী হইলেও, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। অশীতিপর বৃদ্ধ কবি যেন জীবন লইয়া খানিকটা বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলী তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে কোন শান্তির সঞ্চার করে নাই। তাই, তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়া তাঁহার ঘাত-সংঘাতবহুল জীবনকে ভুলিতে চাহিয়াছেন, অথবা শান্তিলাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

কথিত আছে, কবি যুহৈর চারি মাসে একটি কস্বীদহ্ রচনা করিতেন, চারি মাস ধরিয়া ইহা সংশোধন করিতেন, অতঃপর তাঁহার পরিচিত কবি মহলে ইহাকে আরও চারি মাস আলোচনার জন্য রাখিয়া দিতেন। এইভাবে এক বৎসর অতীত না হওয়া পর্যন্ত, তিনি তাঁহার কস্বীদহ্ জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিতেন না। বর্তমান যুগেও কোন দেশের কোন লেখক, বা কবি, বা ঔপন্যাসিক, বা নাট্যকার নিজের লেখা সম্বন্ধে এতটা যত্ন নেন কিনা জানা যায় না।

কবি যুহৈর ধীর, আত্মসমাহিত, শান্তিবাদী এবং ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। খোদা, হশর, তৌৱাফ প্রভৃতিতে অটুট আস্থা সুস্পষ্টভাবে তাঁহার কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি পরকাল-সচেতন কবি ছিলেন। সেই প্রাগৈসলামিক যুগে এমন নৈতিক জীবন বড় একটা দেখা যায় না।

(খ) কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন

তৃতীয় মু'অল্লকহ্-এর কবি যুহৈর-বিন্-'অবী-সুল্মা এই শ্রেণীর কবিগণ হইতে সম্পূর্ণ না হইলেও বহুলাংশে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য প্রধানতঃ দুই ভাবে লক্ষণীয়, যথা—(ক) রচনা-রীতিগত পার্থক্য এবং (খ) জীবনের প্রতি কবির মনোভাবমূলক প্রভেদ। এই পার্থক্য দুইটি বুঝার পক্ষে কবিতাটির বিষয়-বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ বিশেষ আবশ্যক। নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :—

১। কবি-প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটা।
২। কবি-প্রিয়ার বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা।
৩। দ‍ুবয়ান্ ও 'অবস্ গোত্রের সন্ধি।
৪। সন্ধি সম্পর্কে কবির বক্তব্য।
৫। যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা।
৬। সন্ধি-শর্ত ভঙ্গে নূতন করিয়া যুদ্ধ শুরু।
৭। দুর্বহ জীবন-ভারে জর্জরিত কবির আক্ষেপ।
৮। কবি বিঘোষিত নীতিবাক্য।

ইহা হইতে দেখা যাইবে, যুহৈর তাঁহার মু'অল্লকহ্‌টিকে এই নামে পরিচিত করিবার জন্যই ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈস্‌ প্রতিষ্ঠিত আদর্শে বা ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবি-প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা দর্শনে কবির প্রাচীন স্মৃতির জাগৃতি ও সেই প্রসঙ্গে কবি ত্বরফহ্‌-এর অনুকরণে কবি-প্রিয়ার বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা—উভয়েই অনুকরণ মাত্র, সত্যকার অনুভূতি ইহাতে নাই। পরকীয়া প্রেমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কবির ছিল বলিয়া মনে হয় না। থাকিলেও, সে-স্মৃতি গীতিকা রচনা-কালে বিস্মৃত প্রায়। তাই, নীতি জ্ঞানসম্পন্ন কবি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া বলেন,—

ব্রকফ্‌তু বিহা মিন্‌ ব'দি 'ইশ্‌রীন্‌ হিজ্জতান্‌
ফ-ল'য়ান্‌ 'অরফ্‌তু-'দ্‌-দার ব'দ তব্বহ্‌হুমী।

অনুবাদ

দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে আজ দাঁড়ানু হেথায় এসে,
চিন্‌তে সে ঘর তাই পেরেছি দীর্ঘ ভাবা-চিন্তা শেষে।

মু'অল্লকহ্‌ রচনার রেওয়াজ হইল, কবির প্রেম-কাহিনী-বর্ণনার প্রসঙ্গ অবলম্বনে তাঁহার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার শিল্পসম্মত বিবৃতি দান। এই রেওয়াজও যুহৈর আনুষ্ঠানিকভাবে রক্ষা করিয়াছেন। তাই, দেখিতে পাই, পঞ্চদশ শ্লোকে কবি-প্রিয়ার বিদায় দৃশ্যের বর্ণনা শেষে তিনি নূতন ও কবিতার মূল বিষয়-বস্তুর অবতারণা করিতে গিয়া বলিতেছেন,—

জ'অল্‌ন-'ল্‌-কনান 'অন্‌ য়মীনিন্‌ ব হযনহ্‌
ব-কম্‌ বি-'ল্‌কনানি মিন্‌-ম্মুহলিন্‌ ব মুহরমি।

অনুবাদ

চল্‌লো প্রিয়ার সেই কাফেলা ডাইনে ফে'লে 'কানান'-গিরি,
শত্রু-স্বজন কতই মোদের রইছে সেথায় পাহাড় ঘিরি।

এই 'শত্রু-স্বজন' (মুহল্ল ব মুহ্‌রম্‌)-এর কথা বলিতে গিয়া গীতিকার মূল-বিষয়-বস্তু 'দাহিস্‌'-যুদ্ধের সন্ধির কথা উঠানো হইয়াছে। এই সন্ধি ঘটানোর

ব্যাপারে যে দুই মহৎ ব্যক্তির বদান্যতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম এক অভূতপূর্ব সাড়া দুই যোধ্যমান (দ়ুবয়ান্ ও 'অবস) গোত্রের মধ্যে জাগাইয়া দিয়াছিল, তাহারই ফলে স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। এই দুই মহৎ ব্যক্তির নাম হরিম-বিন্-সিনান এবং হারিথ-বিন্-'ঔফ্। এই দুইজনের প্রশংসা ও মাহাত্ম্য-কীর্তনই এই মু'অল্লকহ্-এর মূল বিষয়-বস্তু। তাঁহাদের গুণ-গরিমার কথা বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন,—

য়মীনান্ ল-নি'ম-'স্-সৈয়্যিদানি ব্‌জিদত্‌মা
'অলা কুল্লি হালিন্ মিন্ সহীলিন্ ব্ মুব্‌রমি।

অনুবাদ

কাবার শপথ, তোমরা দু'জন সত্যিকারের গোত্র-প্রধান,
দুঃখ-সুখে নিত্য সাথী গুণ-গরিমার উজল নিধান।

কবিকে শান্তিবাদী বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। যাহাতে যুদ্ধের সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয়, আবার দ়ুবয়ান্ ও 'অবস্ গোত্রের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করে, কবি মনে-প্রাণে সেই কামনাই করিয়াছিলেন। তিনি যে-কোন কপটতা ও দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে দুই গোত্রকে সাবধান করিয়া দিতে গিয়া, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

ফ-লা তক্‌তুমুন্ন-'ল্-লাহ্ মা ফী স্বুদূরিকুম্
লি-য়খ্‌ফা ব্ মহ্‌মা য়ক্‌তমি-'ল্-লাহ্ য়'লমী।

য়ু'ব্বখ্‌খর ফয়ুধ়' ফী কিতাবিন্ ফ-য়ুদ্দখর্
লিয়ৌমি-'ল্-হিসাবি ঔ য়ু'অজ্জল্ ফ-য়ুন্‌কমী।

অনুবাদ

লুকাও অভিসন্ধি যদি গোপন হ'য়ে থাক্‌বে ব'লে ;
ব্যক্ত হবে আল্লা কাছে ; রইবে না তা বুকের তলে।

ভুল শোধিবার সময় দিয়ে উঠ্‌বে সে-সব আমল-নামায়,
হয় হাশরে, নয় দুনিয়ায়, শাস্তি শেষে নাম্‌বে মাথায়।

ইহলোক বা পরলোক, যেখানে হউক একস্থানে, কপটতা বা দুরভিসন্ধি করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিলে, আল্লাহ্ তা'আলা সত্বর অথবা বিলম্বে শাস্তি দিবেন, এই কথা স্মরণ করাইয়া উপদেশ দিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সন্ধিভঙ্গ করিয়া যুদ্ধের পুনরারম্ভে যে দুর্যোগ ও ভয়াবহতা ডাকিয়া আনা হইবে, সে সম্বন্ধেও সাবধান করিয়া দিয়া দুই গোত্রকে শান্তিতে থাকার বাণী প্রচার করিয়াছেন। সে যুগে এইরূপ শান্তিবাদী মানুষ বিরল,—একরূপ অজ্ঞাত ছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এতৎসত্ত্বেও, এই সন্ধি স্থায়ী হয় নাই। সন্ধির অল্পদিন পূর্বে ৱরদ্-বিন্-হাবস্ নামক 'অবস্-গোত্রীয় এক ব্যক্তি হঁরম্-বিন্-ধঁম্‌ধঁম্ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এতৎসত্ত্বেও 'অব্‌স্ ও দঁুব্‌য়ান্ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি হইয়া যায়। কিন্তু, নিহত হঁরম-বিন্-ধঁম্‌ধঁম্-এর ভ্রাতা হুস্বৈন-বিন্-ধঁম্‌ধঁম্ এই সন্ধিতে যোগদান না করিয়া শপথ করে যে, যতদিন পর্যন্ত সে নিহত ভ্রাতার প্রতিশোধ না লইতে পারিবে, ততদিন তাহার মস্তক প্রক্ষালন করিবে না। হুস্বৈন-এর এই শপথ সম্বন্ধে কেহ অবগত ছিল না। কিছুদিন পর, ঘটনাচক্রে 'অব্‌স্-গোত্রের এক ব্যক্তি হুস্বৈন-এর আতিথ্য গ্রহণ করে। হুস্বৈন যখন আস্তে আস্তে জানিতে পারে যে, তাহার অতিথি তাহার ভ্রাতার হত্যাকারীর গোত্রভুক্ত ব্যক্তি, তখন সে তাহাকে হত্যা করে। অতঃপর, আবার নূতন করিয়া যুদ্ধ শুরু হয়।

ইহাতে কবির জীবনে অসীম নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। শান্তির জন্য যিনি এতখানি চিন্তা করিয়া প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ উপলব্ধির জন্য বর্ণনার চেয়ে কল্পনাই অধিক উপযুক্ত। তাই, তিনি মনোদুঃখে বলিয়াছেন,—

ৱ-'অ'লমু মা ফী-'ল্-য়ৌমি ৱ-'ল্-'অম্‌সি কঁব্‌লহু
ৱ লাকিন্ননী 'অন্ 'ইল্‌মি মা ফী ঘদিন্ 'অমী।

অনুবাদ

বর্তমানের দেখছি সবই, অতীত দেখার নেই ক বাকি,
ভবিষ্যতে ঘট্‌বে সে-সব সেই ব্যাপারে অন্ধ আঁখি।

যুহৈর তাঁহার গীতিকায় দুই যোধ্যমান গোত্রের প্রতি শান্তি, শৃঙ্খলা, সততা এবং মৈত্রীর যে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন, তাহাতে কবির মহান বিশ্ব-মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাগৈসলামিক যুগের বেদুঈন কবিগণ শুধু যে গোত্রীয় হানাহানি, রক্তারক্তি, মারামারি, লুটতরাজ প্রভৃতিতে উদ্বুদ্ধ হইতেন এমন নহে, তাঁহাদের কেহ কেহ,—এই ধরুন যুহৈর—তাঁহাদের এই দুষ্কার্যকে একটা গোত্রীয় অভিশাপ বলিয়াও মনে করিতেন। সমসাময়িক কবি 'অনতরহ্‌-এর মুখে যখন রণতূর্য নিনাদিত, হাতে বর্শার রক্তাক্ত ফলক ও অসির বিদ্যুদ্দীপ্তি ঝলকিত এবং চক্ষে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের বিক্ষুব্ধ দৃষ্টি প্রজ্জ্বলিত, তখন তিনি আরব বেদুঈনদের কঠোর দিক উদ্‌ঘাটনে তৎপর। আর, প্রজ্ঞাশীল, দূরদর্শী, প্রবীণ কবি যুহৈর যখন গোত্রীয় কলহ ও যুদ্ধের অবসানের জন্য অসির পরিবর্তে মসীর স্রোত প্রবাহিত করেন, উদাত্ত কণ্ঠে কলহপরায়ণ গোত্রের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করেন, ন্যায়ের কথা, নীতির কথা ঘোষণা করেন, ইহলোকের সুখ-শান্তির বিসর্জন হইতে শুরু করিয়া পরলোকের ভয়ও দেখাইতে থাকেন, তখন তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত প্রকৃতির বেদুঈনদের কোমল ও মধুর দিক তুলিয়া ধরেন। একজন বেদুঈনকে পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে দেখিতে ও বুঝিতে হইলে, তাহার এই দুই দিক্ দেখিয়া লইয়া অনুধাবন করিতে হয়।

তুরফহ্‌-এর মু'অল্লকহ্‌-কে যদি খ্রীস্টান ধর্মীয় সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য-জীবনের কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, তবে যুহৈর-এর মু'অল্লকহ্‌-কে ইসলামের সোনালী প্রভাতের পাখীর কাকলি বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। আমল-নামায় আস্থা, আল্লা তায়ালায় অটুট বিশ্বাস, হাশরের দিনে পুনরুত্থান ও জবাবদিহির প্রতি নিষ্ঠা, ইহলোকে সুখ-সমৃদ্ধি ও পরলোকে অনন্ত শান্তি প্রভৃতিতে নির্ভরতা ইত্যাদি ইসলামী বিশ্বাস ও সংস্কারের পূর্বাভাস, যুহৈর-এর গীতিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, সেক্সপিয়ারের "coming events cast their shadows before," অর্থাৎ 'আসন্ন ঘটনার ছায়া পূর্বগামিনী'—এই কথা সত্য,—একান্ত সত্য।

(গ) কাব্যানুবাদ

কবি-প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা

(১) এই কি নীরব জীর্ণ মলিন
আবাস ভূমি 'উম্মে আফা'র[১]
'দরাজ',[২] 'মুতসল্লম'[৩] মাঝে
রিক্ত ভিটা আমার প্রিয়ার।

(২) দুই দিকেতে কানন-ঘেরা
যায় সে গৃহের চিহ্ন দেখা,
উজল হয়ে ফুটলো যেন
হাতের মলিন উল্‌কী রেখা।

(৩) নীলগাভী আর কুরঙ্গিণী
বেড়িয়ে বেড়ায় পরস্পরে,
শাবকগুলি হেথায় হোথায়
ছুটছে তাদের পিছন ধরে।

(৪) দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে
আজ দাঁড়ানু হেথায় এসে,
চিনতে সে ঘর তাই পেরেছি
দীর্ঘ ভাবা চিন্তা শেষে।

---

১ উম্মে আফা – মূল আরবী 'উম্মি ঔফা(য়) (أُمِّ أَوْفَى)—ইহা কবির (কল্পিত) প্রেয়সীর বংশগত ডাক-নাম। এই রমণী বনু 'অসদ গোত্রীয়া ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

২ দরাজ – মূল আরবী দর্রাজ (دَرَّاج)—একটি পার্বত্য স্থানের নাম।

৩ মুতসল্লম – মূল আরবী মুতথল্লম (مُتَثَلَّم)। আর একটি পার্বত্য স্থানের নাম।

(৫) হাঁড়ি রাখার চিহ্ন কালো
ঐ দেখা যায় চুলোর কাছে,
খিমার পাশে 'নহর' গুলো
যায়নি টুটে তেমনি আছে।

(৬) আমার প্রিয়ার আবাস ছিল
চিন্‌নু যখন নিঘাত এ ঠাঁই,
বল্‌নু, "প্রিয়ার রিক্ত ভিটা।
তোমায় শুভ প্রভাত জানাই"।

কবি-প্রিয়ার বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা

(৭) বন্ধু মম, লক্ষ্য কর
'হাওদা নশীন'[৪] হুর বালারা,
'জুর্সুমে'র[৫] ঐ উপর দিয়ে
সেদিক পানে যায় কি তারা?

(৮) ঝল্‌সে তাদের দেহের পরে
'বেশ্‌-কিমতী' পশমী-বসন,
মিহিন পাতল 'নেকাব'[৬] উড়ে
আঁচল রঙীন রক্ত বরণ।

৪ হাওদা-নশীন = উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহীদের বসিবার কাষ্ঠ নির্মিত শিবিকা। ইহা আরবী জ'ঈনহ্‌ (ظَعِيْنَة—বহুবচনে জ'আ'ইন্‌ ظَعَائِن) শব্দের বাংলা অর্থাৎ ফারসী শব্দে তৈয়ারী বাংলা।

৫ জুর্সুম = মূল আরবী জুর্‌থুম (جُرْثُم। পার্বত্য অঞ্চলের একটি স্থানের নাম।

৬ নেকাব = ওড়না।

(৯) উর্ধ্বদিকে 'সুবান'[৭] পানে
নিতম্বেতে আসন পাতি,
লিলায়িতা লাস্যময়ী
চল্‌ছে লাজুক ছন্দে মাতি।

(১০) কেউ প্রভাতে পড়লো কেটে
কেউ বেরুলো থাকতে আঁধার,
'রস'[৮] গাঁয়েতে পৌঁছ্‌লো যেন
মুখের মাঝে হাতের খাবার।

(১১) সেই শোভাতে আকুল পরাণ
রূপ-জহুরীর লাগায় নেশা,
সে রূপ-সুধায় চাতক নয়ন
আড় নয়নে মিটায় তৃষা।

(১২) রঙীন শোভা রেশমী বাসে
মঞ্জিলে সেই 'হাওদা' গুলি,
কেউ না তোলা-স্বর্ণ কুঁচের
রূপ সুষমায় উঠ্‌লো দুলি।

(১৩) গভীর সুনীল পানির ধারে
আমার প্রিয়ার সেই কাফেলা,
গড়লো তাঁবু মঞ্জিলে তার
কাটিয়ে দিতে খানিক বেলা।

---

৭ সুবান—আরবী সুবান (سُوْبَان)। ইহা একটি অধিত্যকার নাম।
৮ রস্—একটি উপত্যকায় অবস্থিত লোকালয়।

(১৪) ঐ যে ঘুরে আসলো পুনঃ
'সুবান' গিরিবর্ত্ম পথে,
চওড়া নতুন হাওদা চড়ে
সওয়ার হয়ে উষ্ট্র রথে।

(১৫) চললো প্রিয়ার সেই কাফেলা
ডাইনে ফেলে 'কানান'[৯] গিরি
শত্রু স্বজন কতোই মোদের
রইছে সেথায় পাহাড় ঘিরি।

দ়ুব্য়ান ও 'অব্স্ গোত্রের সন্ধি

(১৬) শপথ করি কাবা-গৃহের,
তওয়াফ[১০] যাহার করলো সাধন,
জুরুম[১১]-কোরেশ[১২]—এই দুয়েতে,
ভিত্তি তাহার করলো স্থাপন।

৯ কানান – মূল আরবী কনান (قَنَان), ইহা 'বনী অসদ'-গোত্রের একটি পর্বত।

১০ তওয়াফ – মূল আরবী ত্বৌয়াফ (طَوَاف), কাবাগৃহের দর্শকেরা এই গৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। এই কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করার আরবী নাম 'ত্বৌয়াফ্'।

১১ জুরুম – মূব আরবী 'জুর্হুম' (جُرْهُم), ইহা মক্কার সর্বপ্রাচীন গোত্র। হযরত ইসমাঈল এই গোত্রে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কাবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইহার অনেক পরে কুরৈশ-বংশ কাবার কর্তৃত্ব লাভ করেন।

১২ দু'জন – দুইজন অর্থাৎ দাহিস-যুদ্ধের সন্ধি যে দুইজন মহৎ ব্যক্তির বদান্যতায় সংসাধিত হয়। তাঁহারা হইতেছেন হরিম-বিন-সিনান ও হারিথ-ইবন-'ঔফ।

(১৭) কাবার শপথ, তোমরা দু'জন
সত্যিকারের গোত্র-প্রধান,
দুঃখে সুখে নিত্য সাথী
গুণ গরিমার উজ্জ্বল নিধান।

(১৮) 'গয়েজ'-তনয় 'মুর্‌রা'[১৩] কুলের
যুগল গুণীর সাধন-বলে,
নিব্‌লো বিরোধ 'গোত্রদ্বয়ের',[১৪]
সৃষ্টি যাহার খুনের ছলে।

(১৯) তোমরা দু'য়ে মিটিয়ে দিলে
লড়াই 'জুবান'[১৫] আর 'আবসের,[১৬]
ছুঁইয়ে আতর মন্‌শিমারই[১৭]
শপথ ছিল সেই সমরের।

১৩ মুর্‌রা – মূল আরবী "মুর্‌রহ্‌" (مُرَّة)। এখানে ঘৈজ-বিন-মুর্‌রা (غَيْظ بِنْ مُرَّة)। ইনি দ্‌ুব্‌য়ান-গোত্র ভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি হ্‌রিম ও হারিথ্‌-এরও পূর্বপুরুষ।

১৪ গোত্রদ্বয় – 'অব্‌স্‌ ও দ্‌ুব্‌য়ান নামক যোধ্যমান দুই গোত্র।

১৫, ১৬ জুবান আর আবস – মূল আরবী দ্‌ুব্‌য়ান্‌ ও 'অব্‌স্‌ (ذُبْيَانَ وَ عَبْس) নামক দুই যোধ্যমান গোত্র।

১৭ মন্‌শিমার আতর – মূল আরবী 'ইত্‌র্‌রু মন্‌শমিন্‌ (عِطْرُ مَنْشَم)। ইহা একটা আরবী প্রবাদের অংশ বিশেষ। প্রবাদটি এইরূপ—هٰذَا أَشْأَمُ مِنْ عِطْرِ مَنْشَم। কথিত আছে যে, প্রাগৈস্‌লামিক যুগে 'মন্‌শম্‌' নাম্নী এক 'আতর' (সুগন্ধ দ্রব্য) বিক্রেত্রী মক্কায় বাস করিত। একবার একটি গোত্রের লোক এই আতর বিক্রেত্রীর দোকান হইতে আতর কিনিয়া লইয়া স্থির করিল যে, যেই লোক এই আতর স্পর্শ করিয়া শত্রুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে, তাহার প্রতিজ্ঞাই বিশ্বাস্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতঃপর, সকলেই এইভাবে ঐ আতর স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একে একে সকলেই প্রাণ হারাইল,—একজনও ফিরিয়া আসিল না। সুতরাং, এই প্রবাদ দ্বারা "চূড়ান্ত ধ্বংসের" অথবা "নির্বংশ হওয়ার শপথ" বুঝায়।

(২০) বল্লে বটে, তোমরা দুয়ে
"পুণ্য কথায়, অর্থদানে,
আস্‌লো নেমে শান্তিধারা
ধ্বংস থেকে বাঁচ্‌লো প্রাণে।

(২১) এমন মহৎ গুণ গরিমায়
মহান হলে তোমরা দুজন,
কৃতজ্ঞতার পাত্র হলে,
স্বজন-প্রীতির জুড়লে বাঁধন।

(২২) তোমরা ধন্য পুরুষযুগল
'মোয়াদ'[১৮]-বংশ-অবতংশ,
মহৎ কুলের মহাদর্শে
প্রতিষ্ঠিত সুপ্রশংস।

(২৩) উষ্ট্র দিয়ে পূরণ হলো
খুনের দাবী সেই সময়ে
নির্দোষীরা করলো পূরণ
উষ্ট্র দিয়ে কিস্তি করে।

(২৪) কিস্তি করে উষ্ট্র দিল
পরস্পরে গোত্রগণে।
ঝরায়নি কার খুনের ফোঁটা
যদিও তারা সেই সে রণে।

১৮ মোয়াদ = মূল আরবী মু'অদ্দ (مَعَدّ)—মু'অদ্দ-বিন-'অদ্‌নান। তিনি হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পূর্বপুরুষ ছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া সমগ্র আরবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। সম্ভ্রম তাঁহার বংশগত উত্তরাধিকার। মহত্ত্বও তাই।

(২৫) সেই শোণিতের ঋণ শোধিতে
বিত্ত দিল রাশি রাশি,
সেরা উটের বৎস দিল
অনেক কালের ধন মিরাসী।

সন্ধি সম্পর্কে কবির বক্তব্য

(২৬) শুনাও মিত্র-গোত্রগণে
আমার প্রাণের এই আবেদন,—
সন্ধি তরে 'জুবান'[১৯]-সবাই
কসম খেয়ে করলো যে পণ।

(২৭) লুকাও অভিসন্ধি যদি
গোপন হয়ে থাকবে বলে,
ব্যক্ত হবে আল্লা কাছে
রইবে না তা বুকের তলে।

(২৮) ভুল শোধিবার সময় দিয়ে
উঠবে সে-সব আমলনামায়[২০]
হয় হাশরে, নয় দুনিয়ায়
শাস্তি শেষে নামবে মাথায়।

যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা

(২৯) লড়াই সে যে কতই ভীষণ
আছে সবার অভিজ্ঞতা,
নয় সে মুখের কথাই শুধু
নয় সে লোকের কল্প-কথা।

---

১৯ জুবান্—মূল আরবী যুব্য়ান (ذُبْيَان)। জুবান-সবাই = কথার দ্বারা 'যুব্য়ান' ও তাহাদের মিত্র গোত্র বনূ 'অসদ এবং বনূ ঘত্ফান-কে বুঝাইতেছে। যুব্য়ান-গোত্র এবং তাহাদের বন্ধু গোত্রগুলির প্রত্যেকে আল্লার নামে 'কসম' করিয়া সন্ধি রক্ষার পণ করে। কবি তাহাদিগকে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

২০ আমলনামা—পরলোকের উদ্দেশ্যে কৃত কর্মের ফিরিস্তি।

(৩০) বারেক যদি লাগাও লড়াই
ভীষণ হয়ে লাগবে শেষে,
তাতাও যদি অনল তবে
জ্বলবে আগুন সর্বনেশে।

(৩১) পিষ্ট হবে তোমরা সবে
সেই লড়াইয়ের যাঁতার কলে,
বর্ষে দুবার নূতন নূতন
লাগবে লড়াই তাহার ফলে।

(৩২) সেই কলহে জন্ম হবে
নূতন শিশু কুলক্ষুণে,
লোহিত 'আদের[২১] মতোই তারা
বাড়বে ধরায় গুণ-দ্বিগুণে।

(৩৩) সর্বনাশের এতই ফসল
সেই কলহে আসবে ঘরে
ইরাক ভূমি[২২] সন্তানে তার
দেয় না তত ফসল করে।

সন্ধিশর্ত ভঙ্গে নূতন করিয়া যুদ্ধ শুরু

(৩৪) ধন্য বটে গোত্র তাহার
মোর জীবনের শপথ শোন
'হোসাইনে'র[২৩] সন্ধি নাশে
প্রতিশোধ সে নেয়নি কোনো।

২১ লোহিত আ'দ—কুরআনে বর্ণিত বিখ্যাত আদ জাতি। ইহারা নিজেদের নাফরমানীর জন্য খোদার গজবে ধ্বংস হইয়াছিল। তাহারা বংশের দিক দিয়া খুব বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

২২ ইরাক ভূমি—ইরাক দেশের শস্য-প্রাচুর্যের সহিত যুদ্ধ জনিত অসংখ্য বিপদের তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

২৩ হুস্বৈন—হুস্বৈন ইবনে ধংম্ধংম্ নামক ব্যক্তি সন্ধিশর্তের খেলাফ করিয়া একটি হত্যা করিয়াছিল।

(৩৫) গোপন ভাবে লুকিয়েছিল
হৃদয়ে তার একটি আশা,
কেউ জানেনি কাজের আগে
সেই কথাটি সর্বনাশা।

(৩৬) বললো 'খুনের বদলাতে খুন,
সন্ধি সুখের শুধুই মিছে,
উৎরে যাব তাহার পরে
হাজার সওয়ার নামবে পিছে।'

(৩৭) তারপরে সে হান্‌লো আঘাত
কেউ হলো না ত্রস্ত সেথায়,
সেই আঘাতে করলো এসে
মৃত্যু আপন ঘাঁটি যেথায়।

(৩৮) ব্যাঘ্র সম সজ্জিত সে
লাফিয়ে পড়ে সব সমরে,
সিংহ হেন দীর্ঘ কেশর
সজ্জিত সে দাঁত নখরে।

(৩৯) বীর সে এমন অত্যাচারের
দাদ তুলিবে ত্বরিত গতি,
শত্রু আঘাত হানার আগে,
হান্‌বে আঘাত সে বীরমতি।

(৪০) শান্তি খানিক করলো বিরাজ
'আবস' বনু 'জুবান' মাঝে,
আবার সেথায় জ্বললো আগুন
সাজলো সবাই সমর সাজে।

(৪১) দুই দলেতে করলো শুরু
পরস্পরের জীবন হানা,
ছড়িয়ে গেল তাদের মাঝে—
লড়াই আবার বাঁধলো দানা।

(৪২) তোমার শপথ,—বল্‌ছি ওগো!
'মুসল্লম'[২৪] কি 'নাহীক'[২৫]-তনয়—
কারো খুনে নেতৃদ্বয়ের
নেইকো নেই দোষ, নেই সুনিশ্চয়।

(৪৩) কিংবা 'নফল',[২৬] 'ওহাব'[২৭]-বধে
আর সে তনয় 'মুখজ্জমের'[২৮]
যোগ ছিল না,—তবু তারা
বইলো 'খুনের[২৯] দাবী' তাদের।

২৪ মুসল্লম – মূল আরবী "মুথ্‌ল্লম (مُثَلَّم)। ইহা একটি স্থানের নাম। এই স্থানে একজন নিহত হয়। "মুথ্‌ল্লম" শব্দের দ্বারা এই স্থানে নিহত ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে।

২৫ নাহীক – মূল আরবী "নহীক" (نَهِيك)। ইহা দ্বারা "ইব্‌ন নহীক" বা নহীক-তনয় বুঝাইতেছে। জনৈক 'অব্‌স্‌-গোত্রীয় নিহত ব্যক্তির নাম।

২৬-২৭ নফল, ওহাব—মূল আরবী "নৌফল", "ব্‌হ্‌ব" (نَوْفَل , وَهْب)। ইহারা নিহত ব্যক্তি।

২৮ মুখজ্জম – মূল আরবী "মুখয্‌যম" (مُخَزَّم)। এইটিও আর এক নিহত ব্যক্তি।
২৪ হইতে ২৮ পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির হত্যার জন্য মুর্‌রহ্‌ বংশীয় হারিথ্‌-বিন-'ঔফ্‌ এবং হরম-বিন-সিনান নামক মহৎ ব্যক্তিদ্বয় দায়ী ছিলেন না। এই কথা বলাই কবির উদ্দেশ্য।

২৯ খুনের দাবী – দীয়ত (دِيَة)—নরহত্যার পরিবর্তে অর্থ, পশু প্রভৃতির দ্বারা ক্ষতিপূরণ।

(৪৪) তাই দেখেছি, খুনের বদ্‌লা
দিচ্ছে সবায় মুক্ত হাতে
উষ্ট্র দিয়ে ; যাহায় চেপে
উঠ্‌তো তারা পাহাড় মাথে।

(৪৫) দাতার গোত্র নয় যাযাবর,—
যাপে সবাই ধনিক জীবন,
তাঁদের[৩০] হুকুম রক্ষে নরে,
ঘনায় বিপদ রাত্রে যখন।

(৪৬) হিংসুটেরা পায় না নাগাল
ভুল করিলে আপন জনে,
দেয় না ঠেলে তাদের দূরে
সে-ভুল তারা আপনা গণে।

দুর্বহ জীবন-ভারে জর্জরিত কবির আক্ষেপ

(৪৭) আর পারি না বইতে আমি
দুঃসহ এই দীর্ঘ জীবন,
আশি বছর জীবন যাহার
তাহার পিতার আসুক মরণ[৩১]।

(৪৮) বর্তমানের দেখছি সবই
অতীত দেখার নাইকো বাকী,
ভবিষ্যতে ঘটবে যে-সব
সেই ব্যাপারে অন্ধ আঁখি।

৩০ পূর্বোল্লিখিত নেতৃদ্বয়।
৩১ আরবদের অভিশাপ প্রদানের একটি ধারা।

(৪৯) অন্ধ-আঁখি উটের মতো
মৃত্যু তাহার হাত পা ছুঁড়ে,
শিশু, জোয়ান দু'-পায় দলে
এড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ কুঁড়ে[৩২]।

কবি বিঘোষিত নীতিবাক্য

(৫০) স্বভাব যাহার কোমল নহে
কর্মে রূঢ় কঠোর অতি,
দীর্ণ হবে দন্তে—দু'পায়ে
পিষ্ট হবে তাহার গতি।

(৫১) বিলায় যে-ধন পরের তরে
মুক্ত হাতে উদার মনে,
ধরায় তাহার মান মহিমা
নিন্দা তাহার নেই ভুবনে।

(৫২) পরের হিতে বিলায় না যে
বিত্ত তাহার বিত্তশালী,
পরোয়া তাহার কেউ না করে
নিন্দা তাহার ভাগ্যে খালি।

(৫৩) নিন্দিত সে হয় না কভু
আপন কথায় যে জন অটল,
ব্যস্ত কভু হয় না সে, যার
হৃদয় খানি সদাই সরল।

---

৩২ মৃত্যুর খামখেয়ালি—বালক যুবা সে হরণ করে, অথচ বৃদ্ধকে এড়িয়ে যায়।

(৫৪) মৃত্যু থেকে যতই পালাও
মরণ তোমায় লইবে ঘিরি,
যদ্যপি অই আকাশ পরে
লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি।

(৫৫) পাত্র যে নয় তাহার হিতে
ঢালিয়ে দেওয়া হৃদয় কারো,
সুনাম সুযশ দূরের কথা
নিন্দা ডেকে আনবে আরো।

(৫৬) উল্‌টো[৩৩] মুখী বর্শা পাতা
নাফরমানি করলো যে জন,
মানতে হবে শেষে তাহার
বর্শা ফলক তীক্ষ্ণ ভীষণ।

(৫৭) করলো না যে পিষ্ট নিধন
শত্রুগণে অস্ত্রাঘাতে,
দীর্ণ হবে পিষ্ট হবে
অত্যাচারে শত্রু হাতে।

(৫৮) বিদেশ ভুঁয়ে অচিন জনে
চাই না কভু মিত্র জানা,
যেই না করে আপনা কদর
তাহার মানের নাই ঠিকানা।

(৫৯) যে জন সদাই বহন করে
পরের বোঝা আপন কাঁধে,
নাই ক্ষমা তার; পড়বে সে জন
লাঞ্ছনা ও লাজের ফাঁদে।

৩৩ উল্‌টোমুখী বর্শাপাতা—ইহা তৎকালীন আরবদের নিকট সন্ধির একটি নিদর্শন ছিল।

(৬০) স্বভাব কারো রয় না ঢাকা
যতই কেহ রাখুক ঢেকে,
সবার কাছে ব্যক্ত হবে
ফুটবে গোপন পর্দা থেকে।

(৬১) সুজন কিংবা কুজন কেহ
হয়তো ভেবে অবাক হবে,
থাকবে না তা গোপন মোটে
ভাষণ তাহার শুনবে যবে।

(৬২) অর্ধবাণী[৩৪] অর্ধ হৃদয়—
এ দুই নিয়েই মানুষ গড়া,
এ দুই ছাড়া রূপটা শুধু
শোণিতে আর মাংসে ভরা।

(৬৩) হয় না শোধন বুদ্ধি কখন
পক্ক হলো অস্থি যাহার,
তরুণকালে অবোধ জনের
হয়তো ফোটে বুদ্ধি আবার।

(৬৪) তোমার দ্বারে চাইছি দু'বার
দিয়েছ হাত পূর্ণ করে;
কেবল যে চায় দান অপরের,
বিমুখ হয়ে আসবে ঘরে।

৩৪ অর্ধবাণী—কবি মানুষের দুইটি গুণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। উহা হইতেছে কথার সততা এবং হৃদয়ের মহত্ত্ব।

॥ চতুর্থ মু'অল্লকহ্ ॥

(৫৩১-৬৬১)

রচিত

লবীদ বিন রবী'অহ্ 'আমিরী

(ক) কবি-জীবনী

চতুর্থ মু'অল্লকহ্-এর কবি লবীদ বিন রবী'অহ্ 'আমিরী প্রাগৈসলামিক ও ঐসলামিক যুগের সেতুবন্ধন। অধিকাংশ মতানুসারে তিনি একশত ত্রিশ এবং কাহারও কাহারও মতে একশত সাতান্ন বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষোক্ত মত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, তিনি যে একজন অতি দীর্ঘজীবী কবি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহার "কুনীয়ত্" বা পারিবারিক ডাক-নাম ছিল 'অবূ-'অকীল'।

আনুমানিক ৫৩১ খ্রীস্টাব্দে কবি লবীদের জন্ম হয়। ৬১০ খ্রীস্টাব্দে যখন আরবে ইসলাম প্রচারিত হয়, তখন কবির বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। ইহার বহুদিন পর, তিনি তাঁহার গোত্রভুক্ত সকলকে লইয়া মদীনায় গমন করেন। কবির বয়স তখন প্রায় একশত বৎসর, তখন তিনি হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে (৪১ হিজরী) কূফায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স প্রায় এক শত ত্রিশ বৎসর। এই হিসাবে, কবি রসূল 'অলৈহিঁ-স্-সলাম-এর স্বিহাবার মধ্যে একজন। সুতরাং তিনি প্রাগৈসলামিক ও ঐস্লামিক—এই দুই বিশিষ্ট যুগের বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রাগৈসলামিক যুগে তাঁহার সম্মান মূলতঃ তদ্রচিত মু'অল্লকহ্-নির্ভর হইলেও, তিনি আরও বহু কবিতা লিখিয়াছিলেন। ফলে, প্রাগৈসলামিক আরবী কাব্য-জগতে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত ও স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল। তখন তিনি বেদুঈন আরব সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-ভব্যতার ধারক ও বাহকরূপে পরিচিত ছিলেন।

অতঃপর, তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদের একেবারে শেষের দিকে মুসলমান হইলেন, তখন তিনি হইলেন একজন নিষ্ঠাচারী মুসলিম, অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (দঃ) প্রচারিত ধর্মের ধারক ও বাহক। কুর্‌আন্‌ শরীফের নজীরবিহীন ভাষা এবং ইহার অপূর্ব আলঙ্কারিক সৌন্দর্য ও প্রকাশ-ক্ষমতা কবিকে এমন বিমুগ্ধ ও সম্মোহিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, ইসলাম গ্রহণের পর কবি তাঁহার কাব্যচর্চা একরূপ ত্যাগ করিলেন। তখন একবার তাঁহার কাব্যচর্চা বন্ধ করার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "আমি কাব্য ত্যাগ করিয়া কুর্‌আন্‌ পাইয়াছি। ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট।" তবে, ইসলাম গ্রহণের পর যদিও মু'অল্লকহ্‌-জাতীয় প্রেম-গীতিকা অথবা অন্য কোন ভাবালুতাপ্রধান কাব্য লেখার বয়স, মন ও স্বাস্থ্য তাঁহার ছিল না, তথাপি তিনি যে এই সময়ে কোন কবিতা লেখেন নাই, তাহা নহে। তাঁহার চিন্তাধারার পরিবর্তনের সহিত কবিতার ভাবও পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি মাঝে মাঝে এই সময়ে যে কবিতা লিখিতেন, তাহা ইসলামের মৌলিক চিন্তা ও নৈতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিত। নমুনা স্বরূপ এই স্থলে তাঁহার এই সময়কার রচিত কবিতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল ঃ-

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ

وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ +

'অলা কুল্লু শৈ'ইন্‌ মা-খলা-ল্লাহি বাতিলুন্‌

ৱ কুল্লু ন'ঈমিন্‌ লা মুহালত যা'ইলুন্‌

অনুবাদ

অনিত্য হে সব কিছু, আল্লা সে অক্ষয়,

সর্বসুখ ধ্বংসশীল জানহ নিশ্চয়।

এই জাতীয় কবিতা রচনা ও ঐসলামিক নিষ্ঠার জন্য তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম-সমাজেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে রসূল-ই-করীমের একজন সঙ্গী এবং একজন খাঁটি ইসলামী কবিরূপে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

লবীদের কবি-প্রতিভা অল্প বয়সেই স্ফুরিত হইতে থাকে। নাবিঘাহ্ নামক জনৈক গুণী ব্যক্তি বাল্যাবাস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই বালক বনূ ‘আমির গোত্রের সকলের চেয়ে বড় কবি হইবেন। কবির গোত্র ও বনী ‘অবস-গোত্রের মধ্যে বংশগত বিবাদ ছিল। এই বিবাদসূত্রে নিম্নের কাহিনীটি কবি লবীদের প্রথম জীবনের কার্যকলাপের উপর কিছুটা আলোকপাত করে।

একদা গোত্রদ্বয় হিরা-রাজ নু‘মান-বিন-মুন্‌যির এর দরবারে (রাজসভায়) উপস্থিত হইল। ‘অব্‌স্-গোত্রীয় রবী‘-বিন্-যিয়াদ বাদশাহ নু‘মান-বিন-মুন্‌যির-এর পান-ভোজনের সঙ্গী ছিল বলিয়া বাদশাহের সহিত পূর্ব হইতে পরিচিত থাকায়, বনূ-আমির-এর বিরুদ্ধে বাদশাহকে কথায় কথায় উস্কানি দিতেছিল। তখনও বনূ-‘আমির গোত্রীয় প্রতিনিধিরা দরবারে নীত হয় নাই। বাদশাহের মন তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া গেল। অতঃপর বনূ-‘আমির গোত্রীয় প্রতিনিধিরা যখন বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন বাদশাহ তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ইহাতে বনূ-‘আমির গোত্রীয় প্রতিনিধিবর্গ অপমানিত বোধ করিয়া, দরবার হইতে ফিরিয়া গেল। ‘আমির গোত্রীয় লবীদ অল্প বয়স্ক ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে প্রতিনিধি-দলে ভুক্ত করেন নাই। যখন প্রতিনিধিবর্গ দরবার হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন লবীদ তাহাদের কাছ হইতে সমস্ত বিবরণ জানিয়া লইয়া বলিলেন, “আপনারা আগামীকল্য আপনাদের সাথে আমাকেও দরবারে লইয়া যাইবেন; আমি রবী‘-বিন-যিয়াদকে এমন অপ্রস্তুত করিব যে, সে জীবনে আর কখনও বাদশাহকে মুখও দেখাইবে না।” পরের দিন যখন ‘আমির-গোত্রীয় প্রতিনিধিবর্গ লবীদকে সঙ্গে লইয়া দরবারে উপস্থিত হইল, তখন সত্যই তিনি রবী‘-বিন্-যিয়াদকে এমন জব্দ করিলেন যে, যিয়াদ আর দরবারে আসিতেও সাহস করিলেন না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কবি লবীদ দীর্ঘজীবী ছিলেন। হযরত ‘উমর (রজিঃ)-এর খিলাফতের সময় তিনি কূফায় স্থায়িভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলেন। এই সময়কার একটি ঘটনা এইরূপ ঃ—

একদা হযরত ‘উমর কাব্য-জগতে ইসলাম কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে মনস্থ করিলেন। এই প্রসঙ্গে লবীদের উপরও এক

আদেশ জারী হইল যে, তিনি যেন তদ্রচিত কোন নূতন কবিতা পরীক্ষার জন্য পেশ করেন। এই আদেশের প্রত্যুত্তরে কবি লবীদ "সূরহ্ বক্বরহ্"-এর কতিপয় শ্লোক লিখিয়া দিয়া খলীফহ্‌কে জানাইলেন যে, 'এই সূর্য যাবতীয় প্রদীপকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে'।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি লবীদের মানস-লোকে ইসলাম এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে, ইহাতে তাঁহার হৃদয় এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কাব্যচর্চা একরূপ ত্যাগ করিয়া কু্র্‌আন্ চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বয়স অত্যধিক হইলেও তিনি সমগ্র কু্র্‌আন্ বৃদ্ধ বয়সে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হয়, কূফায় যখন তিনি শেষ বয়সে নিঃসঙ্গ-জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন কু্র্‌আন্ শরীফই তাঁহার একমাত্র সঙ্গী ছিল। এই কূফাতেই ৪১ হিজরীতে অর্থাৎ ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কবি অত্যন্ত ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে, তিনি যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একজন আদর্শ বেদুঈন কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মু'অল্লকহ্‌-তে বেদুঈন জীবন যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনটি খাঁটি বেদুঈন-জীবন-চিত্র খুব বেশী আরবী কবিতায় দেখা যায় না। বেদুঈন-চরিত্রের সাহস, বদান্যতা, নির্ভীকতা, দুর্ধর্ষতা প্রভৃতি গুণের সমস্তই লবীদের ব্যক্তিগত চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। এমন অদ্ভুত পরিবর্তনও সচরাচর দেখা যায় না। কবি যুহৈর-এর ন্যায় লবীদও ধর্মভীরু ছিলেন। তাঁহার দীওয়ান-এর বহু অধ্যায়ে ইহার পরিচয় বর্তমান।

(খ) কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন

"ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তকের" কবিদের মধ্যে চতুর্থ গীতিকা রচয়িতা কবি লবীদের স্থান কোথায়, নির্ণয় করা খুব সহজ না হইলেও, ইহা যে একটি চিত্তাকর্ষক বিবেচ্য বিষয়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে কবির জীবদ্দশায়ও কাহারও কাহারও মন আলোড়িত হইয়াছিল। একবার কবিকে

কতিপয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরবের সব চেয়ে বড় কবি কে, তাহা আপনি বলিবেন কি?" তিনি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, "আরবের সবচেয়ে বড় কবি হইলেন ইম্‌রুঃ'উ-ল্‌-কৈস।" লোকগুলি আবার প্রশ্ন করিলেন, "তাঁহার পর কে?" কবি লবীদ উত্তর দিলেন, "তিনি হইতেছেন ত্বরফহ্‌।" অতঃপর, লোকগুলি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "ইঁহার (ত্বরফহ্‌) পর কাহার স্থান?" লবীদ উত্তর দিলেন, "আমার"। ইহা হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কবি লবীদ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে যথাযোগ্য ধারণাই পোষণ করিতেন। নিজের সম্বন্ধে আত্যন্তিক ধারণা পোষণ মানুষের একটি প্রধান দুর্বলতা। এই দুর্বলতা কবি লবীদের ছিল বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এই কারণেই তিনি হধ্‌রত মুহম্মদ (দঃ)-এর মাহাত্ম্য পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

লবীদ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান কবি। প্রাগৈসলামিক ও ঐসলামিক যুগের সন্ধিক্ষণে তাঁহার জন্ম। তিনি ভাল-মন্দ দুই দিকের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট এবং দুই যুগেই সমভাবে সম্মানিত; অবশ্য দুই কারণে। প্রাগৈসলামিক যুগে তাঁহার সম্মান ছিল একজন আদর্শ বেদুঈন এবং বিখ্যাত কবি হিসাবে। আর ঐসলামিক যুগে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল একজন আদর্শ মুসলিম ও হধ্‌রতের স্বহাবা হিসাবে। কবি হিসাবেও যে এই সময়ে তাঁহার খ্যাতি ছিল না, তাহা নহে। তবে, সে খ্যাতি কাব্যগুণসম্পন্ন না হইলেও, নীতিগর্ভ (didactic) কবিতানির্ভর ছিল।

কবি লবীদ মরুজীবনের চিত্তাকর্ষক জাজ্বল্যমান মূর্তি। এ মূর্তি শুধু দেখিবার বস্তু নহে, উপভোগ করিবারও বটে। মরুভূমির দৃশ্য সম্বলিত তদ্রচিত মু'অল্লকহ্‌ প্রাগৈসলামিক আরবী কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কবি অবশ্য তাহার পূর্বসূরীদের নিকট এই বিষয়ে কিছুটা ঋণী। তবে, তাঁহার গীতিকাটির বেশির ভাগই তাঁহার মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে। লবীদের মু'অল্লকহ্‌-র সূচনাংশ অনেকখানি অভিনব। প্রিয়া-বিচ্ছেদ জনিত অভিমানের বেলায় মু'অল্লকহ্‌-র অন্যান্য কবিদের তুলনায় লবীদের অভিমান অধিকতর বিক্ষুব্ধ। তাই তিনি বলেন,—

"টুটাও বাঁধন তাহার সাথে
ব্যর্থ যাহার মিলন আশা,
বিফল প্রেমের নেইকো আশা
প্রেমিক বটে সেইতো খাসা।

লবীদের দৃষ্টিতে প্রেমের বন্ধন যখন শিথিল হয়, তখন অবলীলাক্রমে সেই বন্ধন ছিন্ন করাই প্রকৃত প্রেমের আদর্শ।

"নওয়ার প্রিয়ার নেই কি জানা
আমার প্রিয়ার স্বভাব কেমন,
বাঁধবো যখন কঠিন ডোরে
নেই ভাবনা ছিঁড়তে বাঁধন।"

না, লবীদের অভিমান-বিক্ষুব্ধ মন শুধু বাঁধন ছিঁড়িয়াই ক্ষান্ত নহে, তিনি আর সেই প্রিয়া-হারা অঞ্চলে ক্ষণকাল তিষ্ঠিতেও রাজী নহেন। তাঁহার আহত মন আর সে-স্থানের দৃশ্য বরদাশত করিতে স্বীকৃত নয়। তাই, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়,—

"পালাই নিঘাত সেখান ছেড়ে
মন যেখানে বাঁধন হারায়,
থাকতে জীবন আর সেথা নয়—
আসলে মরণ কী আর উপায়?"

কবি যখন আর তিলমাত্র সেখানে তিষ্ঠিতে নারাজ, তখন তাহার বাহন উষ্ট্রীর প্রশংসা করাই স্বাভাবিক। কেননা, উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে চড়িয়াই তাঁহাকে সেই স্থান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিতে হইবে।

প্রসঙ্গতঃ, তাঁহার কবিতায় আর দুইটি পশুর জীবনধারা রূপায়িত হইয়াছে। একটি হইল অশ্বতর ও অশ্বতরী। উহারা শীতের দীর্ঘ ছয় মাস সুদূর টিলায় নিরম্বু ভীত-সচকিত অবস্থায় কাটাইয়া দেয়। শীতের শেষে উহারা রৌদ্র-তপ্ত দ্বিপ্রহরে খুরের ধূলায় প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া পানির অন্বেষণে ছুটে। তাহারা অবশেষে কোন ঝোপ-ঝাপ আচ্ছাদিত ছায়াঘেরা ঝর্নার কিনারায় পৌঁছিয়া যায়।

অপর পশুটি হইল, একটি বন্য-চামরী গাভী। উহার শাবক নেকড়ে কর্তৃক নিহত। চামরী গাভী সন্তান শোকে বিহ্বল ও ব্যাকুল। সেই রাত্রিতে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হইতেছিল। অগত্যা গাভীটি এক বৃক্ষের গুঁড়ির ছায়ায় আশ্রয়

গ্রহণ করিল। রাত্রি-প্রভাতে গাভী বর্ষাসিক্ত পিচ্ছিল পথে ছুটিয়া চলিল। শাবক-শোকে ব্যাকুলিত অবস্থায় গাভীটির পূর্ণ এক সপ্তাহ অতীত হইল। অতঃপর হঠাৎ এক সময় ব্যাধের সাড়া তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। ভীতা ও সন্ত্রস্তা গাভীটি ছুটিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। ইহাতে ব্যাধ হাতছাড়া শিকারের প্রতি তাহার শিকারী কুকুর লেলাইয়া দিল। বন্য-চামরী গাভী ইহার জীবন রক্ষার জন্য দুইটি কুকুরকে একে একে শিংয়ের আঘাতে ধরাশায়ী করিল।

মরুভূমির পশু-জীবনের এই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা কবির মু'অল্লকহ্-তে অতি চমৎকারভাবে বিধৃত হইয়াছে। বেদুঈন জীবনের এই চিত্রগুলি যেমন স্বাভাবিক, তেমন উপভোগ্যও বটে। লবীদের মত সুনিপুণ শিল্পীর হাতে অঙ্কিত না হইলে, এই চিত্রগুলি কিরূপ হইত বলিতে পারা যায় না।

কবি তাঁহার প্রিয়ার আহ্বানে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন। তীক্ষ্ণ আত্ম-মর্যাদা-বোধসম্পন্ন বেদুঈন কবি তাঁহার প্রিয়াকে তাঁহার প্রণয়-রীতি স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়া বলিলেন,—

"হে মোর প্রিয়া নেইকি জানা
আমার প্রেমের রীত্-ঘরোয়া
বাঁধার সময় বাঁধি কঠিন,
ছেঁড়ার সময় নেই পরোয়া।"

আরাম-আয়েশ ও গল্প-গুজবের মধ্য দিয়া অতীত রাত্রিগুলির কথা তাঁহার স্মৃতির পটে একে একে ভাসিয়া উঠিতেছে, আর তাঁহার মনে পড়িতেছে সেই পান ভোজনের রাত্রিগুলি :-

"নেইতো জানা তোমার প্রিয়া
রাত্রিগুলি আয়েশ-ভরা
পান-পিয়ালা বন্ধু প্রিয়া
প্রমোদ-ভরা সুখ মহড়া।"

প্রসঙ্গতঃ, শত্রু-সীমান্তে তাঁহার দুঃসাহসী গুপ্তচর-বৃত্তির কথা আসিয়া পড়িল। সুউচ্চ টিলায় অশ্বপৃষ্ঠে নির্ভীকভাবে তাঁহার আনা-গোনা এবং সূর্যাস্তের

সাথে শত্রুর ভয়-ভীতি অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেলে সমতল প্রান্তরে স্বচ্ছন্দে তাঁহার অবতরণ প্রভৃতি কর্মতৎপরতা কবির বীরোচিত আচরণের স্বাক্ষর বহন করে। সেই সঙ্গে তাঁহার ঘর্মধারাসিক্ত উল্কাগতি সুঠাম অশ্বের সহিষ্ণুতার বর্ণনাও স্বাভাবিক।

কবিতার উপসংহারে স্বজন-প্রীতি, দীন-দরিদ্রের প্রতি দান-দক্ষিণা এবং গোত্রীয় মর্যাদা ও গৌরবের কথা বিধৃত হইয়াছে।

(গ) কাব্যানুবাদ

প্রিয়ার পতিত অঙ্গনের দৃশ্য

(১) লুপ্ত আবাস-চিহ্ন আজি,
ক্ষণস্থায়ী, দীর্ঘকালীন,
এই সে 'মিনা'[১] 'গুল-রিজামে'[২]
বাস্তুভিটা তাদের বিলীন

(২) 'রিয়ান'[৩] গিরির জীর্ণ নালা
যায় আজিও পষ্ট দেখা,
দেয়নি মুছে পাষাণ যেমন
অঙ্গ থেকে স্মৃতির রেখা।

---

১ মিনা – মূল আরবী মিনী(য়) (مِنًى)। এই "মিনী(য়)" মক্কহ্-মু'অজ্‌জমহ্ (مكة معظمة-মক্কা মোয়াজ্জমা)-এর নিকটবর্তী কোরবানীর সুপ্রসিদ্ধ স্থান নহে। এই 'মিনা' নামক স্থান 'নজ্‌দ্' প্রদেশে অবস্থিত।

২ গুল-রিজাম – মূল আরবী "ঘুল-ব্র-রিজাম" (غُوْل و رِجَام)। এই দুইটি নজদে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়।

৩ রিয়ান – মূল আরবী "রৈয়ান" (رَيَّان)। ইহা একটি পাহাড়ের নাম।

(৩) কোন্ অতীতে হেথায় ছিল
আমার প্রিয়ার রিক্ত গেহ,
বছর পরে বছর গেছে
আজ তাহারা নাইকো কেহ।

(৪) বর্ষে গেছে মুষল ধারায়,
হেমন্তেরই বাদল ধারা,
'বর্ষিছে মেঘ সগর্জনে
ঝরছে বাদল রিক্ত হারা।

(৫) বর্ষে গেছে হেথায় বাদল
আঁধার ঘন দিবস রাতে,
বজ্র-ধ্বনি পরস্পরে
করতো আলাপ বজ্রাঘাতে।

(৬) নিবিড় হলো গুল্ম-শাখা
সেই সঘন-বাদল-ধারায়,
কুরঙ্গিণী ছাড়লো শাবক
উটপাখী ডিম পাড়লো বাসায়।

(৭) নীল গাভীরা দাঁড়িয়ে আছে
প্রিয়ার শূন্য কানন-ঘরে,
বৎসগুলি দল বেঁধে সব
হেথায় হোথায় বেড়ায় চরে।

(৮) বাদল-ধারায় অঙ্গনে সেই
স্পষ্ট হলো লুপ্ত রেখা,
আঁকলো তুলি যেমন আবার
নূতন করে জীর্ণ লেখা।

(৯) নয়তো নূতন উল্কী রেখা
শীর্ণ মলিন লেখার পরে,
উজল হয়ে উঠ্‌লো যেন
বাস্তু প্রিয়ার-বাদল-ঝড়ে।

(১০) দাঁড়িয়ে গেলাম অঙ্গনে তার
প্রিয়ার ব্যথায় হৃদয়-ডোবা,
শুধাই কারে, পাষাণগুলি
কয় না কথা নিথর বোবা।

(১১) কোন্ সে উষায় বেড়িয়ে গেছে
শূন্য ভিটা করছে খাঁ খাঁ,
'নহর'-নালা গুল্ম, কাঁটায়
আমার প্রিয়ার বাস্তু ঢাকা।

কবি-প্রিয়ার বিদায় দৃশ্য

(১২) সেই উষাতে প্রিয়ার বিচ্ছেদ
বাজ্‌লো প্রাণে করুণ তারে,
মর্মরিল হাওদাগুলি
তাদের বিদায় ব্যথার ভারে।

(১৩) পর্দা-ঘেরা বাহনগুলির
লাল ঝরোকা ধাঁধাঁয় আঁখি;
বিদায় বেলার দৃশ্য ব্যথায়
কেম্‌নে হৃদে আটকে রাখি।

(১৪) বিদায়-রথে সেই কাফেলা
হান্‌লো আঁখি আকুল-করা,
'তুজি'[৪] বজরা'র বৎসা-গাভী,
আর হরিণী প্রণয়ভরা।

(১৫) ক্ষিপ্র গতি বাহনগুলি
সেই উষাতে জমায় পাড়ি,
'বিশা'[৫] গিরির বাঁকে যেমন
ঝাউয়ের বীথি, পাষাণ সারি।

কবির প্রিয়া দর্শনে হতাশা

(১৬) কি ফল বৃথাই স্মরণ করে
'নোয়ার'[৬] প্রিয়া উধাও আজি,
টুট্‌লো প্রণয়, টুটলো বাঁধন
কঠিন কোমল সূত্ররাজি।

(১৭) 'মোর্‌রা'[৭] গাঁয়ের সেই রূপসী
'ফিদায়' গিয়ে নামলো কখন,
'হিজাজ'[৮] ভূমে পড়শি হ'লো
নেই কোন পথ লাভের এখন।

৪ তুজিহ—বজরাহ—দুইটি স্থান। মূল আরবী (تُوضِحَ وَ وَجْرَةَ) তুধিহ-ব্র-ব্রজরহঁ।

৫ বিশা—একটি পার্বত্য ঘাঁটি।

৬ নোয়ার—একটি স্ত্রীলোকের নাম।

৭ মুর্‌রা—আরবের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।

৮ হিজাস—আরবের প্রধান প্রদেশ।

(১৮) 'আজা'[৯] কিংবা 'সালমা'[১০] গিরির
পুব দিকেতে নামলো প্রিয়া,
'ফারদা'[১১] 'রুখাম'[১২] যুগল পাহাড়
ঢাকলো তারে আঁচল দিয়া।

(১৯) হয়তো মেগে শরণ নিল
'সুয়াইক'[১৩] গিরির বুকের তলে,
ইমন[১৪] কিবা তলখামে বা
'অলকহরে' মনেই বলে।

(২০) টুটাও বাঁধন তাহার সাথে
ব্যর্থ যাহার মিলন আশা,
বিফল প্রেমের নেই পরোয়া
প্রেমিক বটে সেইতো খাসা।

(২১) হৃদয় ঢেলে দাও হে বেসাত,
অটুট যাবৎ প্রণয়-বাঁধন।
কুটিল পথে চল্লে পীরিত,
বৃথাই তখন সাধ্য-সাধন।

বিচ্ছেদ-যাত্রার বাহন প্রসঙ্গে

(২২) ক্ষুধায় উদর পৃষ্ঠে লগ্ন,
নিঃশেষ দেহের থোড়াই বাকী,
দূরদূরান্তে পালাও এমন
শীর্ণদেহী উষ্ট্রী হাঁকি।

৯, ১০ আজা এবং সালমা—দুইটি পর্বত।
১১, ১২ ফরদাহ, রুখাম—দুইটি পর্বতের নাম।
১৩ সুয়াইক—একটি পর্বত।
১৪ ইমন—ইয়ামন প্রদেশ। তলখাম—স্থানের নাম।

(২৩) নিঃশেষ যখন মাংসপেশী
শ্রান্ত দেহ শক্তি হারা,
বিরাম বিহীন দূর-গমনে
নালের বাঁধন ছিন্ন সারা।

(২৪) তখনও তার ছুঁইতে লাগাম
ছুটবে পরম স্ফুর্তি ভরে,
ছুটবে বেগে হালকা-ধূসর
মেঘের মতো দখ্‌নে ঝড়ে।

(২৫) অথবা যে বন্য-গাধী
সেই সে গাধার গর্ভ ধরে,
লাথির চোট আর দন্তাঘাতে
রইল যাহার অঙ্গভরে।

(২৬) নেয় তাড়িয়ে সুদূর টিলায়
পালের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে,
গর্দভিণী নারাজ ভেবে
রাসভ দাঁড়ায় আগল দিয়ে।

(২৭) সেই শিখরে ভয়-চকিত
অশ্বতর আর অশ্বতরী ;—
লুকিয়ে বুঝি রয় শিকারী
পথের পাথর আড়াল করি।

(২৮) জমাট শীতের মাসগুলি সব
সেই শিখরে কাটায় তারা,
সবুজ ঘাসে বাঁচায় জীবন
দীর্ঘ উপোস, সলিল ছাড়া।

(২৯) শীতের শেষে ছুটবে তারা
কোন্ সুদূরের পানির কূলে,
প্রবল আশা সফল মনের
পথের বাধা দু'পায় দলে।

(৩০) আগুন-ঝরা নিদাঘ-দুপুর
বিঁধলো খুঁয়া পায়ের খুরে,
ছুটলো ঝাপট সমুম-হাওয়া
অগ্নি-শিখা নিকট-দূরে।

(৩১) ছুটলো তারা পাল্লা দিয়ে
উড়িয়ে ধূলি পায়ের খুরে,
অগ্নি-শিখার ধুম্র যেন
ফেল্‌লো ছায়া সেই দুপুরে।

(৩২) সেই আগুনের ধূঁয়ার মতো
ঘূর্ণি ঝড়ের ধূলায় ছাওয়া,
সিক্ত কাঠের অনল-ধূঁয়া
তাড়ায় যেমন দখিন হাওয়া।

(৩৩) ছুটলো উভয় রাসভ সজাগ
পিছন ঘিরে চল্‌লো সাথে,
গর্দভিণী পথ হারিয়ে
যায় যদি সে আশঙ্কাতে।

(৩৪) পৌঁছে গেল উভয় গাধা
ঝর্ণা ধারার একটি তীরে,
'কুলাম'[১৫]-ঘাসের নিবিড় ছাওয়া
ঐ নিকটে সুনীল নীরে।

(৩৫) চৌদিকে তার গহন ঘন
উচ্চ-নীচ বংশ-শাখা,
মধ্যখানে স্বচ্ছ সুনীল
ঝর্ণা-কূয়া রইছে ঢাকা।

কবির দুরান্তরগামী উষ্ট্রীর প্রসঙ্গে বন্যগাভীর বর্ণনা

(৩৬) আমার উষ্ট্রী তুল্য বটে
বন্যগাভী বৎসহারা,
দলের সেরা হয়েও সে যে
বাচ্চা খোঁজে পেছিয়ে-পড়া।

(৩৭) থেবড়া-নাসা বন্যগাভী
ব্যাকুল অধীর বৎস-শোকে
বেড়ায় ডে'কে পাহাড়-টিলা,
উতল মনে ব্যাকুল চোখে।

(৩৮) কারণ, তাহার শুভ্র শাবক,
ভূলুণ্ঠিত দীর্ণ দেহ,
খাকী বাঘের শিকার হ'ল,—
হেরেনি যায় উপোষ কেহ।

১৫ কুলাম=মূল আরবী কুল্লাম (قُلاَّم)। ইহা এক প্রকার আরবী ঘাস।

(৩৯) হিংস্র বাঘের জুটলো শিকার
নীলগাভীটির খানিক হেলায়,
লক্ষ্যহারা হয় না মরণ
তূণ থেকে তীর ছোঁড়ার বেলায়।

(৪০) বৎসহারা ব্যাকুল গাভী
ভর-রজনী স্বস্তিহারা,
বর্ষে গেল সেই নিশাতে
অঝোর ধারায় বাদল-ধারা।

(৪১) বর্ষে গেল সেই নিশাতে
বন্যগাভীর পিঠের পরে
জমাট মেঘের বাদল-ধারা,
তারার গগন আড়াল করে।

(৪২) বাদলঝরা সেই নিশাতে
বন্যগাভী লইল শরণ,
টিলার প্রান্তে গাছের ছায়ায়
খস্‌ছে বালু হায়রে মরণ।

(৪৩) আব্‌ছা তরল আঁধার মাঝে
চমকে তাহার বিজলী-গতি,
গড়ায় যেন সুতোর মাঝে
উজল বরণ সাগর মোতি।

(৪৪) বাদলা রাতির কাটলো আঁধার
উষার আলো পড়লো ছেয়ে,
বৎসহারা উতল গাভী
পিছল-পায়ে চল্‌লো ধেয়ে।

(৪৫) এমনি ব্যাকুল শান্তিহারা
'সোয়াদ'-কূপের ধারে ধারে,
পূর্ণ দিনের হপ্তা খানেক
কাট্‌লো গাভীর শোকের ভারে।

(৪৬) নিরাশ হলো এবার গাভী
বৎস লাভের নেই ভরসা;
শুকিয়ে গেল দুগ্ধ থনের
বৎস হীনার ব্যর্থ-আশা।

(৪৭) হঠাৎ ভেসে আসলো কানে
আড়াল থেকে লোকের সাড়া,
ভয়-চকিতা চঞ্চলা সে
লোক যে মরণ-ব্যধির বাড়া।

(৪৮) বিব্রত গাই ত্রস্তা ভীতা
ভাবছে কোথায় লুকায় এখন,—
সামনে পাছে শঙ্কা সমান
কোন্ দিকেতে ছুটায় চরণ।

(৪৯) শিকার বুঝি হাতছাড়া হয়
ভয়ে ব্যাধ লেলায় কুকুর,—
যেমন খাসা, তেমন গতি,
শুষ্ক উদর শিক্ষা প্রচুর।

(৫০) শিকার-ধরা পোষ্য কুকুর
বন্যগাভী ধরলো ছেঁকে,
দীর্ঘ ধারাল বর্শা সম
শিং উঁচিয়ে রুখলো বেঁকে।

(৫১) এই বিপদে উপায় কি তার
করতে হবে শত্রু দমন,
নয়তো নিঘাত ভাগ্যে লিখা
শত্রু হাতে হঠাৎ মরণ।

(৫২) বন্যগাভীর শিঙের ঘায়ে
'কসাব'-কুত্তী মরলো এসে,
লেলিয়ে দেয়া 'সখাম'-কুকুর
গেল দেহের রক্তে ভেসে।

(৫৩) এমনি বিপদ-ঝঞ্ঝা-সওয়া
গাভীর মতোই উষ্ট্রী চড়ে,
ধু-ধু দুপুর ঝলসে যখন
মরীচিকার চাদর পরে।

(৫৪) ছুটাই আমার উষ্ট্রী-বাহন
সেই বিপদের শঙ্কা-মাঝে,
তিরস্কারের ভয় করি না
নিন্দাকারীর নিন্দা বাজে।

কবির প্রণয়-রীতি

(৫৫) হে মোর প্রিয়া[১৬]! নেই কি জানা
আমার প্রেমের রীত্ ঘরোয়াঃ
বাঁধার সময় বাঁধি কঠিন;
ছেঁড়ার সময় নেই পরোয়া।

---

১৬ মোর প্রিয়া – কবির প্রিয়া। তাঁহার প্রেয়সীর নাম 'নবার' (نَوَار)। নবার-কে লক্ষ্য করিয়াই কবি তাঁহার প্রেমের রীতির বর্ণনা দিতেছেন।

(৫৬) পালাই নিঘাত সেথান ছেড়ে
মন যেথানে বাঁধন হারায়,
থাকতে জীবন আর সেথা নয়
আসলে মরণ কী আর উপায়।

(৫৭) নেই তো জানা তোমার, প্রিয়া!
রাত্রিগুলি আয়েশ ভরা,
পান-পিয়ালা, বন্ধু-প্রিয়া
প্রমোদ-ভরা সুখ-মহড়া।

(৫৮) কাটিয়ে দিছি রাত্রি কতই
কিস্‌সা[১৭] বলে আসর করে,
ভাট্টিখানায় উড়তো নিশান
নিতাম যে মদ অগ্নি দরে।

(৫৯) চড়তো বাজার নিতাম যখন
ধূসর কালো কলসি ভরে,
কিংবা ভাঁড়ের ঢাকনা ভেঙে
আঁজলা ভরে যাচাই করে।

(৬০) কতোই উষার স্বচ্ছ-সুরা,
আর গায়িকা সিতার হাতে,
চালতো সুধা হৃদয় মাঝে
প্রিয়ার আঙুল পরশ ঘাতে।

১৭ আস্ সামির—কিস্‌সা কাহিনী বলিয়া বিনিদ্র রাত্রি যাপন করা জাহিলিয়ার আরবে রাত্রির প্রমোদ-জলসাগুলিতে মদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে সুরা বিক্রেতার দোকান বসিত। সেই আড্ডাগুলির সাইনবোর্ড অথবা সুরার মহার্ঘতা ঘোষণার জন্য পতাকা উচ্চ করিয়া দেওয়া হইত।

(৬১) আমার পানের তৃষ্ণা মিটাই
মোরগ তখন ঘুমায় অঘোর,
জাগলে সবাই দুবার ডেকে
মিটাই তৃষ্ণা হই গো বিভোর।

(৬২) আসতো যখন দারুণ দিবস
শীতের হাওয়ার লাগাম ধরে,
সেই বিপদে দাঁড়িয়ে গেছি
দান করেছি মুক্ত করে।

শত্রু দমনে কবির অশ্ব

(৬৩) শত্রু যখন আসতো ঘিরে
আমার আপন স্বজনগণে,
অস্ত্র-বাঁধা-'তাজীর' পিঠে
লাগাম গলে ধাইছি রণে।

(৬৪) অশ্ব পিঠে যেতাম উঠে
ধুলায় ধুসর উচ্চ চূড়ে,
উড়তো ধুলী সেখান থেকে,
শত্রু যেথায়, নিশান উড়ে।

(৬৫) সেই অবধি সেই শিখরে
ডুবতো রবি আঁধার তলে,
সেই আঁধারে শঙ্কা ভীতির
প্রান্ত সীমা বিলীন হলে।

(৬৬) গড়িয়ে এসে নিম্ন ভূমে
অশ্ব তবু সটান খাসা,
উচ্চ যেন খেজুর তরু
বিরল যাহার ফলের আশা।

(৬৭) ছুটাই তারে উল্কা গতি
উষ্ট্র পাখীর চাইতে ত্বরা,
উষ্ণ হতো রক্ত তাহার
অস্থি থেকে ছুটতো জরা।

(৬৮) ঘর্ম-ধারায় সিক্ত দেহ
সিক্ত তাহার বুকের পাটা,
ভাসতো কটি ঘর্ম-ধারায়
পিছল কটির বসন আঁটা।

(৬৯) ক্ষিপ্র তবু তাহার গতি
কণ্ঠ তুলে বল্‌গা ঝেড়ে,
তৃষ্ণা আকুল ধায় কপোতী
যেমন জলে ঝাপটা মেরে।

(৭০) অনেক ছিল দেশ-বিদেশী
দুঃস্থ যেথায় থাকতো ভীড়ে,
দান দখিনার করতো আশা
থাকতো ভীতি হৃদয় ঘিরে।

(৭১) ব্যাঘ্র-সম কণ্ঠ তাদের
থাকতো ফুলে অহঙ্কারে,
দৈত্য-সম দৃঢ় অটল
জমিন অচল চরণ-ভারে।

(৭২) 'বাতেল' তাদের দাবীর কথা
মাথা পেতে নেয় নি মেনে,
তাদের গরব রয়নি অটুট
আমার মনে আঘাত হেনে।

স্বজনের প্রতি কবির উদারতা

(৭৩) বাজী খেলার উষ্ট্র কতই
তুল্য গড়ন পরস্পরে
করছি জবাই স্বজন তরে
তীরের[১৮] খেলায় বাছাই করে।

(৭৪) ডেকেছি সেই তীরের যোগে
বন্ধ্যা কিবা বাচ্চাওয়ালী,
বিলিয়ে দিতে মাংস তাহার
পড়শীগণে পরাণ ঢালি।

(৭৫) এতই অঢেল মাংস দেখে
ভাবতো অতিথ, পড়শি সবে,
শস্য-শ্যামল প্রচুর খাবার
এই 'তাবালা'র[১৯] ঘাঁটিই তবে।

১৮ তীরের খেলা—প্রতিবেশী এবং স্বজনদের মধ্যে গোশ্‌ত বিতরণের উদ্দেশ্যে জবাই করার জন্য তাহাদের মধ্যে প্রচলিত তীরের লটারী দ্বারা পশু নির্ধারণ করা হইত।

১৯ তাবালা—এইভাবে কবির প্রতিবেশী স্বজনেরা অঢেল গোশত লাভ করিত। সুতরাং তাহারা ইয়ামনের অন্তর্গত 'তাবালা'র প্রাচুর্যপূর্ণ ঘাঁটির কথা স্মরণ করিত।

(৭৬) জীর্ণবস্ত্রা, শীর্ণা বৃদ্ধা
লইত ছায়া মোদের খিমায়,
মরণ পারের উষ্ট্রী-সম
কবর পারে যেমন ঝিমায়।

(৭৭) ঘূর্ণী হাওয়ার দুর্দিনেতে
পুকুর হেন বাসন খাবার,
এতিম দুঃখী সেই বাসনে
খাবার মাঝে কাটতো সাঁতার।

কবি-গোত্রের প্রাধান্য

(৭৮) গোত্রেরা সব সম্মিলিত
হত যদিই কোন কাজে,
মোদের কেহ থাকতো সেথায়
সবার আগে তাদের মাঝে।

(৭৯) ভাগ বাঁটারা তারই হাতে
গোত্রগণের অংশ সবার,
নিজের থেকে ছাটিয়ে নিয়ে
পরকে দিবার তার অধিকার।

(৮০) এমনি মহৎ মোদের কুলে
উদার হৃদয় পরের হিতে,
বিত্তশালী উচ্চ হৃদয়
উৎসাহী ধন লুটিয়ে দিতে।

(৮১) পিতৃ পিতামহ থেকে
আসছে চলে এই সুনীতি,
'কওম'-গুলির রইছে ইমাম
রইছে সবার আপন রীতি।

(৮২) শত্রু-ভীতি আস্‌লে ঘিরে
অস্ত্র তাদের থাকবে সাথে,
তাদের দেহের বর্মগুলি
ঝলসে তারা যেমন রাতে।

(৮৩) যায় না তাঁরা এমন কাজে
ঘটবে যাতে মানের হানি,
বৃত্তি বশে হয় না কখন
মলিন তাদের বুদ্ধিখানি।

হিংসুকের প্রতি

(৮৪) কাজেই বৃথা হিংসা কর
মোদের মহান স্বভাব দেখে,
মহান প্রভু পাত্র দেখেই
চরিত্র দেন ভাগ্যে লেখে।

(৮৫) ভাগ্যে সবার ইমানদারী
যখন হলো ভাগ-বাঁটরা
দিলেন খোদা মোদের ভাগে
পূর্ণ করে দানের ধারা।

(৮৬) মান মহিমার সৌধ মোদের
খোদার আপন হাতেই গড়া,
তাইতো মোদের বৃদ্ধ যুবক
মান-মহিমার শীর্ষে চড়া।

কবি-গোত্রের বীরত্ব

(৮৭) যখন বিপদ নামবে ঘিরে
মোদের সবার মাথার পরে,
অশ্ব-পিঠে দাঁড়াই সবাই
মিটাই বিবাদ বিচার করে।

(৮৮) পড়শি স্বজন আর বিধবা
ক্লিষ্ট যখন দুঃখের ভারে,
দাঁড়ায় তারা ছায়ার মতো
শীত-বসন্ত-স্বরূপ-দ্বারে।

(৮৯) হিংসা-দ্বেষের সুযোগ নিয়ে
কারো সুযোগ কেউ না রুখে,
তারাই দেখে কেউ বা যদি
শত্রুদলের মধ্যে ঢুকে।



॥ পঞ্চম মু'অল্লকহ্‌ ॥

(৫৫৪-৫৬৮)

রচিত

'অম্‌র্‌ বিন্‌ কুল্‌থূ্‌ম্‌

(ক) কবি-জীবনী

পঞ্চম মু'অল্লকহ্‌ রচয়িতা 'অম্‌র্‌-বিন্‌-কুল্‌থূ্‌ম্‌ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে, তিনি যে অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তি ছিলেন, তেমন নহে। বনূ-বকর ও বনূ-তঘ্‌লিব নামক যে দুইটি বেদুঈন গোত্রের মধ্যে 'বসূস'-যুদ্ধ বাধিয়াছিল এবং যে-যুদ্ধ প্রায় চল্লিশ বৎসর স্থায়ী হয়, সে-যুদ্ধের দুই যোধ্যমান গোত্রের অন্যতর "বনূ-তঘ্‌লিব্‌" বংশে কবি 'অম্‌র্‌-বিন্‌-কুল্‌থূ্‌মের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কুল্‌থূ্‌ম-বিন্‌-মালিক এবং মাতার নাম লৈলা (ليلى)। এই মহিয়সী মহিলা লৈলা স্বনামখ্যাত পুরুষসিংহ মুহল্‌হিল্‌ (ইনি তঘ্‌লিব বংশীয়) বিন্‌ রবী'অহ্‌-এর কন্যা ছিলেন। বলা হয় যে, এই মুহল্‌হিল্‌ আরবী কাব্য-জগতে সর্বপ্রথম কস্বীদহ্‌-রচনা-রীতির প্রবর্তন করেন। তাঁহার এই কস্বীদহ্‌-ই নাকি বকর ও তঘ্‌লিব-গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'বসূস'-যুদ্ধের সূত্রপাত করে। কবি মুহল্‌হিল্‌ কেবল কাব্য-চর্চা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তিনি 'বসূস্‌'-যুদ্ধের একজন খ্যাতনামা নায়কও ছিলেন। সুতরাং, তাঁহার কন্যা লৈলা স্বভাবতঃ পিতৃ-গৌরবে গৌরবিণী ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি জন্মসূত্রে তাঁহার পিতার সৌর্য-বীর্যেরও উত্তরাধিকারিণী ছিলেন।

কবির জীবন-কাল-সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে, তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে একরূপ সঠিকভাবেই জানিতে পারা যায়। কিতাবু-ল্‌-অঘানীতে এ-সম্বন্ধে একটি বহু-প্রচলিত কিংবদন্তী বিধৃত হইয়াছে। তাহার সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করিলে কবির আবির্ভাব-কাল সহজেই পাওয়া যায়। কিংবদন্তীতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

একদা তঘ্লিব্ গোত্রের একটি দল অতর্কিত আক্রমণে লুণ্ঠনকার্য চালাইবার জন্য বাহির হইয়া মরুভূমিতে পথ হারাইয়া ফেলে এবং বনূ-বকর-গোত্রের কোন গোষ্ঠী উহাদিগকে জল দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করায়, তাহারা তৃষ্ণায় প্রাণ হারায়। ইহাতে তগ্লিব্ গোত্র হীরহ্-রাজ 'অম্র্ বিন্-হিন্দ্ এর নিকট রক্তের ক্ষতিপূরণ (blood-money) দানের দাবী জানায় এবং হীরহ্-তে তঘ্লিব-গোত্রের পক্ষে ওকালতি করা জন্য 'অমর-বিন্-কুল্থূম্কে নির্বাচিত করে। 'অমর-বিন্-কুল্থূম্ তথায় রাজার সম্মুখে তদ্রচিত মু'অল্লকহ্-টি পাঠ করেন এবং বকর-গোত্রের পক্ষে এই গোত্রীয় কবি হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ (সপ্তম মু'অল্লকহ্-র কবি) ইহার উত্তর দেন।

ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবি 'অম্র্-বিন্-কুল্থূম্, হীরহ্-রাজ 'অমর-বিন্-হিন্দ্-এর সমসাময়িক ছিলেন। ইতিহাস খুলিলে দেখা যায়, 'অমর-বিন্-হিন্দ্ খ্রীস্টীয় ৫৫৪ অব্দ হইতে ৫৬৯ অব্দ পর্যন্ত হীরহ্-য় রাজত্ব করেন। তাহা হইলে কবি 'অমর-বিন্-কুল্থূম্ এই সময়েই অর্থাৎ ৫৫৪ হইতে ৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কবি 'অম্র্-বিন্-কুল্থূম যে হীরহ্-রাজ 'অম্র্-বিন্-হিন্দ্ (৫৫৪-৫৬৯)-এর সমসাময়িক সে-কথা আর একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রচলিত কাহিনী হইতেও জানিতে পারা যায়। প্রসঙ্গতঃ সে কাহিনী কবির ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা ও শৌর্য-বীর্যের পরিচায়কও বটে। সুতরাং, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

হীরহ্-এর বাদশাহ 'অম্র্-বিন্-হিন্দ্ একদিন তাঁহার পারিষদবর্গের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সমগ্র আরবে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি, যার মা আমার মায়ের পরিচর্যা করিতে দ্বিধা বোধ করিতে পারে? পারিষদবর্গ বলিলেন, "হাঁ আছেন। তিনি 'অম্র্-বিন্-কুল্থূমের মাতা।" বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার কারণ কি?" উত্তরে পারিষদগণ বলিলেন, "তিনি হইলেন মুহল্হিল্-বিন্-রবী'অহ্-র কন্যা; তাঁহার পিতৃব্য হইলেন আরবদের মধ্যে সর্বাধিক পরাক্রান্ত কুলৈব-বিন্-রা'ইল্; তাঁহার স্বামী হইলেন আরবের প্রসিদ্ধ বীর কুল্থূম্-বিন্-মালিক এবং তাঁহার গর্ভজাত পুত্র হইলেন গোত্রের একমাত্র সরদার 'অম্র্-বিন্-কুল্থূম।" ইহা শুনিয়া 'অম্র্-বিন্-কুল্থূম্কে বাদশাহ নিজের দরবারে আমন্ত্রণ জানাইলেন

এবং তাঁহার মাতা লৈলাকেও সঙ্গে আনিতে বাদশাহের মাতা হিন্দের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে ('অম্‌র্‌কে) অনুরোধ করিলেন। 'অম্‌র্ বাদশাহের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর, 'অম্‌র্-বিন্-কুল্‌থূম্ ও তাঁহার মাতা লৈলাকে অভ্যর্থনা দান করিবার জন্য বাদশাহ হীরহ্ ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যস্থলে এক বিশাল পট-মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন। কিছু সংখ্যক তঘলিব্ গোত্রীয় লোকজনসহ 'অম্‌র্-বিন্-কুল্‌থূম্ এবং এই গোত্রীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত রমণীসহ তাঁহার মাতা লৈলা যথাসময়ে হীরহ্-য় উপস্থিত হইলেন। 'অমর্‌কে বাদশাহ পটমণ্ডপে অভ্যর্থনা দান করিলেন এবং তাঁহার মাতা লৈলাকে বাদশাহের মাতা হিন্দ্ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। পটমণ্ডপে বাদশাহের সহিত 'অম্‌র্-এর স্থান ও নিকটবর্তী এক তাঁবুতে হিন্দ্-এর সহিত লৈলার স্থান হইল।

বাদশাহ পূর্বাহ্নেই একটি ষড়যন্ত্র ফাঁদিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাতাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, অতিথি যখন বাদশাহের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, তখন যেন তাহার মাতা সমস্ত চাকর-বাকরকে তাঁহার কাছ হইতে সরিয়া যাইতে বলিয়া রাখেন। ইহাতে লৈলা বাদশাহের মাতা হিন্দের পরিচর্যা করিতে বাধ্য হইবেন।

এই পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুসারে বাদশাহের মাতা তাঁহার অতিথি-অভ্যাগতদের সহিত তাঁবুতে একা ছিলেন। আদর-আপ্যায়ন চলিতেছিল। এই সময় হঠাৎ বাদশাহ-জননী বলিলেন, "লৈলা বিবি, আমাকে খাবার থালাটি একটু উঠিয়ে দিন তো!" লৈলা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "যাঁর প্রয়োজন, তিনি স্বয়ং দাঁড়িয়ে উঠিয়ে নিতে পারেন।" বাদশাহের মাতা হিন্দ্ বারংবার লৈলাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং কিছুতেই লৈলার অস্বীকৃতির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা লৈলা চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো অপমান, অপমান! এগিয়ে এস তঘ্‌লিব গোত্রীয়েরা, এগিয়ে এস।" 'অম্‌র্-বিন-কুল্‌থূম্ যখন তাঁহার মায়ের এহেন আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন, তখন ক্রোধে তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। মায়ের অপমানে তাহার সমস্ত শরীর রাগে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন তাঁবুর দেওয়ালে একটি তরবারি ঝুলিতেছিল। তিনি এক

নাফে এই ঝুলন্ত তরবারিটি তুলিয়া লইয়া ইহার এক আঘাতেই বাদশাহকে হত্যা করিলেন এবং সঙ্গীগণকে শাহীমহল লুণ্ঠন করিতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে শাহীমহলের সাজসরঞ্জাম ও উষ্ট্রাদি লুণ্ঠিত হইল। তঘ্‌লিব গোত্রীয়েরা দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর 'অমর্‌-বিন্‌-কুল্‌থুম্‌ তাঁহার কস্বীদহ্‌-টি অর্থাৎ মু'অল্লকহ্‌-টি লিখিয়া ফেলেন। ইহা প্রথমে উদ্দীপনা সহকারে 'উকাজ-এর মেলায় গীত হইয়াছিল এবং পরে হজ্জ-এর মৌসুমে উৎসাহভরে পঠিত হইত। তঘ্‌লিব্‌-গোত্রের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কস্বীদহ্‌-টি কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিল এবং সর্বদা পাঠ করিতে থাকিত। বকর-গোত্রীয় এক কবি তঘ্‌লিব্‌-গোত্রীয়দিগকে বিদ্রূপ করিতে গিয়া যে একটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা এই তথ্যটির সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায়,—

أَلْهَى بَنِي تَغْلِبٍ عَنْ كُلِّ مَكْرُمَةٍ

قَصِيدَةٌ قَالَهَا عَمْرُو بْنُ كُلْثُومِ

অনুবাদ

তগ্লিবে ভুলাতে তার সর্বশুভ কাজ,

আমর, কুল্‌সুম-পুত্র, কবিতা-বিরাজ।

(খ) কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন

প্রাগৈসলামিক যুগের আরবী কবির যে-সমস্ত গুণ থাকার প্রয়োজন ছিল, পঞ্চম মু'অল্লকহ্‌ রচয়িতা কবি 'অম্‌র্‌-বিন্‌-কুল্‌থুম্‌-এর মধ্যে তাহার প্রায় সমস্তগুলিই স্ফুরিত হয়। শৌর্যে, বীর্যে, গোত্র-প্রীতিতে, উদগ্র আত্মমর্যাদা-বোধে, দেদার সুরাপানে এবং উন্নতমানের কবিত্ব-শক্তিতে কেবল ইম্‌রু'উ-ল্‌-কৈস্‌ ব্যতীত অন্য কোন বেদুঈন কবি হইতে তিনি কোন অংশে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তদ্রচিত মু'অল্লকহ্‌টি এই সমস্ত গুণের একটি উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। অতি সংক্ষেপে এই গীতিকায় (কস্বীদহ্‌) বর্ণিত বিষয়গুলি অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :-

১। বিদায়-প্রাক্কালিক প্রিয়া-বিলাসে সুরার মাহাত্ম্য।
২। বিদায়-প্রাক্কালিক প্রিয়ার প্রতি কবির নিবেদন।
৩। কবি-প্রিয়ার রূপ-বর্ণনা।
৪। প্রিয়ার বিচ্ছেদ-ব্যথা।
৫। 'অমর-বিন্-হিন্দ্‌কে লক্ষ্য করিয়া কবির অতীত শৌর্যের বর্ণনা।
৬। তঘ্‌লিব্‌-শত্রু 'অম্‌র্‌-কে কবির সতর্কীকরণ।
৭। কবি কর্তৃক নিজ গোত্র ও মিত্রগণের মহিমা-প্রচার।
৮। রণাঙ্গনে কবি ও তৎগোত্রীয়দের বীরত্ব-বর্ণনা।
৯। রণক্ষেত্রে কবি-গোত্রীয়দের অশ্ব ও রমণীদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার বিবৃতি।
১০। কবির অকুণ্ঠ স্বগোত্র-প্রশস্তি।

উক্ত বিষয়-বিশ্লেষণটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়াও, মু'অল্লকহ্‌-রচনার আনুষ্ঠানিক ভূমিকায় বর্ণিত "প্রিয়া-বিচ্ছেদ" আনুষ্ঠানিক নহে। কবি ইমরু'উ-'ল্‌-কৈস্ (৪৮০-৫৪০ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত "প্রিয়া-বিচ্ছেদ-বর্ণনা" তাঁহার গীতিকায় যে-রীতিতে ও যে-ভঙ্গিতে বর্ণিত হইয়াছে, 'অম্‌র্‌-বিন্‌-কুল্‌থূমের মু'অল্লকহ্‌ ব্যতীত অন্য সমস্ত মু'অল্লকহ্‌-তে সে-রীতি ও সে-ভঙ্গীতে তাহা অনুকৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কবি 'অম্‌র্‌-বিন্‌-কুল্‌থূমের কথা স্বতন্ত্র। তিনি কবি ইম্‌রু'উ-'ল্‌-কৈস্ প্রভৃতি পূর্বসূরীকে মু'অল্লকহ্‌-এর ভূমিকা রচনার ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিয়াছেন, এমন কথা বলা যায় না। তবে, তিনি তাঁহাদিগকে অনুকরণ করেন নাই,—অনুসরণ করিয়াছেন।

অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান, 'অমর-বিন্‌-কুল্‌থূমের মু'অল্লকহ্‌-এর ভূমিকা এবং অন্যান্য কবির মু'অল্লকহ্‌-এর ভূমিকার মধ্যে ঠিক সেই প্রভেদ বিদ্যমান। অনুকরণের মধ্যে অনুকারীর প্রাণের, ইচ্ছার অথবা বুদ্ধির কোন নিজস্ব প্রকাশ নাই; যত ভাল করিয়া মূলের নকল করা যায়, ততই অনুকরণের জন্য প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জিত হয়। আর, অনুসরণের মধ্যে অনুসরণ-কারীর হৃদয়ের, ইচ্ছার ও বুদ্ধির স্পর্শ ফুটিয়া উঠে। তাই, অনুকরণ প্রাণহীন মূর্তি বিশেষ, আর অনুসরণ সজীব ও প্রাণবন্ত সত্তা। অতি সহজে বুঝাইতে গেলে

বলিতে হয়, অনুকরণ যান্ত্রিক ক্যামেরায় গৃহীত আলোক-চিত্র (photograph), আর অনুসরণ চিত্রকরের মনের রঙে রঙীন, তুলীর রঙে সজীব ও হাতের কৌশলে আঁকা শিল্পনিপুণ একখানি চিত্র।

'অমর-বিন্-কুল্‌থুমের মু'অল্লকহ্-র ভূমিকায় কবি গতানুগতিক "বিচ্ছেদ" বর্ণনা করেন নাই। ইহাতে বিচ্ছেদ গৌণ এবং মিলন মুখ্য। অবশ্য, আঙ্গিক বজায় রাখিতে গিয়া মিলনকে "বিচ্ছেদ-প্রাক্কালিক মিলন"রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ন্যাকামিপূর্ণ কান্না অথবা রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া চক্ষে 'হজল'-প্রয়োগে অশ্রুসিক্ত হওয়ার অভিনয় নাই। বরং তৎস্থলে বিদায়কালিক প্রিয়া-বিলাসে সুরার উজ্জ্বলতা ও আনন্দ-বর্ধন ক্ষমতার মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রাগৈসলামিক আরবে ইহাই স্বাভাবিক ছিল। স্থান ত্যাগের পূর্বে কবি-প্রেয়সীর সহিত যখন কবির মিলন হইল,—সম্ভবতঃ এই মিলন পূর্বপরিকল্পিত ছিল,—তখন ইহা উপভোগের মিলন না হইয়া যায় না। উপভোগের প্রধান উপাদান শরাব, মদিরা। ইহার পরিবেশনের জন্য কবি তাঁহার প্রেয়সীকে অতি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বুদ্ধ করিতেছেন,—

'অলা হুব্বী বিস্বহনিক ফ-অস্বহীনা
'অলা তুব্‌কী খুমুর-'ল্-'অন্দরীনা॥
মুশ'শ'অর্তান্ ক-'অন্ন-'ল্-হুস্ব ফীহা
ইদা মা-'ল্-মা'উ খালতুহা সখীনা।
তজুরু বিদি(য়)-'ল্-লুবানতি 'অন্ হবাহ
'ইদা মা দাকহা হত্তা(য়) য়লীনা॥

অনুবাদ

ওঠো সখি! দাও গো শরাব বিরাট তোমার পাত্র ভরি',
আন্দরীনের মধুর শরাব কাহার লাগি রাখবে ধরি॥
উষ্ণবারির সঙ্গে মিশাও,—জাফরানী রং ধরুক এতে,
কাটুক মনের কৃচ্ছ্র-স্বভাব সেই শরাবের নেশায় মেতে॥
মিটায় সখি! সেই শরাবে প্রেমিক-মনের দহন জ্বালা,
মিটায় মনের সব দীনতা চুমুক দিলে সেই পয়ালা॥

এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেহ কেহ মনে করেন 'অম্‌র্‌-বিন্‌-কুল্‌থূ মের মু'অল্লকহ্‌-এর প্রথম আটটি মদিরা-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক শ্লোক পরবর্তী সংযোজন। অবশ্য, এই পরবর্তীকালও সুপ্রাচীন। এমন মনে করার পক্ষে কোন সঙ্গত কারণ নাই। যাঁহারা এই কথা ভাবেন, তাঁহারা নিশ্চয় 'অম্‌র্‌-এর মু'অল্লকহ্‌-র ভূমিকার সহিত অন্য মু'অল্লকহ্‌-র ভূমিকাগুলির হুবহু মিল না দেখিয়াই এমন একটি অযৌক্তিক কথা চিন্তা করিয়া থাকিবেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 'অম্‌র্‌ 'অনুসারী' ছিলেন,—'অনুকারী' নহেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার মু'অল্লকহ্‌-র ভূমিকাটুকুতেই তাঁহার মৌলিকত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বিরহ-পরবর্তী মিলন মুহূর্ত যেমন অনুভূতিঘন ও মধুর, বিরহ-পূর্ববর্তী মিলন-কালও তেমন অনাবিল আনন্দঘন। বাংলার কবির ভাষায় বলিতে গেলে এই সময়েই দয়িত ও দয়িতা "দুহু কোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। এক তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।" প্রেমিকের বিরহকালীন হাহুতাশ ও দীর্ঘশ্বাসে কোন নূতনত্ব নাই ; কিন্তু বিচ্ছেদপূর্ববর্তী মিলন-চিত্র আরবী কবিতায় সুলভ নহে। ইহা নিশ্চয় 'উকাজের মেলার সাহিত্য-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। নতুবা ইহা তথায় সমাদৃত হইত না।

কবি 'অম্‌র্‌-বিন্‌-কুল্‌থূ মের কবিতা মানবতা-বোধের স্বাক্ষর বহন করে। তিনি তঘ্‌লিব্‌ গোত্রের কবি। শৌর্য-বীর্য ও আত্মমর্যাদা-বোধের জন্য তখনকার আরবে এই গোত্রের বিশেষ খ্যাতি ছিল। আলোচ্য কবিতায় কবির গোত্রীয় মর্যাদা প্রকাশের উগ্র-মানসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা কাহারও কাহারও আধুনিক শালীনতা-বোধকে পীড়িত করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, আধুনিক শালীনতাবোধ লইয়া প্রাগৈসলামিক বেদুঈন শালীনতা-বোধকে বিচার করা চলে না। কেননা, দুই কাল ও দুই নৈতিকতা-বোধ একরূপ নহে। ফলতঃ, বেদুঈন কবি পরিবারের এবং গোত্রের মর্যাদার মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত। তিনি কোন নিরপেক্ষ সত্তা নহেন। সুতরাং, তাঁহাকে তাঁহার নিজের ও নিজ গোত্রের নৈতিকতা দিয়া বিচার করিতে হইবে।

যেই পটভূমিতে অর্থাৎ যে ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া, এই মু'অল্লকহ্‌ লিখিত হয়, সে-কথা পূর্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পুনরুক্তি এই স্থলে নিষ্প্রয়োজন। এই পটভূমিকায় 'বিচ্ছেদ-বেদনার ন্যাকামি' প্রারম্ভিক শ্লোকে

বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে যাওয়া যে একান্তই বেমানানো একটা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত, তাহা কবি খুব ভালরূপেই বুঝিয়া থাকিবেন। কারণ, তাঁহার এই গীতিকা (কসীদহ) যুদ্ধের প্রলয়-বিষাণ ; যমুনা—পুলিনের তমালতলে বাদিত কালার বাঁশরী নহে। তথাপি, মু'অল্লকই-র একটা আঙ্গিক (form) বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই পূর্বসুরীদের অনুসরণ ভূমিকায় বিচ্ছেদ-বেদনার আমদানী করিতে হইয়াছে। এই বিচ্ছেদ-বেদনা মাত্র চারিটি (৯১-৯২) শ্লোকেই শেষ হইয়াছে। অধিকন্তু, ইহা যে কতখানি কৃত্রিম, তাহা নিম্ন শ্লোকটি হইতেই বুঝিতে পারা যায়,—

ব-লা শম্‌ত্বা'উ লম্ য়ত্রুক্ শকাহা
লহা মিন্ তিস্'অতিন্ ইল্লা জনীনা ।।

অনুবাদ

বৃদ্ধা সেও আমার মতো জ্বল্‌ছে না তো ব্যথার দুঃখে,
নয়টি যাহার রত্ন বুকের ঢুক্‌লো সবাই মাটির বুকে ।।

এই দায়সারা কৃত্রিম বিচ্ছেদ-বেদনার কথা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া কবি মূল বক্তব্য-বিষয়ে নামিয়া গিয়াছেন। এই খানেই কবির প্রকৃত কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই খানেই কবি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, এই খানেই কবি বেদুঈন ; তাই তিনি 'আপনারে ছাড়া করে না কাহারে কুর্নিশ'। তাঁহার মাতাও বাদশাহের মাতাকে কুর্নিশ করিতে পারেন নাই। তাই, তিনি বাদশাহকে শুনাইয়া দেন,—

নুত্বা'ইনু মা তরাখ(য়)-'ন্নাসু 'অন্না
ব-নধ্‌রিবু বি-'স্-সুয়ূফি ইদা ঘুশীনা ।।

অনুবাদ

বর্শা হানি শত্রু যখন নাগাল সীমায় পায়না মুখে ;
যখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে অসি বসাই তাদের বুকে ।।

কবি শুধু নিজের শৌর্য-বীর্য ও যুদ্ধক্ষমতা বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি অকপটে ও নির্ভয়ে তাঁহার তঘ্‌লিব-গোত্রের অতীত বাহাদুরী ও যুদ্ধবাজির কথা শুনাইয়া দিয়া বাদশাহ 'অম্‌র্‌-বিন্‌-হিন্দ্‌কে বজ্রকণ্ঠে সাবধান করিয়া দিয়াছেন,—

'অলা লা য়'লমু-'ল্‌-'অক্‌ব্রামু 'অন্না
তধ'ধ'না ব্র 'অন্না কদ্‌ ব্রঁননা ॥

অনুবাদ

হও সাবধান, কেউ ভেবো না, আমরা সহায় শক্তিহারা,
নয় হে নয় তা', আমরা আজো তেম্‌নি সবল তেমনি খাড়া ॥

(গ) পঞ্চম মু'অল্লকহ্‌

কাব্যানুবাদ

বিদায়-প্রাক্কালিক প্রিয়া-বিলাসে সুরার মাহাত্ম্য

(১) ওঠো সখি! দাও গো শরাব
বিরাট তোমার পাত্র ভরি,
আন্দরীনের[১] মধুর শরাব
কাহার লাগি রাখবে ধরি?

(২) উষ্ণ বারির সঙ্গে মিশাও,—
জাফরানী রং ধরুক এতে,
কাটুক মনের কৃচ্ছ্র-স্বভাব
সেই শরাবের নেশায় মেতে।

১ আন্দরীন—উৎকৃষ্ট সুরার জন্য প্রসিদ্ধ তৎকালিক সিরিয়ার একটি গ্রাম।

(৩) মিটায় সখি! সেই শরাবে
প্রেমিক-মনের দহন-জ্বালা,
মিটায় মনের সব দীনতা
চুমুক দিলে সেই পেয়ালা।

(৪) দাও সে শরাব নেশায় যাহার
কৃপণ তাহার স্বভাব ভোলে,
দেখবে দেদার ঢালবে কড়ি,
গৃধ্নু মুঠের অর্থ খোলে।

(৫) উম্মে আমর[২]! পাত্র সুরার
চালিয়ে দিলে উল্‌টো পথে,
নিয়ম মাফিক চক্র সুরার
আসতে হতো ডাহিন হ'তে।

(৬) উম্মে আমর! সে তিন জনা
যাদের তুমি দিচ্ছ শরাব,
দুর্ভাগা এ বন্ধু তোমার
তাদের চেয়ে কিই বা খারাব!

(৭) পান করেছি 'বালবকা'তে[৩]
পান করেছি দামিশ্‌কতে[৪]
'কাসেরিনায়'[৫] পিইছি আরো
অনেক দিনে অনেক রাতে।

---

২ উম্মে আমর—কবির প্রেয়সীর নাম।
৩ বালবক—প্রসিদ্ধ একটি স্থানের নাম।
৪ দামিশ্‌ক—ইরাকের তৎকালীন প্রসিদ্ধ নগরী।
৫ কাসেরিনা—বিখ্যাত স্থান।

বিদায়-প্রাক্কালিক প্রিয়ার প্রতি কবির নিবেদন

(৮) মরণ নিঘাত লিখাই যখন
তোমার আমার সবার তরে,
কেউ রব না এই ধরাতে
জীবন নিয়ে দু'দিন পরে।

(৯) তাই বিদায়ের পূর্বে খানিক
থামাও তোমার বাহন প্রিয়া,
মনের কথা জানাই তোমায়
উজাড় করো তোমার হিয়া।

(১০) খানিক থামাও সুধাই তোমায়
বিচ্ছেদ একি বিদায় বেলা ?
কিংবা সরল বন্ধু সনে,
ছিল তোমার কপট খেলা।

(১১) সেই সময়ের দারুণ দিনে
তোমার জ্ঞাতি ভ্রাতৃ-স্বজন,
দেখে আমার অস্ত্র কুশল
জুড়িয়েছিল তাদের নয়ন।

(১২) আজ কিবা কাল পরশু সনে
যেই কাহিনী জড়িয়ে আছে,
নেই কো জানা তোমার প্রিয়া
তাই তো বলি তোমার কাছে।

কবি-প্রিয়ার রূপ-বর্ণনা

(১৩) শত্রুগণের চোখ এড়িয়ে
ঢুকবে যখন সঙ্গোপনে,
আমার প্রিয়ার রূপ মাধুরী
দেখতে পাবে দুই নয়নে।

(১৪) আমার প্রিয়ার যুগল বাহু
দীর্ঘ নিটোল, শুভ্র উজ্জ্বল,
কণ্ঠ-দরাজ শুভ্র সতেজ,
বন্ধ্যা-উটের জঙ্ঘা যুগল।

(১৫) হস্তী-দাঁতের কৌটা যেন
যুগল কলি বক্ষোপরি
কোমল ; তা'তে কেউ করেনি
স্পর্শ কভু হায়রে মরি।

(১৬) দেখবে তুমি আমার প্রিয়া
দীর্ঘ কোমল জঙ্ঘা তারি,
মাংস ভারে চলন ধীরে
নিতম্ব তার এমনি ভারী।

(১৭) দুয়ার ভেদি চলতে কঠিন
নিতম্ব তার মাংসে ভরা,
অপূর্ব তার কটির গড়ন,
হৃদয়হরা, পাগল করা।

(১৮) হাতির দাঁতের সুঠাম নলা
কিংবা উজল পাথর গড়া,
যুগল পায়ে গুজে ধীরে
আট্‌কে পরে নূপুর পরা।

প্রিয়ার বিচ্ছেদ-ব্যথা

(১৯) বৎস-হারা উষ্ট্রী তত
হয় না ব্যাকুল বৎস শোকে,
প্রিয়ার বিচ্ছেদ অধিক তাহার
বা[illegible] [illegible]-লোকে।

(২০) বৃদ্ধা সেও আমার মতো
জ্বলছে না তো ব্যথার দুঃখে,
নয়টি যাহার রত্ন বুকের
ঢুকলো সবাই মাটির বুকে।

(২১) নতুন করে প্রিয়ার স্মৃতি,
জাগলো সেদিন হৃদয় মেলা,
উষ্ট্রী প্রিয়া হাঁকিয়ে নিয়ে
চললো যেদিন সাঁঝের বেলা।

(২২) ভাঙলো যখন সেই ইমামা
উচ্চপটে উঠলো ফুটে,
উন্মোচিত তীক্ষ্ণ অসির
ফলকসম হাতের মুঠে।

'অমর-বিন্-হিন্দ্'কে লক্ষ্য করিয়া কবির অতীত শৌর্য-বর্ণনা

(২৩) হিন্দ[৬] তনয় ওমর! খানিক
স্বস্তু ছেড়ে সুস্থে শোন,
বলবো তোমায় সেই কাহিনী
কইনি যাহা আর কখনো।

(২৪) লড়াইর মাঠে যেতাম যখন
হাতে শুভ্র বর্শা লয়ে,
ফিরতে ঘরে সেই সে সড়কি,
উঠতো খুনে রঙীন হয়ে।

(২৫) হইনি রাজী গোলাম হতে
রাজা কিংবা বাদশা কারো,
কতোই ছিল তুমুল লড়াই
নুইনি তা'তে একটি বারো।

(২৬) আতজনের করতে সেবা
কতোই ছিল গোত্র-পতি,
মুকুট-শাহী পরতো শিরে
গুণ গরিমায় উচ্চ অতি।

(২৭) অশ্ব নিয়ে পড়ছি ভেঙ্গে
গোত্র-রাজের মাথার পরে,
জড়িয়ে যেত বল্‌গা গলায়
অশ্ব বিফল ত্রিপদ ভরে।

(২৮) নিতাম মোরা দখল করে
তুলুহ্[৭] থেকে শামাত[৮] গিরি.
তাড়িয়ে দিতাম শত্রুগণে
দেখতো না আর পিছন ফিরি।

(২৯) পাড়ার কুকুর উঠতো খেঁকে
যুদ্ধ সাজে মোদের দেখে,
শত্রুগণের সকল কাঁটা
দিতাম ছেটে নাগাল থেকে।

(৩০) পড়তো যদি কেউ কখনো
মোদের যুদ্ধ-যাঁতার কলে,
মুক্তি তাদের জুটতো না আর
পিষ্ঠ হতো যাঁতার তলে।

(৩১) পেষণ যাঁতার শস্য থলে
ছিল পূরব নজ্‌দবাসী[৯]
শস্য স্বরূপ গণ্য হতো
কোযা[১০] কুলের মানুষরাশি

(৩২) নেহাৎ কুটুম তাইতো ত্বরিৎ
তুষছি আদর আপ্যায়নে,
ঘটলে দেরী হয়তো শেষে
নিন্দে যদি রুষ্ট মনে।

৭ তুলুহ—একটি স্থান।
৮ শামাত—একটি পর্বত অথবা সিরিয়ার একটি অঞ্চলের নাম।
৯ শরকীই নজ্‌দিন—পূর্ব নজ্‌দ্ অঞ্চল।
১০ কুযা'আহ্—বনু কুযাআহ্ গোত্র।

(৩৩) তোমরা অতিথ তাই তোমাদের
তুষতে আদর যতন ভরে,
ভোর না হতে যুদ্ধ-জাঁতা
সামনে ধরি যতন করে।

(৩৪) সদাই রাখি হস্ত উদার
স্বজন তরে সদাই ভাবি,
চাই না কিছুই তাদের কাছে
পুরাই তাদের সকল দাবী।

(৩৫) [illegible] হানি শত্রু যখন
নাগাল সীমায় পাল্লা মুখে ;
যখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে,
অসি বসাই তাদের বুকে।

(৩৬) ধূসর বরণ বর্শা চালাই
খিতেয়[১১] গড়া তীক্ষ্ণ ফলা ;
সতেজ অসি চালাই জোরে
তৃণের সম কাটতে গলা।

(৩৭) কাঁকর শীলাকীর্ণ মাঠে
গড়ায় বীরের মাথার খুলি,
কাঠের মাঝে লুটায় যেন
উটের নাড়ি ভুঁড়িগুলি।

---

১১ খিত—ইয়ামামার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম। সেকালে অস্ত্র নির্মাণের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ ছিল।

(৩৮) ছেদন করি শত্রুদলের
গ্রীবাগুলি অস্ত্রাঘাতে,
দন্ত-বিহীন ধারাল অসি
বেদম চলে মুণ্ডপাতে।

(৩৯) হিংসা দ্বেষের বহ্নিশিখা
উঠ্‌বে জেগে তোমার পরে,
উদ্‌গারিবে গুপ্ত ব্যধি
লুপ্ত ছিল যা' অন্তরে।

(৪০) 'আদনানী-রা সবাই জানে
মোদের পূর্বপুরুষগণে,
সেই মহিমার রক্ষা হেতু
বর্শা ভাজি শত্রু সনে।

(৪১) ভয় বিপদে পড়্‌শি সবাই
উপড়ে যখন তাঁবুর খুঁটি,
সকল ভুলে আমরা তখন
তাদের বিপদ রুখতে ছুটি।

(৪২) ত্বরিৎ-গতি লুটাই মাথা
শত্রু যখন হয় বেয়াড়া,
কোথায় তখন মাগবে শরণ
পায় না খুঁজে কূল-কিনারা

(৪৩) থাকতো অসি তাদের হাতে
থাকতো অসি মোদের সাথে,
খেলার অসির মতোই যেন
খেলাড়িদের সবার হাতে।

(৪৪) বসন তাদের বসন মোদের
ভীষণ তুমুল সেই সমরে
হাল্‌কা কিবা জমাট খুনে
রঙীন হয়ে উঠতো ভরে।

(৪৫) গোল্লভয়ে আতঙ্কিত
এগিয়ে যাবার নেই ভরসা,
ঘনিয়ে-আসা বিপদ-মাঝে
করুণ যখন তাদের দশা।

(৪৬) অচল, অটল পাহাড় সম
দাঁড়িয়ে গেছি বক্ষ পেতে,
বিপন্নেরে আগল দিতে,
গর্ব মোদের অগ্রে যেতে।

(৪৭) লড়াই-মাঠে জীবন দিতে
গর্ব যাদের সেই যুবারা,
বৃদ্ধ-বহুদর্শী রণে
সহায় হতো মোদের তারা।

(৪৮) আসুক না কেউ, দেখুক জুঝে,
মোরাই সেরা শক্তি বলে,
শত্রু কুলের বংশাবলী
দমন করি অস্ত্র বলে।

(৪৯) শত্রুদলের হাম্‌লা ভীতি
তাদের যখন ঘিরে আসে,
মোদের স্বজন সদল বলে
ছড়িয়ে পড়ে তাদের পাশে।

(৫০) মুক্ত যে দিন শঙ্কা ভীতি
হামলা করার মোদের পরে,
বেরিয়ে পড়ি আমরা সেদিন
সমর সাজে সজ্জা করে।

(৫১) ‘বকর’ তনয় ‘জশম’ পুত্রের[12]
গোত্র পতি রাজার সনে,
এক সমরে গুঁড়িয়ে দিলাম
শক্ত নরম সকল জনে।

(৫২) হও সাবধান, কেউ ভেবো না
আম্‌রা সহায় শক্তিহারা,
নয় হে নয় তা, আম্‌রা আজো
তেমনি সবল, তেমনি খাড়া।

(৫৩) কেউ যেন হে, মোদের সাথে
মূর্খ সম ভুল না করে,
আমরা তবে ভুল করিব,
মূর্খ দেখে ভাগবে ডরে।

তঘ্‌লিব্‌-শত্রু ‘অম্‌র্‌’-কে কবির সতর্কীকরণ

(৫৪) আমর-তনয় হিন্দ তোমার
অন্তরেতে এ-কোন্ আশা ?
রাখলো ঘিরে মোদের যে জন,
হবে তাহার ভৃত্য খাসা ?

১২ জশম বিন্ বকর—তাঘলিব গোত্রের নাম।

(৫৫) আমর-তনয় হিন্দ তোমার
এ-সাধ কেন জাগলো প্রাণে,
নিন্দাকারীর শুনবে কথা
হান্‌তে আঘাত মোদের মানে।

(৫৬) দিচ্ছ ধমক, দেখাও ভীতি,
কাণ্ডটা কি? দাঁড়াও তবে;
তোমার মায়ের ভৃত্য, বল,
আমরা সবাই ছিলাম কবে?

(৫৭) আমর-তনয় হিন্দ শোনো,
এ' নয় কোন নতুন কথা,
শত্রু ভয়ে বর্শা মোদের
নোয়ায়নি ক কভু মাথা।

(৫৮) চাইতো যদি করতে কাবু
কেউ আমাদের মান-মহিমা,
রোধ করছি তাদের গতি
নিরাশ হতো চরম সীমা।

(৫৯) অটুট মোদের বর্শাগুলি
চাইতো যে-জন করতে নত,
বদলাতে তার ছিট্‌কে হঠাৎ
ললাট তাহার করতো ক্ষত। *

কবি কর্তৃক নিজ গোত্র ও মিত্রগণের মহিমা প্রচার

(৬০) পেরেছ কি শুনতে কভু
জশমের-তনয় বকর কুলে,
কেলেঙ্কারীর খোঁটা কোনো
তাদের অতীত পুরুষ তুলে?

১৩ জশম-ইব্‌নে বকর—তাগলিব গোত্রের জনৈক সরদার।

(৬১) সাইফ-তনয় আলকামা যে[১৪]
কেল্লা লুটে আসলো গুণের,
লাভ করেছি আমরা সবে
মান-মহিমা তাদের খুনের।

(৬২) মুহলহিলের[১৫] কীর্তি যশের
অধিকারী আমরা এখন,
'জোহাইর'[১৬] বটে তারও বাড়া
মান-গরবে শ্রেষ্ঠ সে-ধন।

(৬৩) আত্‌তাবেরই[১৭] কীর্তিরাশি
বিরাজ করে মোদের কুলে,
কুলসুমেরই সব মহিমা
সব নিয়েছি মাথায় তুলে।

(৬৪) বীর 'বুরাতের'[১৮] কীর্তি কথা
জানতে তোমার নেইকো বাকী,
সেই বলেতে আমরা বলী
বিপন্নেরে আগ্‌লে রাখি।

১৪ আলকামা ইবনে সাইফ—বনু তাগলিব গোত্রের জনৈক খ্যাতনামা প্রধান।
১৫ মুহলহিল—আলোচ্য কবিতার রচয়িতা আমর ইবনে কুলসুমের মায়ের দিক হইতে উর্ধ্বতন পুরুষ।
১৬ জোহাইর—আমর ইবনে কুলসুমের উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ।
১৭ আত্‌তাব—আমর ইবনে কুলসুমের পিতামহ। কুলসুম আমরের পিতা।
১৮ বুরাত—বনি তাগলিবের জনৈক সরদার।

(৬৫) পূর্বে তারও কুলাইব[১৯] ছিল
মোদের মাঝে যশের খনি,
তাইতো বলি আমরা সবে
কোন্ ধরবে নইকো ধনী ?

(৬৬) যখন বাঁধি কঠিন ডোরে
উষ্ট্র বিষম রজ্জু ফাঁসে,
ছিঁড়ুক দড়ি উষ্ট্র মরুক
কি আর তা'তে যায় বা আসে।

(৬৭) সবার চেয়ে আমরাই সে
দায় বহনে অগ্রগামী,
উক্তি কিবা শপথ যা হোক
সবার আগে আমরা নামি।

(৬৮) খজাজ[২০] চুড়ে জ্বললো যেদিন
অগ্নি-শিখা উজ্জল হয়ে,
সবার চেয়ে এগিয়ে গেছি
আমরা দানের হস্ত লয়ে।

(৬৯) উষ্ট্রগুলি রাখনু বেঁধে
জিল উরাতের[২১] উষর মাঠে,
দুগ্ধবতী উষ্ট্রগুলির
শুষ্ক ঘাসে জীবন কাটে।

১৯ কুলাইব—মুহলহিলের ভ্রাতা।
২০ খজাজা—আরবের বিখ্যাত পর্বত। যুদ্ধ এবং বিপদের সময় সেখানে আগুন জ্বালাইয়া দেশবাসীকে সতর্ক করা হইত।
২১ জিল উরাত—একটি বিশ্রাম মঞ্জিল।

রণাঙ্গনে কবি ও তৎগোত্রীয়দের বীরত্ব বর্ণনা

(৭০) সমর যখন উঠলো বেধে
আমরা রুখি দখিন বাহু,
ভ্রাতৃ আমার বাম বাহুতে
সবল হাতে তাড়ায় রাহু।

(৭১) হান্‌লো আঘাত ভ্রাতৃ আমার
আস্‌লো যারা শত্রু বেশে,

আমরা তাদের হান্‌নু আঘাত
যারা সামনে পড়লো এসে।

(৭২) বন্দী ও ধন বিলুণ্ঠিত
লয়ে তারা ফিরলো ঘরে,
তুচ্ছ করি আমরা সে সব
বাদশাদেরে আনন্নু ধরে।

(৭৩) হটো, হটো, রাস্তা দেখো,
'বকর'[২২]-গোত্র তোমরা সবে।
এখনো কি হয়নি জানা
যুদ্ধ করার ফল কি হবে?

(৭৪) নেইকি মনে সেই ঘটনা
সৈন্য দলে পরস্পরে,
বর্শা হাতে করতো লড়াই
জর্জরিত করতো শরে।

২২ বনু বকর—কবির প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র।

(৭৫) থাকতো মোদের দেহের পরে
ইমন দেশী বর্ম পরা,
দীঘল হতো আসতো নুয়ে
তীক্ষ্ণ অসি হস্তে ধরা।

(৭৬) সেই সময়ে মোদের দেহ
রইত পুরো বর্মে ঢাকা,
চওড়া ঢিলা বর্মগুলি
মধ্যখানে বাঁধন পাকা।

(৭৭) দীর্ঘ দিনের বর্মপরা
খুলে যদি ফেলছি কখন,
দেখতে পেতে দেহের চর্ম
কৃষ্ণ বরণ করলো ধারণ।

(৭৮) বর্ম দেহের পৃষ্ঠ তাহার
কুয়া যেন পূর্ণ জলে,
গুঞ্জে উঠে ছন্দ ভরে
মলয় যখন মন্দ চলে।

রণক্ষেত্রে কবি-গোত্রীয়দের অশ্ব ও রমণীদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার বিবৃতি

(৭৯) যুদ্ধ-দিনের সকাল বেলায়
আমরা চড়ি অশ্বোপরি,
হ্রস্ব পশম পোষ্য চির
নাগাল তাহার পায় না অরি।

(৮০) লড়াই থেকে ফিরতো যখন
তেলতেলে সেই অশ্ব সেরা,
শ্রান্ত রণে উস্‌কো কেশে
জীর্ণ যেন বল্‌গা ছেঁড়া।

(৮১) অশ্ব মোদের ধন মিরাসী
মহান পূর্ব পুরুষ থেকে,
মৃত্যু শেষে বংশাবলীর
জন্যে এ-ধন যাইব রেখে।

(৮২) রণাঙ্গনে বীরাঙ্গনা
সুন্দরীরা রয় পিছনে,
লুণ্ঠে কেহ পর্শে যদি
সজাগ মোরা সর্ব খনে।

(৮৩) সেই নারীরা শপথ মাগে
যে যার আপন স্বামীর কাছে
রণাঙ্গনে শত্রু হাতে
হার মেনে মান লুটায় পাছে।

(৮৪) অশ্বগুলি আন্‌বে ছিনে
আন্‌বে লুটে উজ্জ্বল অসি,
আন্‌বে কে'ড়ে বন্দী সবায়
রজ্জু যারে বাঁধলে কসি।

(৮৫) দেখবে মোদের রণাঙ্গনে
নই আমরা কাতর ডরে,
গোত্র সবাই মোদের ভয়ে
সন্ধি করে পরস্পরে।

(৮৬) রণাঙ্গনে সেই নারীরা
মোদের সাথে গমকে চলে,
শরাব নিশায় বিভোর মাতাল
চলতে যেন সদায় টলে।

(৮৭) [illegible]
রণাঙ্গনে বীরাঙ্গনা,
যেমনি তারা কুল-কামিনী
তেমনি নীতি ধর্ম্মমনা।

(৮৮) রণশ্রান্ত অশ্ব মুখে
যোগায় দানা যত্ন করে,
বলে, "স্বামী নও তোমরা
শত্রু যদি মোদের হরে"।

(৮৯) সমর-মাঠে মোদের সাথী
সেই নারীদের রক্ষা তরে,
অসির ঘায়ে উড়বে মাথা
গোলক হেন শূন্য ভরে।

(৯০) তীক্ষ্ণ যখন হাতের অসি
করবো লড়াই রণাঙ্গনে,
পিতা যেমন সকল ভুলে
রক্ষে আপন পুত্রগণে।

(৯১) অসির ঘায়ে মুণ্ডগুলি
উড়ায় তারা এমন ঠাটে,
সবল শিশু দুপায় খেলে
গোলক যেমন নিখাদ মাঠে।

কবির অকুণ্ঠ স্বগোত্র-প্রশস্তি

(৯২) প্রান্তরেতে স্তম্ভ যখন
উঠলো গড়ে কীর্তি ভরে,
মোয়াদ[২৩] কুলের সবাই তখন
জানলো সকল স্পষ্ট করে।

(৯৩) আম্‌রা সবে অন্ন বিলাই
সবার তরে উদার হাতে;
বিনাশ করি শত্রু কুলে
যুদ্ধ যখন চাপায় মাথে।

(৯৪) আর কেহ নয় আমরাই সে
যারে খুশী দাঁড়াই রুখে,
আমরাই সে যেথায় খুশী
দাঁড়াই গিয়ে বক্ষ ঠুকে।

(৯৫) নেই না তাদের দান দখিনা
হৃদয় বিরাগ যাদের 'পরে,
তুষ্ট হৃদয় যাদের 'পরে
নেই তাদেরে প্রণয় ভরে।

(৯৬) বাধ্যগত মোদের যারা
রক্ষি তাদের বক্ষে তুলে,
ধরি তাহায় কঠোর হাতে
আনুগত্য যে জন ভুলে।

---

২৩ মা'আদ—আরব জাতির পিতৃপুরুষ আদ্‌নানের পুত্র।

(৯৭) মারি যখন হস্তী মারি
লুটি যখন ভাণ্ডার লুটি,
ক্ষুদ কুঁড়োতে তুষ্ট থাকে
ক্ষুদ্র যে সব চুনো পুঁটি।

(৯৮) শুধাও 'তমাহ' গোত্রগণে
শুধাও 'দুমি' গোত্র ডেকে,
লড়াই মাঠে শৌর্য মোদের
কেমন তারা লইল দেখে।

(৯৯) বিলুণ্ঠিত করতে আসে
বাদশা যখন গর্ব মোদের,
দাঁড়াই রুখে, নেই না মেনে
মাথায় বোঝা অসম্মানের।

(১০০) জগৎ মোদের, অধীন সবাই
বাস করে এই ধরায় যারা,
সবল হাতে যাদের ধরি
তখন তারা উপায় হারা।

(১০১) সবাই বলে আমরা জালিম
কিন্তু জালিম নই তো মোটে,
ধ্বংস করি অত্যাচারের
হস্ত যদি কারও ওঠে।

(১০২) স্থল ভূমিতে নেইকো ফাঁকা
বসত মোদের উঠছে ভরি,
তাইতো সারা সাগর জুড়ে
ভাসছে মোদের হাজার তরি।

(১০৪) গোত্রে মোদের যখন শিশু
কোল ত্যজিয়া দাঁড়ায় ভূমে,
ভিন্ন কুলের গোত্র-পতি
সামনে তাহার জমিন চুমে।

॥ ষষ্ঠ মু'অল্লকহ্ ॥

রচিত

'অন্তরহ্-বিন্-শদ্দাদ্

(ক) কবি-জীবনী

কবি 'অন্তরহ্-বিন্-শদ্দাদ্ 'অবস্-গোত্রীয় কবি ছিলেন। ইঁহার বংশ-পরিচয়ে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার বংশ-পরিচায়ক নাম হইল 'অন্তরহ্-বিন্-'অম্র্-বিন্ শদ্দাদ্ ; আবার কাহারও কাহারও মতে, তাঁহার বংশ-পরিচায়ক নাম হইল 'অনতরহ্-বিন্-শদ্দাদ্-বিন্-'অম্র্-বিন্-মু'আবীয়হ্। তাঁহার মাতা একটি হাবশী বাঁদী ছিলেন ; ইঁহার নাম ছিল যবীয়হ্। তাঁহার জীবনের গোড়ার দিকে তাঁহার পিতা তাঁহার জন্মগত সম্বন্ধ অস্বীকার করিতেন। পরে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পাইয়া, পিতাপুত্রের জন্মগত সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছিলেন। সে ব্যাপার কবির জীবনের আর এক প্রধান ঘটনা।

কবির জন্মমৃত্যুর তারিখও সঠিকভাবে জানিতে পারা যায় না। তবে, তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানিতে পারা যায়। তিনি 'দাহিস'-যুদ্ধের শেষের দিকে একজন কবি ও সাহসী বীর-যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। বলাবাহুল্য, বনূ ঘত্বফান্ গোত্রের 'অব্স্ ও দুবয়ান নামক শাখার মধ্যে 'দাহিস্' নামক একটি ঘোটক এবং 'ঘবরা' নামক একটি ঘোটকীর ঘোড়-দৌড়কে কেন্দ্র করিয়া 'দাহিস্'-যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল। এই যুদ্ধ প্রায় চল্লিশ বৎসর স্থায়ী হয়। ইহার স্থায়িত্ব-কাল আনুমানিক ৫৫৩-৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ। সুতরাং, ষষ্ঠ মু'অল্লকহ্-র কবি 'অনতরহ্ এই সময়েই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হধরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের মাত্র এক যুগ (১২ বৎসর) পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে। এই কবি সম্বন্ধে হধরত বলিয়াছিলেন,—

مَا وُصِفَ لِي أَعْرَابِيٌّ قَطُّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَرَاهُ إِلَّا عَنْتَرَةُ

প্রতিবর্ণায়িত

মা বুসিফ লী 'অ'রাবীয়ুন্ কত্তু ফ'অহ্‌বব্তু 'অন্ 'আরাহু 'ইল্লা 'অন্তরহ্

অনুবাদ

'অন্তরহ্ ব্যতীত অন্য কোন 'অ'রাবীর এত প্রশংসা কখনও আমার কাছে পরিকীর্তিত হয় নাই, যাহার ফলে তাঁহাকে দেখার জন্য আমার ইচ্ছা হইয়াছিল।

ইহা হইতে মনে হয়, ইসলামের অভ্যুদয়-কালে মক্কা ও মদীনায় কবি 'অন্তরহ্-র স্মৃতি মলিন হয় নাই। তাঁহার কথা লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং সেই সূত্রেই তাঁহার কথা হধরতেরও কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। দীর্ঘকাল পূর্বে, এমন কি 'দাহিস্'-যুদ্ধের প্রথম দিকেও কবির মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্মৃতি ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়-পট হইতে মুছিয়া যাইত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কবি অন্তরহ্ এক সদ্বংশজাত আরবী ভদ্রলোকের ঔরসে এবং কৃষ্ণকায় নিগ্রো দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিগ্রো দাসীর নাম ছিল যবীবহ্। নিগ্রো মাতার (দাসীর) সন্তান বলিয়া অনেক সময় তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনিতে হইত।

'অন্তরহ্ তাঁহার চাচাতো ভগ্নী 'অব্লহ্-কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সেকালের আরব রীতি অনুসারে কন্যাদের বিবাহের বেলায় চাচাতো ভাইদের দাবী ছিল অগ্রগণ্য। সেই দাবীতেই 'অন্তরহ্ তাঁহার চাচাতো ভগ্নী 'অব্লহ্-কে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই পরিণয়-প্রস্তাব এই বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হয় যে, তিনি দাসীর পুত্র, সুতরাং দাসের অধিক তাঁহার কোন বংশ-মর্যাদা নাই। এই ব্যাপারটি 'অন্তরহ্-এর হৃদয়ে এক অমোচ্য রেখাপাত করে।

অতঃপর, একদা বনূ 'অব্স্-গোত্রের উটগুলি একদল লুণ্ঠনকারী লুটিয়া লইয়া যাইতেছিল। 'অন্তরহ্ চুপচাপ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লুণ্ঠন দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা শদ্দাদ তাঁহাকে এই বিপদের সময় অস্ত্রধারণ

করিতে আদেশ করিলেন। 'অন্তরহ্ পিতাকে বলিলেন, "যুদ্ধের সহিত ক্রীতদাসের সম্পর্ক কি? তাহার কাজ হইল,—শুধু উট দোহন করা এবং উটের পালান বাঁধা।" এই বিপৎ-কালে 'অন্তরহ্-এর সাহায্য পিতার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ায়, পিতা চীৎকার দিয়া বলিলেন, "আক্রমণ কর আক্রমণ কর, তুমি আজ হইতে দাসত্ব মুক্ত হইলে।" অতঃপর 'অন্তরহ্ অস্ত্রধারণ করিয়া যে শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার কবিতার নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটিতে ইহার প্রতিচ্ছবি মিলিতেছে:—

লম্মা র'ঐতু-'ল্-কৌম 'অক্‌বল জম্'উহ্‌ম্
য়তদামরূন কররতু গৈর মুদম্মমী॥
য়দ্'উন 'অন্তর ব্র-'র্-রিমাহ ক'অন্নহা
'অশ্‌তানু বীরিন্ ফী লবানি-'ল-অদ্‌হমী॥

অনুবাদ

সদল বলে সবাই ভেঙ্গে পড়লো যখন আমার 'পরে,
হয়নি তাতে এমন কিছু, যা দেখে কেউ নিন্দা করে।
ডাকলো তারা, "হে আন্তারা, এ-সঙ্কটে তোমায় স্মরি,
অশ্ববুকে বর্শা তখন ঝুলছে যেন কূপের দড়ি।

'অন্তরহ্-এর বীরত্ব, সাহস ও সমর-কৌশল সেই সময়কার আরবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ন্যায় যোদ্ধা তখন 'অব্‌স্-গোত্রের মধ্যে আর একজনও ছিল না। তাঁহার গোত্র যখনই শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইত, তখনই 'অন্তরহ্-র ডাক পড়িত। তাঁহার সমকক্ষ কবিও তখন আরবে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জন্যই তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক যুগ পরেও রসূল-ই-'অক্‌রম্ কবি 'অন্তরহ্-র বহু প্রশংসা শুনিতে পাইয়া থাকিবেন।

'অন্তরহ্ দীর্ঘজীবী কবি ছিলেন। দাহিস্-এর যুদ্ধে তিনি যোদ্ধারূপে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, তাঁহার প্রতিবেশী ত্বৈয়ী-গোত্রের সহিত এক সংঘর্ষে তিনি ৫৯০ খ্রীস্টাব্দের দিকে নিহত হন।

(খ) কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন

আরবের, অবশ্য প্রাগৈসলামিক যুগের আরবের, কবিদের মধ্যে 'অন্তরহ্-বিন্-শদ্দাদ্ অন্যতম খ্যাতনামা কবি। তাঁহার খ্যাতি ঐসলামিক যুগেও ক্ষুন্ন হয় নাই। এই যুগের কবির পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। তাঁহার মু'অল্লকহ্ দাহিস্-যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রচিত হইয়াছিল, এবং বোধ হয় এই কারণেই যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ বর্ণনায় ইহা রোমাঞ্চকর। ইহার শ্লোক সংখ্যা মোট ৮৩; তন্মধ্যে অর্ধেকেরও অধিক শ্লোক যুদ্ধের উত্তেজনপূর্ণ বর্ণনায় রচিত হইয়াছে। চিরাচরিত বিরহ-বর্ণনার পর কিভাবে যুদ্ধ বর্ণনা শুরু হইয়াছে, তাহা মু'অল্লকহ্-টির নিম্ন বিশ্লেষণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :-

১। প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটা দর্শনে কবির আক্ষেপ।

২। কবি-প্রিয়ার বাস্তু-ত্যাগের স্মৃতি-রোমন্থন।

৩। প্রিয়ার অভিসারের উষ্ট্রীর বর্ণনা।

৪। প্রিয়ার প্রতি আবেদন-সূত্রে পান মাহাত্ম্য-কীর্তন।

৫। কবির বীরত্ব-বর্ণনা।

৬। হারানো প্রিয়া প্রসঙ্গে কবির খেদোক্তি।

৭। যুদ্ধক্ষেত্রে কবির শৌর্য-বীর্য বর্ণনা।

৮। ব্যক্তিগত শৌর্য-প্রদর্শন-সূত্রে কবির অশ্বের কৃতিত্ব নির্ণয়।

যুদ্ধ বর্ণনাই এই গীতিকার মূল বিষয়-বস্তু হইলেও, ইহাকে মু'অল্লক্-র আঙ্গিকে রচনা করিবার জন্য কবি চিরাচরিত রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাই ভূমিকায় কবি-প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটা দর্শনে বিরহ-ব্যথা জাগরিত হইবার কাহিনী উত্থাপিত হইয়াছে। ইহা যে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, সে-বিষয়ে কবি সম্পূর্ণ সজাগ। এই মু'অল্লকহ্-র প্রারম্ভিক শ্লোকেই তাঁহার এই আত্ম-সচেতনতা সুস্পষ্ট।

হল্ ঘাদর-'শ্-শু'অরা'উ মিন্ মুতরদ্দমী
'অম্ হল্ 'অরফ্ত-দ্-দার ব'দ তৱহ্হুমী ॥

অনুবাদ

ভেবে-চিন্তে প্রিয়ার পোড়ো-বাস্তুটি হায় চিন্‌নু যখন,
নতুন করে গাই কি বল, গায়নি কোন কবিই কখন ?

অর্থাৎ যাহা পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে কেহ গাহে নাই, বল, কি করিয়া তাহা নূতন করিয়া গাহি ? সুতরাং, অনেক ভাবনা চিন্তার পর যখন প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটা সনাক্ত করিতে পারিয়াছি, তখন এই বিষয়ে কিছু মনোবেদনা ব্যক্ত করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অতঃপর, কবি সেই পুরাতন পথেই তাঁহার চিন্তাধারা প্রবাহিত করিয়া গীতিকাটির উদ্বোধন করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার গীতিকাটি মু'অল্লকহ্-র আঙ্গিকেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নতুবা, ইহা দাহিস-যুদ্ধের বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোন রূপ গ্রহণ করিত না। অধিকন্তু, মু'অল্লকহ্-রূপে দাঁড় করাইবার ফলে ইহার মধ্যে প্রাগৈসলামিক যুগের শরাব-পানের উল্লাস, উষ্ট্রীর দীর্ঘ বর্ণনা ও ঘোড়ার বর্ণনা প্রভৃতি বেদুঈন জীবনের বৈশিষ্ট্য আমদানী সম্ভবপর হইয়াছে। এই সমস্ত মিলে কবিতাটি যুদ্ধ-বর্ণনা-প্রধান একটা প্রচলিত মু'অল্লকহ্-তে পরিণত হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, কবির যুদ্ধ বর্ণনা কল্পনাপ্রসূত নহে ; বরং, তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ কাব্যিক বিবৃতি। ইহা কতখানি উত্তেজনাপূর্ণ ও বাস্তব, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য কবির সহিত এক বীরের যে যুদ্ধ হয়, তাহা নিম্নে অনুবাদের সাহায্যে উদ্ধৃত হইল :-

(৫৮) বীর সে এমন বিশাল দেহ, যেন বিরাট বৃক্ষ মরি।
যুগল পদে চর্মজুতো এমনি সে এক বীর-কেশরী।

(৫৯) অশ্ব রে'খে নামতে ভূমে দেখলে আমায় সেই কেশরী,
দাঁত দু'-পাটি,—নয় গো হাসি,—বিকাশ পে'ল, বিপদ স্মরি।

(৬০) দীর্ঘ বেলা চল্‌লো যখন তুমুল লড়াই তাহার সাথে,
রাঙলো আমার করাঙ্গুলি, জমাট হ'ল রক্ত মাথে।

(৬১) বারেক তাহার দেহের পরে বর্শা ফলায় দিলাম আঘাত,
খাঁটি লোহার ভারত-অসির এক আঘাতে করনু নিপাত।

যুদ্ধ-বর্ণনায় যেমন কবি 'অন্‌তরহ্‌ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অন্য বর্ণনায় তাঁহার গীতিকায় তেমন দীপ্তি না থাকিলেও, স্থানে স্থানে তাঁহার কাব্য-প্রতিভা যেন আশাতীতরূপে প্রদীপ্ত। বিশেষ করিয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় তিনি যেন সরল, প্রাঞ্জল ও মনোহারী। অবশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা প্রাসঙ্গিক। এই স্থলে এমন একটি বর্ণনার দুই শ্লোক উদ্ধৃত হইল ঃ-

(২০) সহ্‌হান্‌ র তস্‌কাবান্‌ ফ-কুল্লু 'অশীয়তিন্‌
য়জ্‌রী 'অলৈহা-'ল্‌-মা'উ লম্‌ য়তস্বররমী।

(২১) র খলা-'দ্‌ বাবু বিহা ফলৈস বিবারিহিন্‌
ঘরিদান্‌ ক-ফি'লি-'শ্‌-শারিবি-'ল্‌-মুতরন্নিমী।

অনুবাদ

(২০) সেই বাদলের সিক্ত ধারায় সবুজ বীথি নিত্য সাঁঝে,
বিরামবিহীন স্রোতের ধারা, নেই যেন ছেদ তাহার মাঝে।

(২১) নিবিড় ঘন সেই বীথিতে গুঞ্জে মিহি কণ্ঠে অলি,
শরাব-নেশায় মত্ত বিভোর কণ্ঠে যেন সুরের কলি।

অন্‌তরহ্‌-এর ন্যায় সৈনিক কবির কাছ হইতে এমন প্রসাদগুণসম্পন্ন কবিতার শ্লোক আশা করা না গেলেও, তিনি যে আরব প্রকৃতির ও আরব সৌন্দর্যবোধের সৃষ্টি, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে, মূলতঃ তিনি সৈনিক ; এবং তাঁহার প্রতিভাও সৈনিকের প্রতিভা। এই প্রতিভা এত দীপ্ত যে, বিরহের দীর্ঘশ্বাসেও তাঁহার এই সৈনিক-প্রতিভাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ তাঁহার কাব্যে সুলভ। এই ধরুন,—

(২৩ আমার প্রিয়ার দিবস-রাতি কাটে কোমল শয্যা 'পরে,
কাটে আমার দিন-রজনী অশ্বপিঠে লাগাম ধরে।

(২৪) ঘুমাই আমি লাগাম ধরে সেই তো কোমল শয্যা আমার,
অশ্ব আমার সুঠাম দেহ সুঠাম দু'পাও রূপের বাহার।

(গ) কাব্যানুবাদ

প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটা দর্শনে কবির আক্ষেপ

(১) ভেবে-চিন্তে প্রিয়ার পোড়ো-
বাস্তুটি হায়, চিন্‌নু যখন,
নতুন করে গাই কি বল,
গায়নি কোন কবি কখন?

(২) শূন্য-ভিটা দেয় গো পীড়া
নাই মুখে তার কোনই ভাষা,
মুখে তাহার মূকের ভাষা
কর্ণ তাহার বধির ঠাসা।

(৩) অঙ্গনে তার উষ্ট্রী বেঁধে
ঠাঁয় দাঁড়িয়ে অনেক বেলা,
দগ্ধ কালো চুলোর কাছে
ঢাল্‌ছি মনের বিষাদ মেলা।

(৪) হে 'আবালার' রিক্ত আবাস!
কওনা কথা আমার সাথে,
লও গো আমার প্রাণের আশিস্
রিক্ত প্রাণের এই প্রভাতে।

(৫) এইতো আবাস, রিক্ত আজি,
পুণ্যময়ী আমার প্রিয়ার;—
কণ্ঠ সলাজ, যুগল নয়ন,
হাস্যময়ী আনন্ তাঁহার।

(৬) স্তব্ধগতি দাঁড়িয়ে হেথায়
বিচ্ছেদ-ব্যথার কাঁদন কাঁদি,
প্রাসাদসম উষ্ট্রী আমার
অঙ্গনে তার পার্শ্বে বাঁধি'।

(৭) 'আব্লা' সে যে আমার প্রিয়া
'জুয়ায়' আজি তাহার শরণ,
আমার আবাস 'মুৎসলামে'
'সামান" কিংবা সুদূর 'হজন'।

(৮) শূন্য টিলা! পরাই তোমায়
পুণ্য আমার আশিস্ মালা,
আমার প্রিয়া উম্মে হাশিম,
শূন্য তাহার পান্থশালা।

৯) শরণ তোমার শত্রু ভূমে
ব্যাঘ্র সম হিংস্র তারা,
তাই 'আবালা'! তোমার লাভের
আশাই কঠিন উপায়হারা।

(১০) আচম্বিতে প্রণয় তাহার
বিঁধলো এসে আমার প্রাণে;
আয়ুর শপথ, তাহার আশায়
গোত্র বধের কি হয় মানে?

(১১) প্রণয় তোমার প্রাণে গাঁথা
ভেবনা ক অন্য কথা,
গোত্র তোমার শত্রু সে হোক,
প্রেমের আসন রবেই পাতা।

(১২) সুদূর বটে মিলন আশা
'উনইজা'তে[১] বসন্ত বাস,
আস্তানা মোর 'গিলাম' ভূমে
তাই তো দেখার আশায় নিরাশ।

কবি-প্রিয়ার বাস্তত্যাগের স্মৃতি-রোমন্থন

(১৩) আঁধার রাতে উটের নাকে
রজ্জু যখন বাঁধলে এঁটে,
ভাবছি আজব নয়তো কিছুই
সত্যি এবার পড়বে কেটে।

(১৪) উষ্ট্রগুলি সে আঙিনায়
ত্রস্তে যখন চিবয় দানা,
বিদায় হবে এই কাফেলা
ছাড়বে প্রিয়া এই ঠিকানা।

(১৫) দুগ্ধবতী উষ্ট্রগুলি
সতেজ দেহ সুঠাম হেন।
কৃষ্ণ বরণ বায়স-দেহে
কৃষ্ণ পালক ঢাকা যেন।

(১৬) পড়ছে মনে প্রিয়ার সরু
উজল বরণ দন্তরাজি,
সিক্ত সুধায় অধর-যুগল,
প্রিয়ায় মনে পড়ছে আজি।

১ (মূল) উনইযা—একটি স্থানের নাম।

(১৭) কিংবা যেন কাছেই ছিল
আতরওয়ালার মেশ্‌কদানি,
মুখটি খোলার আগেই সুবাস
ছড়িয়ে গেল অনেকখানি।

(১৮) কিংবা ঘন বাদলধারায়
শ্যামল বীথি গজিয়ে ওঠা,
নেই তাহাতে চিহ্ন পায়ের,
মলিনতার একটা ফোঁটা।

(১৯) শান্ত ঘন বিজলীহারা
অঝোর ধারা সেই বাদলে,
গর্ত নালা বোঝাই পানি·
উজল 'মোহর' যেমন জ্বলে।

(২০) সেই বাদলের সিক্ত ধারায়
সবুজ বীথি নিত্য সাঁঝে,
বিরামবিহীন স্রোতের ধারা
নেই যেন ছেদ তাহার মাঝে।

(২১) নিবিড় ঘন সেই বীথিতে
গুঞ্জে মিহি কণ্ঠে অলি,
শরাব নেশায় মত্ত বিভোর
কণ্ঠে যেন সুরের কলি।

(২২) বিভোল ভোমর বাজায় তালি
হাতের পরে হস্ত ঠুকে
জ্বালায় কি কেউ চক্‌মকি কাঠ
উপুড়মুখী সামনে ঝুঁকে।

(২৩) আমার প্রিয়ার দিবস রাতি
কাটে কোমল শয্যা 'পরে,
কাটে আমার দিন রজনী
অশ্ব পিঠে লাগাম ধরে।

(২৪) ঘুমাই আমি লাগাম ধরে
সেই তো কোমল শয্যা আমার,
অশ্ব আমার সুঠাম দেহ
সুঠাম দু'পাও রূপের বাহার।

প্রিয়ার অভিসারের উষ্ট্রীর বর্ণনা

(২৫) হায় সাদানের উষ্ট্রী। আমায়
পৌঁছে দিত প্রিয়ার ঘরে,
উষ্ট্রী চির বন্ধ্যা বরে
থন থেকে তার দুধ না ক্ষরে।

(২৬) ভর-রজনী চলার পরেই
চপল গতি পুচ্ছ তুলে,
ক্লান্তি হারা সচল খুরে
টিলার মাটি গুঁড়ায় ধূলে।

(২৭) দিবস শেষে সন্ধ্যা বেলা
সবল খুরে পাহাড় দলি,
কর্ণ-বিহীন উষ্ট্র-পাখীর
হ্রস্ব পদে যায় সে চলি।

(২৮) ঘিরে দাঁড়ায় যাহার পাশে
উট্-পাখিনী দলে দলে,
ইরান দেশের রাখাল ঘিরে
ইমনী উঠ যেমন চলে।

(২৯) পক্ষিণীরা ধায় পিছনে
উচ্চ গ্রীবা লক্ষ্য করি,
উচ্চ মাথা উষ্ট্র পাখী
হাওদা যেন তাম্বু ঘিরি।

(৩০) কিংবা পাখী ক্ষুদ্র মাথা
ডিম্ব রাখে 'জিল আশিরায়'[২]
জুব্বা পরা ভৃত্য যেন
দীর্ঘ পালক যুগল পাখায়।

(৩১) পান করেছে উষ্ট্রী আমার
'হরয', অসি, কূপের বারি,
ডুবায় না মুখ শত্রু কূপে
হোক না তৃষা যতোই ভারী।

(৩২) উষ্ট্রী আমার এমন সজাগ
বাঁচায় পাঁজর চাবুক থেকে,
বাঁচায় যেমন পার্শ্ব তাহার
ভীষণ বিড়াল উঠ্‌লে ডেকে।

(৩৩) রয় সে বিড়াল পার্শ্বে তাহার
উষ্ট্রী রেগে ফুঁপিয়ে ওঠে,
বাঁচায় আপন খাবার জোরে
বাঁচায় আপন দশন চোটে।

২ জিল আশিরা—একটি স্থানের নাম।

(৩৪) বিরামবিহীন দূর গমনে
নিঃস্ব দেহের রইছে বাকী,
পৃষ্ঠোপরি কুব্জ ভারী
পদ-দণ্ডে তায় রাখি।

(৩৫) উষ্ট্রী যখন দূর সফরে
অস্থি-দেহ মাংস নিসাড়,
কূপের তীরে শয়ন-কালে
শব্দ যেন বংশ বিদার।

(৩৬) শ্রান্ত তাহার অঙ্গ হতে
এমন ধারা ঘর্ম ক্ষরে,
অগ্নি-তাপে সিক্ত যেমন
প্রদীপ থেকে গাদলা ঝরে।

(৩৭) ঘর্ম-ধারা গড়িয়ে পড়ে
শ্রান্ত উটের কন্ধ বে'য়ে,
ক্ষিপ্র যখন চলন তাহার
ক্ষিপ্ত যখন আঘাত খে'য়ে।

প্রিয়ার প্রতি আবেদনসূত্রে পান-মাহাত্ম্য-কীর্তন

(৩৮) বৃথাই তোমার চেষ্টা করা
এড়িয়ে যাওয়া বোরকা পরে,
পায়নি রেহাই আমার হাতে
অশ্বারোহী পর্দা ঘিরে।

(৩৯) তাই তো প্রিয়া সহজভাবে
মানো আমার মান-মহিমা,
সহজ সরল নিত্য আমি
জুলুম নাহি ছাড়ায় সীমা।

(৪০) পর্শে যদি পীড়ন আমায়
তখন আমি হারাই সামাল,
তিক্ত রূঢ় কঠোর বেজায়
তিক্ত যেন বনের মাকাল।

(৪১) পান করেছি বিভোর হয়ে
নিদাঘ দিনে দ্বিপ্রহরে,
স্বচ্ছ উজল মুদ্রাগুলি
উড়িয়ে দিছি মুক্ত করে।

(৪২) ঢালছি সুরা হরিৎ বরণ
নকশী পে'লা দখিন হাতে,
কলসী সফেদ হস্তে আরেক
বস্ত্র মুখে ঢাকনা তা'তে।

(৪৩) সেই মদিরা হৃদয় ঢেলে
লুটাই অর্থ উদার হাতে ;
মান-মহিমার শীর্ষে চড়ি
নেইকো খোঁটা নেইকো তা'তে।

(৪৪) সেই শরাবের নেশায় ডুবে
হয়নি খাটো উদার হিয়া ;
মুক্ত আমার হৃদয় কেমন,—
সে তো তোমার জানাই প্রিয়া।

কবির বীরত্ব বর্ণনা

(৪৫) সুন্দরীদের কতোই স্বামী
আছড়ে দিছি লড়াই করে,
রক্তধারা ছুটতো দেহের
দীর্ণ ওঠের শব্দ করে।

(৪৬) ক্ষিপ্র গতি হাতের আঘাত
পৌঁছে যেত অঙ্গে তাদের,
ছুটতো দেহে রক্তধারা
লোহিত বরণ সেই জখমের

(৪৭) হে 'আবালা'! মালেক সুতা
নাই যদি বা ছিলই জানা,
সৈন্যগণে শুধাওনি হায়,
কেন তবে সেই ঘটনা।

(৪৮) অশ্ব-পীঠে নিঃসঙ্কিত
দৃঢ় মুঠে বল্গা ধ'রে,
অস্ত্রধারী শত্রু যখন
হানতো আঘাত অশ্ব 'পরে

(৪৯) লম্ফ দিয়ে অশ্ব বারেক
ছিটকে যেত খানিক দূরে,
ত্বরিত্ পুনঃ ফিরতো যেথায়
ধনুকধারী সৈন্য জুড়ে।

(৫০) শুধাও তাদের বল্বে তারা,
লড়াই-মাঠে ছিল যারাই,
লুটের মালের নেই পরোয়া,
আমার দিল্ যে দরাজ সদাই।

(৫১) কতই ছিল যুদ্ধ মাঠে
অস্ত্রধারী বীর সিপাহী,
ত্রাসে যাদের সৈন্য সবাই
আতঙ্কে ডাক ছাড়তো 'ত্রাহী'।

(৫২) সে সব বীরও পায়নি রেহাই
লড়াই-মাঠে আমার হাতে,
বিঁধতো তাদের অঙ্গ নিঘাত
আমার সবল বর্শাঘাতে।

(৫৩) সেই আঘাতের দারুণ চোটে
চওড়া ক্ষতের সৃষ্টি হতো;
আর্তনাদে আসতো ছুটে
নিশির শিবা, নেকড়ে যতো।

(৫৪) হোক্ সে বড়,—হৃৎ ছিঁড়িত
দারুণ আমার বর্শা তবু;
বর্শা যে মোর করতো না কো
বড়য়-ছোটয় বিচার কভু।

(৫৫) শ্বাপদ পশুর খাদ্য তাহায়
বানিয়ে দিলাম বর্শাঘাতে;
শোভন আঙুল, কনুই-পাণি
চিবিয়ে খেল সমুখ দাঁতে।

(৫৬) ছিন্ন করি অসির ঘায়ে
বর্ম শোভন নকশা-কাটা,
হামলা চালাই সে-বীর 'পরে,
রইল যে এই বর্ম-আঁটা।

(৫৭) দারুণ দিনে জুয়ার মাঠে
তীর চালাতো ক্ষীপ্র হাতে,
ভাট্টিখানা করতো সাবাড়
ঝাণ্ডা নুয়ে আসতো তা'তে।

(৫৮) বীর সে এমন বিশাল দেহ
যেন বিরাট বৃক্ষ মরি!
যুগল পদে চর্ম-জুতো
এমনি সে এক বীর কেশরী।

(৫৯) অশ্ব রেখে নামতে ভূমে
দেখলে আমায় সেই কেশরী,
দাঁত দু'-পাটি,—নয় গো হাসি,—
বিকাশ পে'ল, বিপদ স্মরি।

(৬০) দীর্ঘ বেলা চল্‌লো যখন
তুমুল লড়াই তাহার সাথে,
রাঙ্‌লো আমার করাঙ্গুলি
জমাট হ'ল রক্ত মাথে।

(৬১) বারেক তাহার দেহের পরে
বর্শা ফলায় দিলাম আঘাত,
খাঁটি লোহার ভারত-অসির[৩]
এক আঘাতে করনু নিপাত।

---

৩ মুহাঁন্নদ—আরবী 'মুহাঁন্নদ' শব্দের অর্থ 'ভারতীয় অসি'।

হারানো প্রিয়া-প্রসঙ্গে কবির খেদোক্তি

(৬২) বন্ধু শোন ! সেই 'আবালা'
সুন্দরী সে ভোগ্যা তাহার,
তাইতো আমি বঞ্চিত আজ
বিড়ম্বিত ভাগ্য আমার।

(৬৩) প্রিয়ার খোঁজে তাই পাঠানু
দাসীর গোচর খবর বলে,
তালাশ করো, জানাও তারে
আমার খবর গোপন ছলে।

(৬৪) দাসী এসে বল্লো, "শোনো
শত্রু এখন লক্ষ্য হারা,
তীর থাকিলে মুঠায় এবার
হেলায় শিকার পড়বে ধরা"।

(৬৫) প্রিয়ার সাথে সেই সে দেখা
মধুর বটে ভঙ্গী গ্রীবার
মৃগ-শিশুর কণ্ঠ যেন
ফোটক নাকে, ওষ্ঠে তাহার।

(৬৬) জানি আমি আমার সে নয়,
আমার দানের স্বীকারকারী,
যে-জন স্বীকার করে না দান,
ঘৃণ্য তাহার হৃদয় ভারী।

যুদ্ধক্ষেত্রে কবির শৌর্য-বীর্য বর্ণনা

(৬৭) লড়াই-মাঠে শঙ্কা ভয়ে
ওষ্ঠে দাঁতে খিল্ এঁটে যায়,
আমার চাচার শেষ অছিয়ত্
থাকতো আঁকা হৃদয় পাতায়।

(৬৮) এমন ভীষণ লড়াই ছিল
তীব্রতা যার সর্বনাশা,
বর্ণনাতে বীরের মুখেও
হারিয়ে যেত মুখের ভাষা।

(৬৯) ঘোর সমরে বর্শা মুখে
নিল যখন আমার শরণ,
ভয় করিনি মোটেই, বটে,
হয়নি সুযোগ অগ্রগমন।

(৭০) সদলবলে সবাই ভেঙ্গে
পড়লো যখন আমার 'পরে,
হয়নি তা'তে এমন কিছু
যা দেখে কেউ নিন্দা করে।

(৭১) ডাকলো তারা, "হে আন্তারা!
এ-সঙ্কটে তোমায় স্মরি",
অশ্ববুকে বর্শা তখন
ঝুলছে যেন কূপের দড়ি।

ব্যক্তিগত শৌর্য প্রদর্শন-সূত্রে কবির অশ্বের কৃতিত্ব-নির্ণয়

(৭২) এগিয়ে দিছি সমুখ পানে
অশ্ব-গ্রীবা বক্ষ তাহার,
রক্তধারায় লোপাট হতো
অস্ত্রাঘাতে অশ্ব আমার।

(৭৩) বিঁধতো এসে বক্ষে তাহার
বর্শা-ফলক শত্রু হাতে,
নালিশ জানায় আর্তনাদে
অশ্রুধারায় নয়ন পাতে।

(৭৪) অশ্ব আমার করতো নালিশ
থাকতো যদি তাহার ভাষা,
জানতো যদি কইতে কথা
কইতো বটে বাক্য খাসা।

(৭৫) পরাণ আমার উঠতো ভরে
হৃদয় হতো ক্লান্তিহারা,
ডাকতো যখন সবাই আমায়,
"এগিয়ে এস, হে আন্তারা"।

(৭৬) বর্ণ বিরূপ, শ্রান্ত রণে
যেই লগনে শরণ মাগে
হ্রস্ব-পশম অশ্ব আমার
কোমল মাঠের প্রান্তভাগে।

(৭৭) বাধ্যগত বাহন আমার
চালাই খুশী যেদিক পানে,
বিবেক আমার নিত্য সাথী
অটুট নীতি অটল প্রাণে।

(৭৮) ঘটবে দেখা তোমার সাথে
সুযোগ তাহার রইল না আর,
তাই যা জানো হৃদেয় রাখ,
আর না-জানা সেই সমাচার।

(৭৯) 'বগীয'[৪] কুলের বর্শা পাতা
বক্ষ তোমার লক্ষ্য করে,
উস্কে দিয়ে জড়িয়ে দিল
নির্দোষীদের এই সময়ে।

(৮০) বাড়িয়ে দিনু অশ্ব যখন
বক্ষে তাহার রক্তধারা,
হাদিম[৫] কুলের যোদ্ধাযুগল
সেই সুযোগে পালায় তারা

(৮১) সদাই মনে শঙ্কা জাগে
হঠাৎ যদি মরণ আসে,
ঘুরবে না যে যুদ্ধ চাকা
জমজমীদের সর্বনাশে।

---

৪ বগীয কুল – বনু আবস এবং বনু যিয়ান গোত্রদ্বয়।
৫ হাদিম – তাই গোত্রের জনৈক প্রধান।

(৮২) দেইনি কখন তাদের গালি
তারাই গালি বংশে হানে,
সামনে আসার নেইকো মুরাদ
অসাক্ষাতে রক্ত মানে।

(৮৩) করুক না যা করতে পারে
আসে তাতে যায় বা কিবা,
ফেলছি ছুঁড়ে বাপকে তাদের
যেথায় হিংস্র শকুন, শিবা।

॥ সপ্তম মু'অল্লকহ্ ॥

রচিত

হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্

(ক) কবি-জীবনী

সপ্তম মু'অল্লকহ্-প্রণেতা হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ বকর গোত্রীয় কবি ছিলেন। বকর-বিন্-ব্রা'ইল্ এই গোত্রের পূর্বপুরুষ। পঞ্চম মু'অল্লকহ্-র কবি 'অম্র্-বিন্-কুলথুম ছিলেন তগ্‌লিব-গোত্রীয়। তিনি কবি হারিথ্-এর সমসাময়িকও ছিলেন।

বলাবাহুল্য, বকর ও তগ্‌লিব,—এই দুই প্রাগৈসলামিক বেদুঈন গোত্র পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিল। অথচ গোত্র দুইটি একে অন্যের সহিত রক্ত-সম্বন্ধেও সংযুক্ত ছিল। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরব্যাপী যে 'বসূস'-যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাও প্রধানতঃ এই দুই গোত্রের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। এই পরস্পরবিরোধী গোত্র দুইটি হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ এবং 'অম্র্-বিন্-কুলথুম্-এর নেতৃত্বে পরিচালিত

হইতেছিল। হারিথ্ ছিলেন বকর গোত্রের নেতা এবং ‘অম্র্ ছিলেন তগ্লিব্ গোত্রের নেতা। উভয়েই নিজ নিজ বংশ ও গোত্র সমর্থনে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কবিদ্বয় হীরহ্-রাজ ‘অম্র্-বিন্-হিন্দ্-এর সমসাময়িক ছিলেন। ‘অম্র্-বিন্-হিন্দ্ খ্রীস্টীয় ৫৫৪ হইতে ৫৬৯ অব্দ অবধি রাজত্ব করেন। সুতরাং তাঁহারা খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বার্ধের লোক।

‘অম্র্-বিন্-হিন্দ্ (রাজত্ব-কাল ৫৫৪-৫৬৯ খ্রীস্টাব্দ) একজন খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। হীরহ্-য় তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি ছিলেন। ত্বরফহ্, ‘অম্র্-বিন্-কুলথুম্ এবং হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ প্রমুখ কবির সাহিত্য-সাহচর্য তিনি জীবনের কোন-না-কোন সময়ে লাভ করিয়াছিলেন। হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ তাঁহার অমাত্যদের অন্যতম ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরিয়া হীরহ্-এর রাজ-সভায় জীবন অতিবাহিত করিয়া দরবারী আদব-কায়দায় বেশ কেতাদুরস্ত ও সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কি করিয়া রাজানুকূল্য লাভ করিতে হয়, সে-বিষয়েও তাঁহার জ্ঞান প্রখর ছিল। তাঁহার গীতিকা পাঠ করিলে, তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই চোখে পড়ে।

এতদ্ব্যতীত, হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্-এর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে, তিনি যে অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কথিত আছে যে, তিনি এক শত তিপ্পান্ন (১৫৩) বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যখন কোন জীবন-রক্ষক ঔষধ-পত্র (life saving drugs) আবিষ্কৃত হয় নাই, যখন কঠিন রোগ হইলেই মানুষ মৃত্যুকে অনিবার্য বলিয়া ধরিয়া লইত, সেই প্রাচীন যুগে এত দীর্ঘজীবী মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে যেন বাধো-বাধো ঠেকে। মোটামুটি বলিতে পারা যায়, কবি শতাধিক বৎসর পরমায়ু ভোগ করিয়াছিলেন।

(খ) রচনার পটভূমি

হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ রচিত সপ্তম মু‘অল্লকহ্-প্রণয়নের একটা চমৎকার ঐতিহাসিক পটভূমি রহিয়াছে। এই পটভূমি কবির জীবন-কাল নির্ণয়েও সাহায্য

করিয়া থাকে। ইহা জানা না থাকিলে, গীতিকাটি বুঝিতে পারাও কঠিন। প্রধানতঃ এই দুই উদ্দেশ্যেই গীতিকাটির পটভূমি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হীরহ্-রাজ 'অম্র-বিন্-হিন্দ্ বসুস-যুদ্ধের পর যুধ্যমান বকর এবং তঘ্লিব্-গোত্রের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইয়া দিয়াছিলেন। সন্ধি বহাল থাকা-কালে হীরহ্-রাজ তঘ্লিব্-গোত্রের একটি কাফেলাকে ত্বৈয়ী-পর্বতাঞ্চলে প্রেরণ করেন। পথে এই কাফেলা বকর-গোত্রের এলাকায় এক স্থানে উপস্থিত হইলে, সেই স্থানে পানির খোঁজ করিতে করিতে শ্রান্ত ও কাতর হইয়া পড়িল, এবং এই অবস্থায় অনেকেই পিপাসায় কাতর হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। তঘলিব-গোত্রীয়েরা হীরহ্-র বাদশার দরবারে অভিযোগ করিল যে, বনু বকর তাহাদের সহিত শত্রুতামূলক আচরণ করিয়াছে এবং তাহারা তাহাদিগকে পানির সন্ধান দেয় নাই। ফলে, তাহাদের অনেকেই মারা পড়িয়াছে। ইহার জন্য বকর-গোত্রীয়-দিগকে রক্তের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। হীরহ্-র বাদ্শাহ্ বনু বকরের নিকট ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। তাহারা নিজেদের দোষ অস্বীকার করিল এবং বলিল যে, তাহারা পানির সন্ধান দিয়াছিল অথচ কাফেলা পথ হারাইয়া মারা পড়িয়াছে।

হীরহ্-রাজ কর্তৃক বকর-গোত্র এইরূপ অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হওয়ায় কবির আত্ম-মর্যাদা আহত হইয়াছিল। এই উপলক্ষেই তাঁহার এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল। উল্লেখ আছে যে, হারিথ্ এতাদৃশ ক্ষোভের সহিত কবিতাটি বলিয়া গেলেন যে, তিনি ধনুকের যেই প্রান্ত-ফলায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই ফলাই তাঁহার হাতের তালুতে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ; অথচ তিনি ইহা টের পান নাই। কবিতায় তঘ্লিব-গোত্র ও ইহার কবি 'অম্র-বিন্-কুল্থুমের প্রতি বিষোদ্গার করা হইয়াছে।

হারিথের কবিতার ফলে হিরার বাদশার ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছিল। হারিথকে বাদশাহ নিজ সান্নিধ্যে আসন দিলেন। অন্যদিকে তঘলিব-গোত্রীয় কবি 'অম্র্-বিন্-কুলথুমের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়াছিল। অম্র্-বিন্-কুলথুমের কবিতায় সেই ঘটনাই ব্যক্ত হইয়াছে।

(গ) কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন

প্রাচীন আরবী কবিতা-সংগ্রাহক ও সমঝদার হম্মাদ্ 'অর্-রাবীয়হ্-এর মু'অল্লকহ্-সংগ্রহে হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ প্রণীত মু'অল্লকহ্‌টি সপ্তম স্থানীয়। নূতন করিয়া এই গীতিকার স্থান নির্ণয় সমীচীন নহে। কারণ, এখনকার বিচারের মাপকাঠিতে তখনকার কাব্য-বিচার উচিত নহে। স্থান, কাল, পাত্র এবং বিচারের আধুনিক নৈতিক মাপকাঠি এক ও অনুরূপ নহে। এতৎসত্ত্বেও পঞ্চম মু'অল্লকহ্-রচয়িতা 'অম্‌র্ বিন্-কুল্‌থূম্ এবং সপ্তম মু'অল্লকহ্-প্রণেতা হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ সম-সময়ে অর্থাৎ 'অম্‌র্-বিন্-হিন্দ্-এর রাজত্বকালে (৫৫৪-৫৬৯ খ্রীস্টাব্দ) রচিত ও সম-ঘটনা অবলম্বনে প্রণীত বলিয়া এই দুই গীতিকার কথা অনেক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে আলোচনা করিতে হয়।

অধ্যাপক শেখ শরফু-'দ্-দীন সাহেব তাঁহার "প্রাচীন আরব-কবিতা" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে (মাসিক মোহম্মদী, ৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) আলোচ্য গীতিকা-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আমর ও হারিথ্ যথাক্রমে তঘ্‌লীব ও বকর এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ের (আসলে 'গোত্রের') নেতা ছিলেন এবং উভয়েই শত্রুসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া স্ব-স্ব কবিতা রচনা করিয়াছেন। হীরারাজের মধ্যস্থতায় বসূসের যুদ্ধের অবসান হইলে এই দুই সম্প্রদায়ের (=গোত্রের) মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু, এই যুদ্ধের ফলে, দুই সম্প্রদায়ের (=গোত্রের) মধ্যে এইরূপ শত্রুতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, প্রকাশ্যে শান্তি স্থাপনের পরেও, মনে মনে ইহাঁরা শত্রুতা ভুলিতে পারেন নাই। আমর ও হারিথের কবিতা এইরূপ মনোভাবেরই বাহ্য প্রকাশ।"

এই কবিতা-রচনার পটভূমিকা আলোচনাকালে বলা হইয়াছে, তঘ্‌লিব-গোত্র বকর-গোত্রের নিকট রক্তের ক্ষতিপূরণ (blood-money) দাবী করিয়া হীরহ্-রাজের নিকট আবেদন জানায়। এই উপলক্ষে 'অমর-বিন্-কুলথূম তাঁহার গোত্রভুক্ত তঘ্‌লিবীদের পক্ষে রাজসভাতেই তাঁহার পঞ্চম মু'অল্লকহ্ উপস্থিত-মতো (extempore) আবৃত্তি করেন। ইহাতে বকর সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা হয়। ফলে, বকর-গোত্রের মুখপাত্র কবি হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ স্থির থাকিতে

পারেন নাই। তিনি তাঁহার গোত্রের পক্ষ হইতে উপস্থিত-মতো তাঁহার মু'অল্লকহ্ (সপ্তম) উত্তরস্বরূপ আবৃত্তি করেন। মনে হইতেছে, আমাদের দেশে মাত্র অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে—এমনকি আজও কোথাও-কোথাও কদাচিৎ—'কবির লড়াই' হইত এবং হয়, তেমন একটা 'কবির লড়াই' তখন হীরহ্-র রাজ-দরবারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'কবিওয়ালা' নামক যে এক শ্রেণীর সাহিত্যিকদলের উদ্ভব হইয়াছিল, প্রাগৈসলামিক যুগে তেমন একদল কবি আরবে উদ্ভূত হয়। আমরা যাঁহাদিগকে 'কবিওয়ালা' বলিতাম এবং এখন 'কবিয়াল' বলি, প্রাচীন আরবেরা তাঁহাদিগকে "শা'ইর" (বহুবচনে "শু'আরাউ") বলিতেন। আমাদের 'কবিওয়ালা'-দের এক শ্রেণীর অনুকারী গায়ক ছিল এবং এখনও আছে। তাহাদিগকে আমরা "দোহার" (ধ্রুবকার) বলিতাম ও বলি। আরবে ইঁহাদিগকে বলা হইত "'অর্-রাব্বী"। ইঁহারা কবিদের রচিত গান বা কবিতা কণ্ঠস্থ করিতেন এবং সাধারণের মধ্যে গাহিয়া বেড়াইতেন।

এই সমস্ত কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, হারিথ্-বিন্-হিল্লিযহ্ একজন প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা এমন ছিল যে, তিনি উপস্থিত-মতো কবিতা রচনা করিতে সমর্থ ছিলেন। আলোচ্য গীতিকার মতো এমন দীর্ঘ একটি কবিতা যিনি উপস্থিত-মতো রচনা করিতে পারিতেন, তাঁহার প্রতিভা সাধারণ প্রকৃতির ছিল না। অধিকন্তু, এই গীতিকা রচনাকালে তিনি অন্ততঃ অশীতিপর বৃদ্ধ। এত বয়সেও তাঁহার প্রতিভা মন্দীভূত হয় নাই। ইহা যে-কোন কবির পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে।

সে যাহা হউক, তাঁহার কবিতার বিষয়-বস্তুর আলোচনা হইতেও কবির প্রতিভা-সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে। নিম্নে কবিতাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রদান করা হইল :

১। কবির প্রিয়া-বিরহ বর্ণনা।

২। প্রিয়ার অভিসারে কবি কর্তৃক ব্যবহৃত উষ্ট্রীর কথা।

৩। তঘ্লিব্-গোত্রীয় অরাকিমের অপবাদ ও তাহাদের সমরপ্রস্তুতি।

৪। তঘ্লিব্-গোত্রীয় কবি-নেতা 'অম্র্-বিন্-কুলথূমের প্রতি।

৫। গোত্রীয় গৌরব প্রচার।

৬। 'অম্‌র্‌-বিন্‌-হিন্দ্‌-এর প্রতি মিত্রতার প্রমাণ।

৭। তম্‌লিব-গোত্রের প্রতি আপন গোত্রের নির্দোষিতা প্রসঙ্গে কবির উক্তি।

৮। শত্রুদের ব্যর্থতা-প্রসঙ্গে।

এই বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইবে, "হারিথ্‌ তদীয় প্রিয়তমা আসমার বিরহ-ব্যথা লইয়া কসীদহ্‌ (গীতিকা) আরম্ভ করিয়াছেন। বিরহ-ব্যথায় কাতর থাকিলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে তাঁহার দ্রুতগামিনী উষ্ট্রীপৃষ্ঠে গমন করিতে হইয়াছে। তৎপর তম্‌লিব্‌-সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ গোত্রের) নেতা 'অম্‌র্‌-বিন্‌-কুল্‌থূম্‌ কর্তৃক স্বীয় সম্প্রদায় (অর্থাৎ গোত্র) বন্‌-বকরের প্রতি অন্যায় ও মিথ্যা দোষারোপের নিন্দা করিয়া কবি বলিয়াছেন যে, বনূ-বকরের প্রতি রাজকীয় অনুগ্রহের নিমিত্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার দ্বারা তাঁহাদিগকে রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করাই 'অমরের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু, রাজা 'অম্‌র্‌-বিন্‌-হিন্দ্‌ সুবিচারক ও প্রজাহিতৈষী, বিশেষতঃ তিনি বনূ-বকরের আত্মীয় এবং বহুবার বিশ্বস্ত ও বীরোচিত রাজসেবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। অধিকন্তু, বনূ-বকর চিরকালই রাজার অনুগত ; কিন্তু তম্‌লিব্‌ সম্প্রদায় চিরকালই অন্যায়, অপরাধ, রাজদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা-দোষে দুষ্ট। এমতাবস্থায় (শুদ্ধ—এমন অবস্থায়) শত্রুর অন্যায় দাবীতে রাজা কিছুতেই সায় দিবেন না। অবশেষে কবি বলেন,—তম্‌লিব্‌ সম্প্রদায় (অর্থাৎ গোত্র) স্বীয় অক্ষমতা, অদূরদর্শিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা বশতঃ অনেক সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ গোত্রের) নিকট পরাজিত, অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এখন সেই সকল স্বকীয় দুষ্ক্রিয়ার দায়িত্ব বিপক্ষের উপর চাপাইয়া দিয়া কোন লাভ নাই। বনূ-বকরের গৌরবমণ্ডিত কার্যাবলী, মহত্ত্ব ও প্রভাব কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার নহে।" (শৈখ শরফু-'দ্‌-দীন, 'প্রাচীন আরব কবিতা', ৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪১ সাল)।

(ঘ) কাব্যানুবাদ

কবির প্রিয়া-বিরহ বর্ণনা

(১) 'আসমা' প্রেয়সী মোর,
বিদায়ের জানালো খবর,
কত জন পীড়া দেয়
কাছে যারা থাকে নিরন্তর।

(২) আমারে জানিয়েছিল
তারপর গেল প্রিয়া চলি,
আর কবে দেখা হবে
বেদনায় তাই সদা জ্বলি।

(৩) 'সম্‌মার কাঁকর'-প্রান্তে
ছিল দেখা অদূরে তাহার,
'খালসায়' 'মহিয়ায়'
'সিপাহেতে দেখা ছিল আর।

(৪) 'ফিত্তাকের' গিরিচূড়ে
তার পরে 'আজিবে' 'ওফায়'
'রিয়াজুল'কাতায়ে দেখা
'শোরিবের' ঘাটির ছায়ায়।

(৫) দেখা ছিল 'সুবাতানে'
আর দেখা ছিল 'আবলায়'
স্থানে স্থানে কত দেখা,—
নাম যার স্মৃতির পাতায়।

(৬) আজ তার নাই দেখা
এত দেখা ছিল যার সনে
অঝোরে ঝরিছে অশ্রু
কিন্তু বৃথা, আজ সে রোদনে।

(৭) নয়ন-সম্মুখে তব
সাঁঝে 'হিন্দ্' জ্বালিল আগুন,
পাহাড়ের চূড়া তাহে
উজলিল, কিরণে অরুণ।

(৮) হেরিয়াছ তুমি বহ্নি
বহু দূরে, খাজাজা-পর্বতে,
তাই তব তরে তাপ
নামিল না গিরিশৃঙ্গ হ'তে।

(৯) 'আকীকা' শঙ্খসিন্ধু-মাঝে
জ্বেলেছিল অগ্নি মোর প্রিয়া,
সুগন্ধি অগুরু কাষ্ঠে
সমুজ্জ্বল উষা আলোকিয়া।

প্রিয়ার অভিসারে কবি কর্তৃক ব্যবহৃত উষ্ট্রীর কথা

(১০) কিন্তু আমি সেই ক্ষণে
নেই মেগে উষ্ট্রীর শরণ,
যখন কাহারো পক্ষে
ভয়ংকর দুরন্ত ভ্রমণ।

(১১) ক্ষিপ্রগতি উষ্ট্রী যোগে
যেন বৎসা মরু-বিহগিনী,
ঋজু দেহ, কুব্জ কটি
সচপলা কাননচারিণী।

(১২) যদি পশে কর্ণে তার
খস্ খস্ ধ্বনি বন-মাঝে,
ব্যাধ ভয়ে বেগে যথা
ধেয়ে চলে অস্তমান সাঁঝে।

(১৩) হেন উষ্ট্রীযোগে যার
অবিরাম দুরন্ত গমনে,
দেখিবে পশ্চাতে তার
ধুলি রেণু উড়ন্ত পবনে।

(১৪) দেখিবে পশ্চাতে তার
পড়ে আছে বহু ছিন্ন নাল,
দুর্গম অরণ্য পথ
তবু তার গতি বে-শামাল।

(১৫) আমি সেই দ্বিপ্রহরে
উষ্ট্রী লয়ে প্রমত্ত ভ্রমণে,
মুমূর্ষু উষ্ট্রীর সম
শক্তিমান মূর্ছিত যখনে।

তঘ্‌লিব্‌-গোত্রীয় 'অরাকিঁমের অপবাদ ও তাহাদের সমর-প্রস্তুতি

(১৬) ঘটনা-প্রবাহ আর
নানা কথা রটনার তরে,
কঠিন বিপদ হেন
পড়িয়াছে বৃথা আমা 'পরে।

(১৭) 'অরাকিঁম্[১]—বন্ধুজন,
মম প্রতি হই অনুদার,
সালঙ্কারে রাজদ্বারে
অপবাদ করেছে প্রচার।

(১৮) করেছে সে বিজড়িত
আমাদের নির্দোষী যে জন,
তার ফলে নির্দোষীও
অব্যাহতি পায়নি তখন।

(১৯) তাহার ধারণা এই,
গর্দভে যে করেছে শিকার,
সে দোষে আমরা দোষী,
বিনা দোষে বহিব সে ভার।

(২০) রাত্রিতে সকলে তারা
দৃঢ় মনে বাঁধিল কোমর,
আসিল প্রভাত যবে
কোলাহল জাগে ভয়ংকর।

---

১ 'অরাকিঁম্ = মূল আরবী (أَرَاقِمُ)—ইহা তঘ্‌লিব্‌-গোত্রীয় একটি দলের নাম। হারিথ্‌ তাহাদিগকে 'বন্ধুজন' (إِخْوَانُنَا) বলার কারণ, মূল একটি গোত্র হইতে এই দুই গোত্রের উদ্ভব হয়।

(২১) ডাকা-ডাকি প্রত্যুত্তর
অশ্ব-কণ্ঠে জাগে হ্রেষা রব,
শোনা যায় তার মাঝে
অশ্ব কণ্ঠ শব্দ অভিনব।

তর্ঘলিব-গোত্রীয় কবি-নেতা 'আমর-বিন্-কুলথূম-এর প্রতি

(২২) হে আমর।[২] নিন্দাকারী
ভরিয়াছ নৃপতির[৩] কান,
সুরঞ্জিত অপবাদে ;
থাকিবে কি তাহা বিদ্যমান ?

(২৩) যদ্যপি করেছ উস্ক
আমাদের বিপক্ষে নৃপতি,
ভীত নই, অতীতেও
শত্রু হেন করেছে দুর্মতি।

(২৪) তখনো ছিলাম মোরা
সগৌরবে উন্নত অক্ষয়,
আজ তব আচরণে
কি কারণে গণিব বিস্ময় ?

(২৫) পূর্বেও অনেক চক্ষু
হতো অন্ধ মোদের গৌরবে,
রয়েছি উদ্ধত তবু,
মানি নাই কভু তা নীরবে।

২ 'অমর-বিন্-কুল্‌থূম।
৩ নৃপতি = 'অমর-বিন্-হিন্দ। তিনি হিরার নরপতি ছিলেন।

(২৬) যে-বিপদ হানে কাল
লক্ষ্য করি আমাদের শিরে,
তুঙ্গ-কৃষ্ণ-গিরি-চূড়ে
মেঘ সম যেন যায় চিরে।

(২৭) সে দৃঢ় অটল গিরি
বিপদেরে করে নাজেহাল,
হয় না সে পরাজিত
যে-বিপদে হানে তারে কাল।

(২৮) আমর সে 'ইরমীয়',
অশ্বসম ছুটে রাজা সনে
চাহে না উচ্ছেদ হতে
সে কখনো শত্রু আক্রমণে।

(২৯) বাদশা সেই ন্যায়নিষ্ঠ
অনুপম তুলনা বিহীন,
গুণ-গরিমার কথা
নহে তার সীমার অধীন।

(৩০) যা কিছু করিতে চাহ
ন্যস্ত কর আমাদের পর,
সুষ্ঠু হবে সব কাজ
আপামর করিবে নির্ভর।

(৩১) 'মিলহা' 'সাকেব' মাঝে
দেখ যদি খোঁজে সেই ভূমি
জীবন্ত দেখিবে কত,
মৃত্যু কোলে কত আছে ঘুমি।

(৩২) কিংবা কর দোষারোপ
যাতে লোকে বেদনা পোহায়,
তোমরা ভুগিবে ক্ষতি
আমাদের নাহি কোন দায়।

(৩৩) কিংবা নিরুত্তর থাক
পরিত্যজি কলহ সংঘাত,
রাখিব করিয়া বন্ধ
আমরাও দুই আঁখিপাত।

(৩৪) কিংবা প্রত্যাখ্যান কর
প্রত্যাশিত আপোষ আলাপ,
নাহি ভয়, কেবা সেই
শ্রেষ্ঠ যার মহিমা প্রতাপ।

গোত্রীয় গৌরব প্রচার

(৩৫) আমাদের সৌর্য-বীর্য ?
শোননি কি তাহার সংবাদ ?
লেগেছিল হানাহানি
সর্ব গোত্রে মহা আর্তনাদ।

(৩৬) যবে উষ্ট্র অভিযান
চলেছিল বাহরায়েন থেকে,
হিসায় থামিনু গিয়া
পর্যদস্ত করি একে একে।

(৩৭) 'তমীম' গোত্রের পরে
ভেঙ্গে পড়ি সে নিষিদ্ধ মাসে,
তাদের রমণী কুল
আনি বেঁধে দাসীত্বের পাশে।

(৩৮) নিরাপদে নাহি ছিল,
ছিল যারা সম্মানিত জন ;
দুর্বলেরও রক্ষা কভু
ছিল নাকো করি' পলায়ন।

(৩৯) নাহি রক্ষা পলাইয়া,
জুটিবে না কোথাও আশ্রয়,
পর্ব্বতের চূড়া-শীর্ষে
কিংবা মাঠ হোক শিলাময়।

(৪০) নৃপতি সে শক্তিমান
অসামান্য প্রতাপে প্রতুল ;
শৌর্য-বীর্যে সৃষ্টিমাঝে
ছিল নাকো তাঁর সমতুল।

(৪১) 'মুঞ্জির' সে মহাবাহু,
যবে মত্ত রক্তক্ষয়ী রণে,
তোমরা কি সে দুর্দিনে
আমা সম ছিলে তাঁর সনে ?

(৪২) তঘলিবের রক্তে শুধু
পড়িয়াছে ধূলি আবরণ,
তারি এই পরিণাম
ঘটিল যা, এ তারি কারণ

(৪৩) 'আমরের সাথে মোরা
করিয়াছি বিপদ বরণ,
'মাইসূনে' 'আলীয়া' ভূমে
'আওসায়' আনিল যখন।

(৪৪) সংগ্রহ করেছি বীর
প্রতি ঘরে করিয়া সন্ধান,
বাজ তুল্য ক্ষিপ্র তারা
সাধিয়াছে আমরের ত্রাণ।

(৪৫) আমর নেতৃত্ব দিল
সাথে পানি খর্জ্জুর সম্বল,
খোদার বিধানে ভোগে
অভিশপ্ত কর্মের কুফল।

(৪৬) তব গর্ব অভিমান
তাহাদেরে দিল আমন্ত্রণ,
তাদেরে যুদ্ধের পথে
নিয়ে এল করি আকর্ষণ।

(৪৭) অতর্কিতে করে নাই
তোমাদের প্রতি আক্রমণ,
উজ্জ্বল আলোক তারা
করেছিল স্পষ্ট বিচরণ।

(৪৮) হে নিন্দুক! তুলিয়াছ
কত কথা আমরের কানে,
কবে এর হবে শেষ
সে হদীস কেহ নাহি জানে

'আমর বিন্-হিন্দ্-এর প্রতি মিত্রতার প্রমাণ

(৪৯) আমর সে, তার প্রতি
আমাদের তিনটি কল্যাণ,
পরিজ্ঞাত, প্রতি কার্য
মিত্রতার সঙ্গত প্রমাণ।

(৫০) 'শকীকার' পূর্ব দিকে
গোত্রগুলি বহিয়া নিশান,
উট লুটিবার তরে
এসেছিল করি অভিযান।

(৫১) বর্মধারী গোত্রগুলি
কয়েসের চারিপার্শ্বে ঘিরি,
দুর্ধর্ষ ইমনী বীর
যেন এক শিলাময় গিরি।

(৫২) কুলের সন্তানগণে
শত্রু যবে এসেছিল ছেয়ে,
সমুজ্জ্বল বর্মে সাজি
বীর দর্পে গিয়েছিল ধেয়ে

(৫৩) করেছিনু বিতাড়িত
শত্রুগণে হেন বর্শা হানি,
বহিল রক্তের ধারা
পাত্র হ'তে যেন ঝরে পানি।

(৫৪) বিপর্যস্ত শত্রু ভাগে
'সাহলান'-গিরি শীর্ষ দেশে,
মাগিল আশ্রয় তারা
রক্তে উরু গিয়েছিল ভেসে।

(৫৫) খোদা সাক্ষী করে বলি,
নির্মম সে ছিল আচরণ,
নিহত শত্রুর খুন
গিয়েছিল সব অকারণ।

(৫৬) হুজর তাহার পরে
যে-উমেন-কিতাম তনয়,
পারসী সবুজ সৈন্যে
ছিল যার নিত্য পরিচয়।

(৫৭) সংগ্রামে পিঙ্গল ব্যাঘ্র
মর্মরিয়া বাজে পদধ্বনি,
দুর্ভিক্ষে বদান্য-প্রাণ,
হেমন্তের যেন শস্য খনি।

(৫৮) করেছিনু ভূপাতিত
হেন বীর বর্শা বিদ্ধ করি,
তুলিতে কূপের পানি
রজ্জু বেঁধে যেন পাত্র ভরি।

(৫৯) 'কয়েস' ভুগিতেছিল
শত্রুহাতে কারা-নির্যাতন,
করিলাম মুক্ত তারে,
দূরে ফেলি শৃঙ্খল বন্ধন।

(৬০) আর সে 'জওন' সাথে,
'জওন' সে আওস-গোত্রের
নামিয়াছি রণক্ষেত্রে
যেন ধারা ঘন বাদলের।

(৬১) আমরা হইনি ভীত,
ধূসরিত রণ-ঝঞ্ঝা-তলে
পিঠ ফিরি ভাগে শত্রু
সমরাগ্নি যবে উঠে জ্বলে

(৬২) 'মন্‌জরে'র প্রতিশোধে
বধিয়াছি গস্‌সান নৃপতি,
পূরণ হয়নি যবে
'মন্‌জরের' শোণিতের ক্ষতি

(৬৩) 'মন্‌জরের' তরে মোরা
বন্দী করে এনেছিনু আর,
নব রাজ-পুত্র সাথে
ছিল বহু লুণ্ঠিত সম্ভার।

(৬৪) 'উম্মে ইয়াসের' পুত্র
ওমরের সদ্য জন্মলাভ,
নৃপতির সাথে তাই
বাড়িয়াছে ঘনিষ্ঠ সম্ভাব।

(৬৫) এহেন সম্পর্কে বাড়ে
গোত্রে গোত্রে হৃদ্যতা নির্মল,
সে সম্পর্ক গড়ে তুলে
ইষ্টতার ব্যাপক সম্বল।

তাঘ্‌লিব গোত্রের প্রতি আপন গোত্রের নির্দোষিতা

প্রসঙ্গে কবির উক্তি

(৬৬) হে বনী তাঘ্‌লিব, ছাড় গর্ব
ভুলে যাও অত্যাচার
যদি বুঝে অন্ধ হও
ব্যাধি তা'তে ধ্বংস অনিবার।

(৬৭ ভুলিও না সে শপথ,
প্রতিশ্রুতি, প্রতিভূর কথা,
'জুল মজাযের' ভূমে
আজ তার না কর অন্যথা।

(৬৮) সে শপথ, প্রতিশ্রুতি,
নিপীড়ণ, অত্যাচার, ভয়,
হবে কি নিষ্ফল আর
চুক্তিবদ্ধ লিখিত বিষয় ?

(৬৯) মনে কর যেই শর্তে
করেছিনু মোরা অঙ্গীকার
সমান উভয় পক্ষ
সমতুল্য ছিল অধিকার।

(৭০) মিথ্যা অভিযোগ আর
জুলুমের নিতেছ আশ্রয়
ছাগের বদলে যেন
মৃগ-বলী কর অভিনয়।

(৭১) 'কান্দীয়' বিজয়িগণ
লুটে যদি যুদ্ধের সম্ভার,
দোষী কি আমরা তা'তে?
বহিব কি মোরা দায়ভার?

(৭২) অথবা বহিব মোরা
'গারীবা'র অন্যায় বিপুল,
করেছিল পরস্পরে
'হানিফা' ও 'মুহারিব' কুল।

(৭৩) কিংবা আমাদের পরে
'আয়া'-কুল-ঋণদায়ভার
বোঝাই উষ্ট্রের পিঠে
চেপে দেওয়া দ্রব্যের সম্ভার।

(৭৪) আমাদের কেহ নয়,
করেছিল আঘাত যাহারা,
'কয়েস' 'জন্দল' আর
'জাফ্যা' নহে অভিযুক্ত তারা।

(৭৫) অথবা 'আতীক' কুল
তাহাদের দায় জরিমানা,
যদি অস্বীকার কর
আমরা তা' কভু মানিব না।

(৭৬) অথবা আমরা দায়ী
'কুযা' কুল কৃত অপরাধে,
অথবা আমরা নই
বিজড়িত সেই অপবাদে।

শত্রুদের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে

(৭৭) এসেছিল ফিরে নিতে,
তাহাদের লুণ্ঠিত সম্ভার,
শ্বেত কিংবা কালো উষ্ট্রী
পায়নিক কিছুই তাহার।

(৭৮) বরং আনিল সাথে,
দুর্বহ সে বিপদ সম্বল,
পানিতে নিভে না কভু,
ভিতরের প্রচ্ছন্ন অনল।

(৭৯) অশীতি 'তমিমী' বীর,
রণ-বলে মহা বলীয়ান,
কর-ধৃত বর্শা-ফলা,
ছিল যেন নিয়তির বাণ।

(৮০) চূর্ণ করি শত্রুগণে
অগণিত উষ্ট্র ভারে ভার,
কোলাহলে কর্ণ-স্তব্ধ,
নিয়ে এল লুণ্ঠিত সম্ভার।

(৮১) 'রিযাহ' গোত্রের প্রতি
হেনেছিল এমন আঘাত,
নাহি ছিল অবকাশ
উত্তোলিতে প্রার্থনার হাত

(৮২) তারপর এল যারা
'গল্লাকের' হয়ে অনুচ-
ছিল দয়ামায়াহীন,
তাহাদের নিষ্ঠুর অন্তর

(৮৩) সে ওমর, নৃপতি সে,
সে দিনের সাক্ষী মূর্তিমান,
'হায়ারিন' মাঠে যবে,
পরীক্ষার প্রলয় বিষাণ।

اَلسَّبْعُ الْمُعَلَّقَاتُ

(মূল আরবী কাব্য)

প্রথম মু'অল্লকহ্

ইমরু'উ-'ল-কৈস

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل
بسقط اللوى بين الدخول فحومل

(٢) فتوضح فا المقراة لم يعف رسمها
لما نسجتها من جنوب و شمال

(٣) ترى بعر الارام فى عرصاتها
و قيعانها كانها حب فلفل

(٤) كانى غداة البين يوم تحملوا
لدى سمرات الحى ناقف حنظل

(٥) وقوفا بها صحبی علی مطیهم
یقولون لا تهلک اسی و تجمل

(٦) و ان شفائی عبرة مهراقة
فهل عند رسم دارس من معول

(٧) کدابک من ام الحویرث قبلها
وجارتها ام الرباب بماسل

(٨) اذا قامتا تضوع المسک منهما
نسیم الصبا جاءت بریا القرنفل

(٩) ففاضت دموع العین منی صبابة
علی النحر حتی بل دمعی محملی

(١٠) الا رب یوم کان منهن صالح
ولا سیما یوم بدارة جلجل

(১১) و يوم عقرت للعذارى مطيتى
فيا عجبا من كورها المتحمل

(১২) فظل العذارى يرتمين بلحمها
و شحم كهدا بالدمقس المفتل

(১৩) و يوم دخلت الخدر خدر عنيزة
فقالت لك الويلات انك مرجلى

(১৪) تقول و قد مال الغبيط بنا معا
عقرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل

(১৫) فقلت لها سيرى و ارخى زمامه
ولا تبعدينى من جناك المعلل

(১৬) فمثلك حبلى قد طرقت و مرضع
فالهيتها عن ذى تمائم محول

(١٧) اذا ما بكى من خلفها انصرفت له
بشق و تحتى شقها لم تحول

(١٨) و يوما على ظهر الكثيب تعذرت
على و الت حلفة لم تحلل

(١٩) افاطم مهلا بعض هذا التدلل
و ان كنت قد ازمعت صرمى فاجملى

(٢٠) اغرك منى و ان حبك قاتلى
و انك مهما تامرى القلب يفعل

(٢١) و ان تك قد ساءتك منى خليقة
فسلى ثيابى من ثيابك تنسل

(٢٢) وما ذرفت عيناك الا لتضربى
بسهميك فى اعشار قلب مقتل

(٢٣) وبيضة خدر لا يرام خباءها
تمتعت من لهوبها غير معجل

(٢٤) تجاوزت احراسا اليها و معشرا
على حراصا لو يسرون مقتلى

(٢٥) اذا ما الثريا في السماء تعرضت
تعرض اثناء الوشاح المفصل

(٢٦) فجئت و قد نضت للنوم ثيابها
لدى الستر الا لبسة المتفضل

(٢٧) فقالت يمين الله مالک حيلة
وما ان ارى عنک الغواية تنجلى

(٢٨) خرجت بها تمشي تجر و راءنا
على اثرينا ذيل مرط مرجل

(٢٩) فلما اجزنا ساحة الحي و انتحى
بنا بطن خبت ذى حقاف عقنقل

(٣٠) هصرت بفودى راسها فتمايلت
على هضيم الكشح ريا المخلخل

(٣١) مهفهفة بيضاء غير مفاضة
ترائبها مصقولة كالسجنجل

(٣٢) كبكر المقاناة البياض بصفرة
غذاها نمير الماء غير محلل

(٣٣) تصد و تبدى عن اسيل و تتقى
بناظرة من وحش و جرة مطفل

(٣٤) و جيد كجيد الريم ليس بفاحش
اذا هى نصته و لا بمعطل

(٣٥) وَفَرعٍ يَزِينُ المَتنَ أَسوَدَ فاحِمٍ
أَثِيثٍ كَقِنوِ النَخلَةِ المُتَعَثكِلِ

(٣٦) غَدائِرُها مُستَشزِراتٌ إِلَى العُلَى
تَضِلُّ العِقاصُ فِي مُثَنّى وَمُرسَلِ

(٣٧) وَكَشحٍ لَطِيفٍ كَالجَدِيلِ مُخَصَّرٍ
وَساقٍ كَأُنبُوبِ السَقِيِّ المُذَلَّلِ

(٣٨) وَتَعطُو بِرَخصٍ غَيرِ شَثنٍ كَأَنَّهُ
أَسارِيعُ ظَبيٍ أَو مَساوِيكُ إِسحَلِ

(٣٩) وَتُضحِي فَتِيتُ المِسكِ فَوقَ فِراشِها
نَؤُومُ الضُحَى لَم تَنتَطِق عَن تَفَضُّلِ

(٤٠) تُضِيءُ الظَلامَ بِالعَشِيِّ كَأَنَّها
مَنارَةُ مُمسَى واهِبٍ مُتَبَتِّلِ

(۴۱) الی مثلها یرنو الحلیم صبابة

اذا ما اسبکرت بین درع و مجول

(۴۲) تسلت عمایات الرجال عن الصبی

و لیس فؤادی عن هواک بمنسل

(۴۳) الا رب خصم فیک الوی رددته

نصیح علی تعذاله غیر موتل

(۴۴) و لیل کموج البحر ارخی سدوله

علی بانواع الهموم لیبتلی

(۴۵) فقلت له لما تمطی بصلبه

و اردف اعجازا و ناء بکلکل

(۴۶) الا ایها اللیل الطویل الا انجلی

بصبح و ما الاصباح منک بامثل

(٤٧) فيالك من ليل كأن نجومه
باصراس كتان الى صم جندل

(٤٨) و قربة اقوام جعلت عصامها
على كاهل منى ذلول مرحل

(٤٩) و واد كجوف العير قفر قطعته
به الذئب يعوى كالخليع المعيل

(٥٠) فقلت له لما عوى ان شاننا
قليل الغنى ان كنت لما تمول

(٥١) كلانا اذا ما نال شيئا افاته
و من يحترث حرثى و حرثك يهزل

(٥٢) و قد اغتدى و الطير فى وكناتها
بمنجرد قيد الاوابد هيكل

(٥٣) مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاً

كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ

(٥٤) كُمَيْتٍ يَزِلُّ اللِّبْدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ

كَمَا زَلَّتِ الصَّفْوَاءُ بِالْمُتَنَزِّلِ

(٥٥) عَلَى الذَّبْلِ جَيَّاشٍ كَأَنَّ اهْتِزَامَهُ

إِذَا جَاشَ فِيهِ حَمْيُهُ غَلْيُ مِرْجَلِ

(٥٦) مِسَحٍّ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَلَى الوَنَى

أَثَرْنَ الغُبَارَ بِالْكَدِيدِ المُرَكَّلِ

(٥٧) يَزِلُّ الغُلَامُ الخِفُّ عَنْ صَهَوَاتِهِ

وَيُلْوِي بِأَثْوَابِ العَنِيفِ المُثَقَّلِ

(٥٨) دَرِيرٍ كَخُذْرُوفِ الوَلِيدِ أَمَرَّهُ

تَتَابُعُ كَفَّيْهِ بِخَيْطٍ مُوَصَّلِ

(٥٩) لَهُ أيطلا ظبي و ساقا نعامة
و إرخاء سرحان و تقريب تتفل

(٦٠) ضليع اذا استدبرته سد فرجه
بضاف فويق الارض ليس باعزل

(٦١) كان سراته لدى البيت قائما
مداك عروس او صلاية حنظل

(٦٢) كانّ دماء الهاديات بنحره
عصارة حناء بشيب مرجل

(٦٣) فعنّ لنا سرب كان نعاجه
عذارى دوار في ملاء مزيل

(٦٤) فادبرن كالجزع المفصل بينه
بجيد معم في العشيرة مخول

(٦٥) فألحقنا بالهاديات و دونه
جواهرها في صرة لم تزيل

(٦٦) فعادى عداء بين ثور و نعجة
دراكا و لم ينضح بماء فيغسل

(٦٧) فظل طهاة اللحم من بين منضج
صفيف شواء او قدير معجل

(٦٨) و روحنا يكاد الطرف يقصر دونه
متى ما ترق العين فيه تسهل

(٦٩) فبات عليه سرجه و لجامه
و بات بعيني قائما غير مرسل

(٧٠) اصاح ترى برقا اريق و ميضه
كلمع اليدين في حبي مكلل

(۷۱) يضيء سناه أو مصابيح راهب
أمال السليط بالذبال المفتل

(۷۲) قعدت له و صحبتي بين صنارج
و بين العذيب بعد ما متأملي

(۷۳) على قطن بالشيم أيمن صوبه
و أيسره على الستاد فيذبل

(۷۴) فأضحى يسح الماء فوق كتيفة
يكب على الأذقان دوح الكنهبل

(۷۵) و مر على القنان من تفيانه
فأنزل منه العصم من كل منزل

(۷۶) و تيماء لم يترك بها جذع نخلة
ولا أطما الا مشيدا بجندل

(٧٧) كَأَنَّ ثَبِيراً فِى عَرَانِينِ وَبْلِهِ
كَبِيرُ اُنَاسٍ فِى بِجَادٍ مُزَمَّلِ

(٧٨) كَأَنَّ ذُرَى رَاسِ الْمُجَيْمِرِ غُدْوَةً
مِنَ السَّيْلِ وَ الْغُثَّاءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ

(٧٩) وَ اَلْقَى بِصَحْرَاءِ الْغَبِيطِ بَعَاعَهُ
نُزُولَ الْيَمَانِى ذِى الْعِيَابِ الْمُحَمَّلِ

(٨٠) كَأَنَّ مَكَاكِىَّ الْجِوَاءِ غُدَيَّةً
صُبِحْنَ سُلَافاً مِنْ رَحِيقٍ مُفَلْفَلِ

(٨١) كَأَنَّ السِّبَاعَ فِيهِ غَرْقَى عَشِيَّةً
بِاَرْجَائِهِ الْقُصْوَى اَنَابِيشُ عُنْصُلِ

দ্বিতীয় মু'অল্লকা

তরফহ্ বিন-অল 'আবদ

(১) لخولة اطلال ببرقة ثهمد

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

(২) وقوفا بها صحبي على مطيهم

يقولون لا تهلك اسى و تجلد

(৩) كان حدوج المالكية غدوة

خلايا سفين بالنواصف من دد

(৪) عدولية اومن سفين ابن يامن

يجوربها الملاح طورا و يهتدى

(৫) يشق حباب الماء حيزومها بها

كما قسم الترب المفائل باليد

(٦) وَ فِی الحَیِّ احوی ینفض المرشادنٍ
مظاهرِ سِمطی لؤلؤء و زبرجد

(٧) خذول تراعی ربربًا بخمیلةٍ
تـناول اطراف البریر و ترتدی

(٨) و تبسم عن المی کان منورًا
تخلل حر الرمل دعص له ند

(٩) سقـته ایاة الشمس الا لـثاته
اسف و لم تکدم علیه باثمد

(١٠) و وجه کان الشمس الـقت ردائها
علیه نقی اللون لم یتخدد

(١١) و انی لامضی الهم عند احتضاره
بعوجاء مرقال تروح و تغتدی

(١٢) امون كالواح الاران نصاتها

على لاحب كانه ظهر برجد

(١٣) جمالية و جناء تردى كانها

سفنجة تبرى لازعر اربد

(١٤) تبارى عتاقا ناجيات و اتبعت

وظيفا وظيفا فوق مور معبد

(١٥) تربعت القفين فى الشول ترتعى

حدائق مولى الاسرة اغيد

(١٦) تريع الى صوت المهيب و تتقى

بذى خصل روعات اكلف ملبد

(١٧) كان جناحى مضرحى تكنفا

حفافيه شكا فى العسيب بمسرد

(١٨) فطوراً به خلف الزميل وتارة
على حشف كالشن ذاو مجدد

(١٩) لها فخذان أكمل النحض فيهما
كأنهما بابا منيف ممرد

(٢٠) وطي محال كالحني خلوفه
وأجرنة لزت بدأي منضد

(٢١) كأن كناسي ضالة يكنفانها
وأطر قسي تحت صلب مؤيد

(٢٢) لها مرفقان أفتلان كأنها
تمر بسلمي دالج متشدد

(٢٣) كقنطرة الرومي أقسم ربها
لتكتنفن حتى تشاد بقرمد

(٢٤) صهابية العثنون موجدة القرى
بعيدة وخد الرجل موارة اليد

(٢٥) امرت يداها فتل شزر واجنحت
لها عضداها في سقيف مسند

(٢٦) جنوح دفاق عندل ثم افرعت
لها كتفاها في معالى مصعد

(٢٧) كأن علوب النسع في دأياتها
موارد من خلقاء في ظهر قردد

(٢٨) تلاقى واحيانا تبين كانها
بنائق غرفي قميص مقدد

(٢٩) واتلع نهاض اذا صعدت به
كسكان بوصي بدجلة مصعد

(٣٠) وجمجمة مثل العلاة كانما

وعى الملتقى منها الى حرف مبرد

(٣١) وخد كقرطاس الشامي مشفر

كسبت اليماني قده لم تحرد

(٣٢) وعينان كالما ويتين استكنتا

بكهفي حجاجي صخرة قلت مورد

(٣٣) طحوران عوار القذى فتراهما

كمكحولتي مذعورة ام فرقد

(٣٤) وصادقتا سمع التوجس للسرى

لهجس خفي او لصوت مندد

(٣٥) مؤللتان تعرف العتق فيهما

كسامعتي شاة بحومل مفرد

(٣٦) وَ اَروعَ نَبَّاضٍ اَحذَّ مُلَملمٍ
كَمِرداةِ صَخرٍ فِی صَفِیحٍ مُصَمَّدِ

(٣٧) وَ اَعلَمُ مَخزُوتٌ مِن الاَنفِ مَارِنٌ
عَتِیقٌ مَتیٰ تَرجُم بِهِ الاَرضَ تَزدَدِ

(٣٨) وَ اِنْ شِئتَ لَم تُرقِلْ وَ اِنْ شِئتَ اَرقَلَت
مَخَافَةَ مَلوِیٍّ مِنَ القَدِّ مُحصَدِ

(٣٩) وَ اِنْ شِئتَ سَامیٰ وَاسِطَ الکُورِ رَأسُهَا
وَ عَامَت بِضَبعَیهَا نَجَاءَ الخَفَیدَدِ

(٤٠) عَلیٰ مِثلِهَا اَمضِی اِذَا قَالَ صَاحِبِی
اَلَا لَیتَنِی اَفدِیکَ مِنهَا وَ اَفتَدِی

(٤١) وَ جَاشَت اِلَیهِ النَّفسُ خَوفًا وَ خَالَهُ
مُصَابًا وَ لَو اَمسیٰ عَلیٰ غَیرِ مَرصَدِ

(৪২) اذا القوم قالوا من فتى خلت انني
عنيت فلم اكسل و لم اتبلد

(৪৩) احلت عليها بالقطيع فاجذمت
و قد خب ال الامعز المتوقد

(৪৪) فذالت كما ذالت وليدة مجلس
ترى ربها اذيال سحل ممدد

(৪৫) و لست بحلال التلاع مخافة
و لكن متى يسترفد القوم ارفد

(৪৬) و ان تبغني في حلقة القوم تلقني
و ان تقتنصي في الحوانيت تصطد

(৪৭) متى تاتني اصبحك كاسا روية
و ان كنت عنها ذاغني فاغن و ازدد

(٤٨) وَانْ تلتقِ الحيّ الجميع تلاقنى
الى ذروةِ البيتِ الكريمِ المصمد

(٤٩) ندامای بیض کالنجوم و قینة
تروح الینا بین بردٍ و مجسد

(٥٠) رحیب قطاب الجیبِ منها رقیقة
بجس الندامی بضة المتجرد

२८९

(٥١) اذا نحن قلنا اسمعینا انبرت لنا
علی رِسلها مطروقة لم تشدد

(٥٢) اذا رجعت فی صوتها
تجاوب اظار علی ربعٍ ردی

(٥٣) وما زال تشرابی الخمور و لذاتی
و بیعی و انفاقی طریفی و متلدی

(٥٤) الى ان تحامتني العشيرة كلها
و افردت افراد البعير المعبد

(٥٥) رايت بني غبراء لا ينكرونني
ولا اهل هذاك الطراف الممدد

(٥٦) الا ايهذا اللائمي احضر الوغى
و ان اشهد اللذات هل انت مخلدي

(٥٧) فان كنت لا تسطيع دفع منيتي
فدعني ابادرها بما ملكت يدي

(٥٨) فلولا ثلث هن من لذة الفتى
و جدك لم احفل متى قام عودي

(٥٩) فمنهن سبقي العاذلات بشربة
كميت متى ما تعل بالماء تزبد

(٦٠) وَكَرِّي اِذَا نَادَى الْمُضَافُ مُجَنَّبًا
كَسِيدِ الْغَضَا نَبَّهْتَهُ الْمُتَوَرِّدِ

(٦١) وَتَقْصِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ وَالدَّجْنُ مُعْجِبٌ
بِبَهْكَنَةٍ تَحْتَ الْخِبَاءِ الْمُعَمَّدِ

(٦٢) كَاَنَّ الْبُرِيْنَ وَالدَّمَالِيجَ عُلِّقَتْ
عَلَى عُشَرٍ اَوْ خِرْوَعٍ لَمْ يُخَضَّدِ

(٦٣) كَرِيمٌ يُرَوِّي نَفْسَهُ فِي حَيَاتِهِ
سَتَعْلَمُ اِنْ مِتْنَا غَدًا اَيُّنَا الصَّدِي

(٦٤) اَرَى قَبْرَ نَحَّامٍ بَخِيلٍ بِمَالِهِ
كَقَبْرِ غَوِيٍّ فِي الْبَطَالَةِ مُفْسِدِ

(٦٥) تَرَى جُثْوَتَيْنِ مِنْ تُرَابٍ عَلَيْهِمَا
صَفَائِحُ صُمٌّ مِنْ صَفِيحٍ

(٦٦) أرى الموت يعتام الكرام و يصطفي

عقيلة مال الفاحش المتشدد

(٦٧) أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة

وما تنقص الايام و الدهر ينفد

(٦٨) لعمرك ان الموت ما اخطا الفتى

لكا لطول المرخى و ثنياه باليد

(٦٩) فمالى أراني و ابن عمى مالكا

متى ادن منه ينأعني و يبعد

(٧٠) يلوم وما ادرى على ما يلومني

كما لامني في الحي قرط بن اعبد

(٧١) و ايسني من كل خير طلبته

كانا وضعناه الى رمس ملحد

(۷۲) علی غیرِ شیءٍ قلته غیرِ انّنی
نشدتُ فلم اغفلِ حمولة معبد

(۷۳) و قربت بالقربی و جدّک انه
متی یک امر للنکیثة اشهد

(۷۴) و ان ادعَ فی الجلی اکن من حماتها
و ان یاتکَ الاعداءِ بالجهدِ اجهد

(۷۵) و ان یقذفوا بالقذعِ عرضک اسقهم
بکاس حیاض الموت قبل التهدد

(۷۶) بلاحدثٍ احدثته و کمحدث
هجائی و قذفی بالشکاةِ ومطرد

(۷۷) فلو کانَ مولای امرءٌ هو غیره
لفرج کربی او لا نظرنی عذی

(٧٨) ولكن مولاى امرء هو خانقى
على الشكر والتسال او انا مفتدى

(٧٩) وظلم ذوى القربى اشد مضاضة
على المرء من وقع الحسام المهند

(٨٠) فذرنى وخلقى اننى لك شاكر
ولوحل بيتى نائيا عند ضرغد

(٨١) فلوشاء ربى كنت قيس بن عاصم
ولوشاء ربى كنت عمرو بن مرثد

(٨٢) فاصبحت ذا مال كثير وزارنى
بنون كرام سادة لمسود

(٨٣) انا الرجل الضرب الذى تعرفونه
خشاش كراس الحية المتوقد

(٨٤) والیتلا ینفک کشحی بطانة
لعضب رقیق الشفرتین مهند

(٨٥) حسام اذا ماقمت منتصرا به
کفی العود منه البدء لیس بمعضد

(٨٦) اخی ثقة لاینثنی عن ضریبة
اذا قیل مهلا قال حاجره قدی

(٨٧) اذا ابتدر القوم السلاح وجدتنی
منیعا اذا بلت بقائمه یدی

(٨٨) وبرک هجود قد اثارت مخافتی
بوادیها امشی بعضب مجرد

(٨٩) فمرت کهاة ذات خیف جلالة
عقیلة شیخ کالوبیل یلندد

(٩٠) يقول وقد نزالوظيف وساقها
الست ترى ان قد انيت بمؤيد

(٩١) و قال الا ماذا ترون بشارب
شديد علينا بغيه متعمد

(٩٢) و قال ذروه انما نفعها له
و الا تكفوا قاصي البرك يزدد

(٩٣) فظل الاماء يمتلان حوارها
و تسعى علينا بالسديف المسرهد

(٩٤) فان مت فانعيني بما انا اهله
و شقي على الجيب ياابنة معبد

(٩٥) ولا تجعليني كامرئ ليس همه
كهمي ولا يغني غنائي و مشهدي

(٦٩) بطِيٍ عنِ الجلى سَرِيعٍ الَى الخنا
ذلول بِاجماعِ الرِجالِ ملهد

(٧٩) فلو كنت وغلا فِي الرِجالِ لضرني
عداوة ذِي الاصحابِ المتوحد

(٨٩) و لكن نفى عني الرِجال جراءتى
عليهم و اقدامِي و صدقِي و محتدِى

(٩٩) لعمرك ماامرى على بغمة
نهارى ولا ليلِي على بسرمدى

(١٠٠) و يوم حبست النفس عند عِراكها
حِفاظا على عوراته و التهدد

١٠١) على موطنٍ يخشى الفتى عِنده الردى
متى تعترك فِيه الفرائص ترعد

(٢٠١) أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى
بعيداً غداً ما أقرب اليوم من غد

(٣٠٢) وأصفر مضبوح نظرت حواره
على النار واستودعته كف مجمد

(٢٠٣) ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا
ويأتيك بالأخبار من لم تزود

(٢٠٥) ويأتيك بالأخبار من لم تبع له
بتاتا ولم تضرب له وقت موعد

(٢٠٦) لعمرك ما الايام الا معارة
فما استطعت من معروفها فتزود

(১০৭) عن المرء لا تسأل و ابصر قرينه

فان القرين بالمقارن مقتد

(১০৮) اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم

ولا تصحب الاردى فتردى مع الردى

তৃতীয় মু'অল্লকা

যুহৈর বিন-অবী সুলমা

(১) أمن أم أوفى دمنة لم تكلم
بحومانة الدراج فالمتثلم

(২) و دار لها بالرقمتين كأنها
مراجيع وشم في نواشر معصم

(৩) بها العين والآرام يمشين خلفة
واطلاءها ينهضن من كل مجثم

(৪) و قفت بها من بعد عشرين حجة
فلأيا عرفت الدار بعد توهم

(৫) أثافي سفعا في معرس مرجل
و نؤيا كجذم الحوض لم يتثلم

(٦) فلما عرفت الدار قلت لربعها
الا انعم صباحا ايها الربع واسلم

(٧) تبصر خليلي هل ترى من ظعاين
تحملن بالعلياء من فوق جرثم

(٨) علون بانماط عتاق وكلة
وراد حواشيها مشاكهة الدم

(٩) وورّكن في السوبان يعلون متنه
عليهن دل الناعم المتنعم

(١٠) بكرن بكورا واستحرن بسحرة
فهن لوادي الرس كاليد للفم

(١١) وفيهن ملهى للطيف ومنظر
انيق لعين الناظر المتوسم

(١٢) كأن فتات العهن في كل منزل
نزلن به حب الفنا لم يحطم

(١٣) فلما وردن الماء زرقا جمامه
وضعن عصي الحاضر المتخيم

(١٤) جعلن القنان عن يمين و حزنه
و كم بالقنان من محل و محرم

(١٥) ظهرن من السوبان ثم جزعنه
على كل قيني قشيب و مفأم

(١٦) فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله
رجال بنوه من قريش و جرهم

(١٧) يمينا لنعم السيدان وجدتما
على كل حال من سحيل و مبرم

(١٨) سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما
تبزل ما بين العشيرة بالدم

(١٩) تداركتما عبسا و ذبيان بعدما
تفانوا و دقوا بينهم عطر منشم

(٢٠) و قد قلتما ان ندرك السلم واسعا
بمال ومعروف من القول نسلم

(٢١) فاصبحتما منها على خير موطن
بعيدين فيها من عقوق ومأثم

(٢٢) عظيمين في عليا معد هديتما
ومن يستبح كنزا من المجد يعظم

(٢٣) تعفى الكلوم بالمئين فاصبحت
ينجمها من ليس فيها بمجرم

(۲۴) ینجمها قوم لقوم غرامة

و لم یهریقوا بینهم ملا محجم

(۲۵) فاصبح یحدی فیهم من تلادکم

مغانم شتی ن افال مزنم

(۲۶) الا ابلغ الاحلاف عنی رسالة

و ذبیان هل اقسمتم کل مقسم

(۲۷) فلاتکتمن الله ما فی صدورکم

لیخفی و مهما یکتم الله یعلم

(۲۸) یؤخر فیوضع فی کتاب فیدخر

لیوم الحساب او یعجل فینقم

(۲۹) و ما الحرب الا ما علمتم و ذقتموا

وما هو عنها با الحدیث المرجم

(٣٠) متى تبعثوها تبعثوها ذميمة
وتضر اذا ضريتموها فتضرم

(٣١) فتعرككم عرك الرحى بثفالها
وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم

(٣٢) فتنتج لكم غلمان اشأم كلهم
كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم

(٣٣) فتغلل لكم مالا تغل لاهلها
قرى بالعراق من قفيز ودرهم

(٣٤) لعمري لنعم الحي جر عليهم
بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم

(٣٥) وكان طوى كشحا على مستكنة
فلا هو ابداها ولم يتقدم

(۳٦) وقال ساقضى حاجتى ثم اتقى
عدوى بالف من ورائى ملجم

(۳۷) فشد ولم يفزع بيوتا كثيرة
لدى حيث القت رحلها ام قشعم

(۳۸) لدى اسد شاكى السلاح مقذف
له لبد اظفاره لم تقلم

(۳۹) جرى متى يظلم يعاقب بظلمه
سريعا و ان لم يبد بالظلم يظلم

(۴۰) دعو اظماهم حتى اذا ثم اوردوا
غمارا تفرى بالسلاح و بالدم

(۴۱) نقضوا منا يا بينهم ثم اصدروا
الى كلاء مستوبل متوخم

(۴۰) لعمرك ما جرت عليهم رماحهم
دم ابن نهيك او قتيل المثلم

(۴۱) ولا شاركت في الموت في دم نوفل
ولا وهب منها ولا ابن المخزم

(۴۲) فكلا اراهم اصبحوا يعقلونه
صحيحات مال طالعات بمخرم

(۴۳) لحي حلال يعصم الناس امرهم
اذا طرقت احدى الليالي بمعظم

(۴۴) كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله
لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم

(۴۵) سئمت تكاليف الحيوة ومن يعش
ثمانين حولا لا ابا لک يسأم

(٤٦) وَ اَعلَمُ مَافِي اليَومِ وَ الاَمسِ قَبلَهُ

وَ لٰكِنَّنِي عَن عِلمِ مَا فِي غَدٍ عَمِ

(٤٧) رَايتُ المَنَايَا خَبطَ عَشوَاءَ مَن تُصِب

تُمِتهُ وَ مَن تُخطِي يُعَمَّر فَيَهرَمِ

(٤٨) وَ مَن لَا يُصَانِع فِي اُمُورٍ كَثِيرَةٍ

يُضَرَّس بِاَنيَابٍ وَ يُوطَأ بِمَنسِمِ

(٥٩) وَ مَن يَجعَلِ المَعرُوفَ مِن دُونِ عِرضِهِ

يَفِرهُ وَ مَن لَا يَتَّقِ الشَّتمَ يُشتَمِ

(٥٠) وَ مَن يَكُ ذَا فَضلٍ فَيَبخَل بِفَضلِهِ

عَلَى قَومِهِ يُستَغنَ عَنهُ وَ يُذمَمِ

(٥١) مَن يُوفِ لَا يُذمَم وَ مَن يُهدَ قَلبُهُ

اِلَى مُطمَئِنِّ البِرِّ لَا يَتَجَمجَمِ

(۵۲) ومن هابَ اسبابَ المنايا ينلنه
وان يرقَ اسبابَ السماء بسلمِ

(۵۳) ومن يجعلِ المعروفَ في غيرِ اهلِه
يكن حمده ذما عليه ويندم

(۵۴) ومن يعصِ اطرافَ الزجاجِ فانه
يطيع العوالي ركبت كل لهزم

(۵۵) ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

(۵۶) ومن يغترب يحسب عدوا صديقه
ومن لا يكرم نفسه لا يكرم

(۵۷) ومن لم يزل يسترحل الناس نفسه
ولا يعفها يوما من الذل يندم

(٥٨) ومهما تكن عند امرئٍ من خليقة
وان خالها تخفى على الناس تعلم

(٥٩) وكائن ترى من صامتٍ لك معجبٍ
زيادته او نقصه في التكلم

(٦٠) لسان الفتى نصف ونصف فؤاده
فلم يبق الا صورة اللحم والدم

(٦١) وان سفاه الشيخ لا حلم بعده
وان الفتى بعد السفاهة يحلم

(٦٢) سألنا فاعطيتم وعدنا وعدتم
ومن اكثر التسآل يوما سيحرم

চতুর্থ মুআল্লাকা

লবীদ বিন রবীআহ আমিরী

(١) عَفَتِ الدِّيَارُ مَحِلُّهَا وَ مُقَامُهَا
بِمِنًى تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَا

(٢) فَمَدَافِعُ الرَّيَّانِ عُرِّيَ رَسْمُهَا
خَلَقًا كَمَا ضَمِنَ الْوُحِيَّ سِلَامُهَا

(٣) دِمَنٌ تَجَرَّمَ بَعْدَ عَهْدِ أَنِيسِهَا
حِجَجٌ خَلَوْنَ حَلَالُهَا وَ حَرَامُهَا

(٤) رُزِقَتْ مَرَابِيعَ النُّجُومِ وَمَا بِهَا
وَدْقُ الرَّوَاعِدِ جَوْدُهَا فَرِهَامُهَا

(٥) مِنْ كُلِّ سَارِيَةٍ وَ غَادٍ مُدْجِنٍ
وَ عَشِيَّةٍ مُتَجَاوِبٍ إِرْزَامُهَا

(٦) فَعَلاَ نزوعُ الأَيْهُقَانِ وَ اطْفَلَتْ
بالجلهتَينِ ظِبَاءُهَا وَ نَعَامُهَا

(٧) و العِينُ سَاكِنَةٌ على اطْلاَئِهَا
عُوذًا تَأَجَّلُ بِالْفَضَاءِ بِهَامُهَا

(٨) وَجَلاَ السُّيُولُ عَنِ الطُّلُولِ كَأَنَّهَا
زُبُرٌ تجِدُّ مُتُونَهَا اقلامُهَا

(٩) أَوْ رَجْعُ وَاشِمَةٍ اسِفَّ نُؤُورُهَا
كِفَفًا تَعَرَّضَ فَوْقَهُنَّ وِشَامُهَا

(١٠) فوقفتُ اَسالُهَا وَ كَيفَ سُؤَالُنَا
صُمًّا خَوَالِدَ مَا يدِينُ كَلاَمُهَا

(١١) عَرِيَتْ وَكَانَ بِهَا الجَمِيعُ فَابْكَرُوا
مِنْهَا وَ غُودِرَ نُؤْيُهَا وَ ثُمَامُهَا

(١٢) شاقتك ظعن الحي حين تحملوا
فتكنسوا قطنا تصر خيامها

(١٣) من كل محفوف يظل عصيه
زوج عليه كلة و قرامها

(١٤) زجلا كان نعاج توضح فوقها
و ظباء وجرة عطفا ارامها

(١٥) حفزت و زايلها السراب كانها
اجزاع بيشة اثلها و رضامها

(١٦) بل ماتذكر من نوار وقد نأت
و تقطعت اسبابها ورمامها

(١٧) مرية حلت بفيد وجاورت
اهل الحجاز فاين منك مرامها

(١٨) بِمَشَارِقِ الجَبَلَيْنِ أَوْ بِمُحَجَّرٍ
فَتَضَمَّنَتْهَا فَرْدَةٌ فَرِجَامُهَا

(١٩) فَصُوائِقٌ إِنْ أَيْمَنَتْ فَمَظِنَّةٌ
مِنْهَا وِحَافُ القَهْرِ أَوْ طِلْخَامُهَا

(٢٠) فَاقْطَعْ لُبَانَةَ مَنْ تَعَرَّضَ وَصْلُهُ
وَلَخَيْرُ وَاصِلِ خُلَّةٍ صَرَّامُهَا

(٢١) وَاحْبُ المُجَامِلَ بِالجَزِيلِ وَصَرْمُهُ
بَاقٍ إِذَا ظَلَعَتْ وَزَاغَ قِوَامُهَا

(٢٢) بِطَلِيحِ أَسْفَارٍ تَرَكْنَ بَقِيَّةً
مِنْهَا فَأَحْنَقَ صُلْبُهَا وَسَنَامُهَا

(٢٣) وَإِذَا تَغَالَى لَحْمُهَا وَتَحَسَّرَتْ
وَتَقَطَّعَتْ بَعْدَ الكَلَالِ خِدَامُهَا

(٢٤) فلها هباب في الزمام كأنها
صهباء خف مع الجنوب حمامها

(٢٥) او ملمع وسقت لاحقب لاحه
طرد الفحول و ضربها و كدامها

(٢٦) يعلوابها حدب الاكام مسحج
قد رابه عصيانها وحامها

(٢٧) باحزة الثلبوت يربوء فوقها
قفر المراقب خوفها آرامها

(٢٨) حتى اذا سلخا جمادى ستة
جزء فطال صيامه و صيامها

(٢٩) رجعا بامرهما الى ذى مرة
حصد و نجح صريمة ابرامها

(٣٠) و رمى دوا بـرها السفى و تـهيجت
ريح المصائف سومها و سهامها

(٣١) فـتـنا زعا سبطا يـطير ظلالـه
كدخان مشعلة يشب ضرامها

(٣٢) مشمو لـة غلـلت بنابت عرفج
كدخان نار ساطع اسنامها

(٣٣) فمضى و قـدمها و كانت عادة
منه اذا هى عردت اقدامها

(٣٤) فـتوسطا عرض السرى و صدعا
مسجورة متجا ورا قلامها

(٣٥) محفوفـة وسط الـيراع يـظلها
منـه مصرع غابـة و قـيامها

(٣٦) افتلك ام وحشية مسبوعة
خذلت و هادية الصوار قيامها

(٣٧) خنساء ضيعت الفرير فلم ترم
عرض الشقائق طوفها و بغامها

(٣٨) لمعفر قهد تنازع شلوه
غبس كواسب لايمن طعامها

(٣٩) صادفن منها غرة فاصبنها
ان المنايا لا تطش سهامها

(٤٠) باتت فاسبل واكف من ديمة
تروى الخمائل دائما تسحامها

(٤١) يعلو طريقة متنها متواتر
فى ليلة كفر النجوم غمامها

(۳۲) تَجتافُ اَصلًا قالِصًا مُتَنَبِّذًا
بِعُجُوبِ اَنقاءٍ يَمِيلُ هَيامُها

(۳۳) وَتُضِيئُ فِي وَجهِ الظَّلامِ مُنِيرَةً
كَجُمانَةِ البَحرِيِّ سُلَّ نِظامُها

(۳۴) حَتّٰى اِذا انحَسَرَ الظَّلامُ وَاَسفَرَت
بَكَرَت تَزِلُّ عَنِ الثَّرٰى اَزلامُها

(۳۵) عَلِهَت تَرَدَّدُ فِي نِهاءِ صُعائِدٍ
سَبعًا تُؤامًا كامِلًا اَيّامُها

(۳٦) حَتّٰى اِذا يَئِسَت وَاَسحَقَ حالِقٌ
لَم يُبلِهِ اِرضاعُها وَفِطامُها

(۳۷) وَتَسَمَّعَت رِزَّ الاَنِيسِ فَراعَها
عَن ظَهرِ غَيبٍ وَالاَنِيسُ سَقامُها

(٤٨) فغدت كلا الفرجين تحسب انه
مولى المخافة خلفها وامامها

(٤٩) حتى اذا يئس الرماة وارسلوا
غضفا دواجن قافلا اعصامها

(٥٠) فلحقن واعتكرت لها مدرية
كالسمهرية حدها وتمامها

(٥١) لتذودهن وايقنت ان لم تذد
ان قد احم من الحتوف حمامها

(٥٢) فتقصدت منها كساب فضرجت
بدم وغودر في المكر سخامها

(٥٣) فبتلك اذ رقص اللوامع بالضحى
واجتاب اردية السراب اكامها

(٥٤) أَقْضِي اللُّبَانَةَ لَا أُفَرِّطُ رِيبَةً
أَوْ أَنْ يَلُومَ بِحَاجَةٍ لُوَّامُهَا

(٥٥) أَوَلَمْ تَكُنْ تَدْرِي نَوَارِ بِأَنَّنِي
وَصَّالُ عَقْدِ حَبَائِلٍ جَذَّامُهَا

(٥٦) تَرَّاكُ أَمْكِنَةٍ إِذَا لَمْ أَرْضَهَا
أَوْ يَرْتَبِطْ بَعْضَ النُّفُوسِ حَمَامُهَا

(٥٧) بَلْ أَنْتِ لَا تَدْرِينَ كَمْ مِنْ لَيْلَةٍ
طَلْقٍ لَذِيذٍ لَهْوُهَا وَنِدَامُهَا

(٥٨) قَدْ بِتُّ سَامِرَهَا وَغَايَةَ تَاجِرٍ
وَافَيْتُ إِذْ رُفِعَتْ وَعَزَّ مُدَامُهَا

(٥٩) أُغْلِي السِّبَاءَ بِكُلِّ أَدْكَنَ عَاتِقٍ
أَوْ جَوْنَةٍ قُدِحَتْ وَفُضَّ خِتَامُهَا

(٦٠) وَصَبُوحِ صَافِيَةٍ وَجَذْبِ كَرِينَةٍ
بِمُوَتَّرٍ تَأْتَالُهُ اِبْهَامُهَا

(٦١) بَادَرْتُ حَاجَتَهَا الدَّجَاجَ بِسُحْرَةٍ
لِاُعِلَّ مِنْهَا حِينَ هَبَّ نِيَامُهَا

(٦٢) وَغَدَاةِ رِيحٍ قَدْ وَزَعْتُ وَقِرَّةٍ
قَدْ اَصْبَحَتْ بِيَدِ الشَّمَالِ زِمَامُهَا

(٦٣) وَلَقَدْ حَمَيْتُ الْحَيَّ تَحْمِلُ شِكَّتِي
فُرُطٌ وِشَاحِي اِذْ غَدَوْتُ لِجَامُهَا

(٦٤) فَعَلَوْتُ مُرْتَقِيًا عَلَى ذِي هَبْوَةٍ
حَرِجٍ اِلَى اَعْلَامِهِنَّ قَتَامُهَا

(٦٥) حَتَّى اِذَا اَلْقَتْ يَدًا فِي كَافِرٍ
وَاَجَنَّ عَوْدَاتِ الثُّغُورِ ظَلَامُهَا

(٦٦) اسهلت و انتصبت كجذع منيفة
جرداء يحصر دونها جرامها

(٦٧) رفعتها طرد النعام و فوقه
حتى اذا سخنت و خف عظامها

(٦٨) قلقت رحالتها و اسبل نحرها
و ابتل من زبد الحميم حزامها

(٦٩) ترقى و تطعن في العنان و تنتحي
ورد الحمامة اذا جد حمامها

(٧٠) و كثيرة غرباءها مجهولة
ترجى نوافلها و يخشى ذامها

(٧١) غلب تشذر با الذحول كانها
جن البدى رواسيا اقدامها

(٧١) انكرت باطلها و بؤت بحقها

عندى فلم يفخر على كرامها

(٧٢) و جزور ايسار دعوت لحتفها

بمغالق متشابه اجسامها

(٧٣) ادعو بهن لعاقر او مطفل

بذلت لجيران الجميع لجامها

(٧٤) فالضيف و الجار الجنيب كانما

هبطا تبالة مخصبا اهضامها

(٧٥) تاوى الى الاطناب كل رذية

مثل البلية قالص اهدامها

(٧٦) و يكللون اذا الرياح تناوحت

خلجا تمد شوارعا ايتامها

(٧٧) انا اذا التقت المجامع لم يزل
منا لزاذ عظيمة جشامها

(٧٨) و مقسم يعطي العشيرة حقها
و مغذمر لحقوقها هضامها

(٧٩) فضلا و ذو كرم يعين على الندى
سمح كسوب رغائب غنامها

(٨٠) من معشر سنت لهم اباءهم
و لكل قوم سنة و امامها

(٨١) ان يفزعوا تلق المغافر عندهم
و السن تلمع كالكواكب لامها

(٨٢) لا يطبعون ولا تبور فعالهم
بل لا تميل مع الهوى احلامها

(٨٣) فاقنع بما قسم الـمليک فانما
قسم الخلائق بيـننا علامها

(٨٤) و اذا الامانة قسمت في
اوفي باوفر حظها قسامها

(٨٥) فبنى لنا بـيتا رفـيعا سمكه
فسما اليه كهلها و غلامها

(٨٦) فـهم السعاة اذا العشيرة اقطعت
و هم فوادسها و هم حكامها

(٨٧) و هم ربـيع للمجاورين فـيهم
و المرملات اذا تطاول عامها

(٨٨) و هم الـعشيرة ان يـبطئ حاسد
او ان يميل مع العدو لـئامها

পঞ্চম মুআল্লকা

অমর-বিন-কুলথুম

(১) اَلَا هُبّي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِينَا
وَلَا تُبْقِي خُمُورَ الْاَنْدَرِينَا

(২) مُشَعْشَعَةً كَاَنَّ الْحُصَّ فِيهَا
اِذَا الْمَاءُ خَالَطَهَا سَخِينَا

(৩) تَجُورُ بِذِي اللُّبَانَةِ عَنْ هَوَاهُ
اِذَا مَا ذَاقَهَا حَتَّى يَلِينَا

(৪) تَرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ اِذَا اُمِرَّتْ
عَلَيْهِ لِمَالِهِ فِيهَا مُهِينَا

(৫) صَبَنْتِ الْكَاسَ عَنَّا اُمَّ عَمْرٍو
وَكَانَ الْكَاسُ مَجْرَاهَا الْيَمِينَا

(٦) وما شر الثلاثة ام عمرو
بصاحبک الذی لا تصبحینا

(٧) و کاس قد شربت ببعلبک
و اخری فی دمشق و قاصرینا

(٨) و انا سوف تدرکنا المنایا
مقدرة لنا و مقدرینا

(٩) قفی قبل التفرق یا ظعینا
نخبرک الیقین و تخبرینا

(١٠) قفی نسألک هل احدثت صرما
لوشک البین او خنت الامینا

(١١) بیوم کریهة ضربا و طعنا
اقر به موالیک العیونا

(۱۲) فَإنَّ غَداً وَ إنَّ الْيَوْمَ رَهْنٌ
وَ بَعْدَ غَدٍ بِمَا لاَ تَعْلَمِينَا

(۱۳) تُرِيكَ إذَا دَخَلْتَ عَلٰى خَلاَءٍ
وَ قَدْ أمِنَتْ عُيُونُ الْكَاشِحِينَا

(۱۴) ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أدْمَاءَ بِكْرٍ
هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأ جَنِينَا

(۱۵) وَ ثَدْياً مِثْلَ حُقِّ الْعَاجِ رَخْصاً
حَصَاناً مِنْ أكُفِّ اللاَّمِسِينَا

(۱٦) وَ مَتْنَي لَدْنَةٍ سَمَقَتْ وَ طَالَتْ
رَوَادِفُهَا تَنُوءُ بِمَا وَلِينَا

(۱۷) وَمَا كَمَةً يَضِيقُ الْبَابُ عَنْهَا
وَ كَشْحاً قَدْ جُنِنْتُ بِهِ جُنُونَا

(١٨) وسارِيتي بِلَمنقٍ او رُخامٍ
يرنَّ خشاش حليهما الرنينا

(١٩) فما وجدت كوجدي أم سقبٍ
اضلته فرجعت الحنينا

(٢٠) ولا شمطاء لم يترك شقاها
لها من تسعة إلا جنينا

(٢١) تذكرت الصبا واستقت لما
رأيت حمولها اصلا حدينا

(٢٢) فاعرضت اليمامة واشمخرت
كأسياف بأيدي مصلتينا

(٢٣) أبا هند فلا تعجل علينا
وانظرنا نخبرك اليقينا

(٢٤) بِأَنَّا نُورِدُ الرَّايَاتِ بِيضًا
وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْرًا قَدْ رَوِينَا

(٢٥) وَأَيَّامٍ لَنَا غُرٍّ طِوَالٍ
عَصَيْنَا الْمَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِينَا

(٢٦) وَسَيِّدِ مَعْشَرٍ قَدْ تَوَّجُوهُ
بِتَاجِ الْمُلْكِ يَحْمِي الْمُحْجَرِينَا

(٢٧) تَرَكْنَا الْخَيْلَ عَاكِفَةً عَلَيْهِ
مُقَلَّدَةً أَعِنَّتَهَا صُفُونَا

(٢٨) وَأَنْزَلْنَا الْبُيُوتَ بِذِي طُلُوحٍ
إِلَى الشَّامَاتِ نَنْفِي الْمُوعِدِينَا

(٢٩) وَقَدْ هَرَّتْ كِلَابُ الْحَيِّ مِنَّا
وَشَذَّبْنَا قَتَادَةَ مَنْ يَلِينَا

(٣٠) متى ننقل الى قوم رحانا
يكونوا فى اللقاء لها طحينا

(٣١) يكون ثفالها شرقى نجد
و لهوتها قضاعة اجمعينا

(٣٢) نزلتم منزل الاضياف منا
فاعجلنا القرى ان تشتموناا

(٣٣) قريناكم فعجلنا قراكم
قبيل الصبح مرداة طحونا

(٣٤) نعم اناسنا و نعف عنهم
و نحمل عنهم ماحملونا

(٣٥) نطاعن ما تراخى الناس عنا
و نضرب بالسيوف اذا غشينا

(٣٦) بِسمرٍ من قنا الخطِّيِ لدنٍ
ذوابلَ او ببيضٍ يختلينا

(٣٧) كانّ جماجم الابطال فيها
وسوق بالاماعز يرتمينا

(٣٨) نشق بها رؤس القوم شقا
و نختلب الرقاب فيختلينا

(٣٩) و انّ الضغن بعد الضغن يفشو
عليك و يخرج الداء الدفينا

(٤٠) و رثنا المجد قد علمت معد
نطاعن دونه حتى يبينا

(٤١) و نحن اذا عماد الحي خرت
على الاحفاض نمنع من يلينا

(٣٢) تجذ رؤسهم في غير بر
فما يدرون ماذا يتقونا

(٣٣) كأن سيوفنا منا و منهم
مخاريق بايدي لاعبينا

(٣٤) كأن ثيابنا منا و منهم
خضبن بارجوان او طلينا

(٣٥) اذا ما عي بالأسناف قوم
من الهول المشبه ان يكونا

(٣٦) نصبنا مثل رهوة ذات حد
محافظة و كنا السابقينا

(٣٧) بشبان يرون القتل مجدا
و شيب في الحروب مجربينا

(۴۸) حدبا الناس كلهم جميعا
مقارعة بنيهم عن بنينا

(۴۹) فاما يوم خشيتنا عليهم
فتصبح خيلنا عصبا ثبينا

(۵۰) و اما يوم لا نخشى عليهم
فنمعن غارة متلببينا

(۵۱) برأس من بني جشم بن بكر
ندق به السهولة و الحزونا

(۵۲) الا لا يعلم الاقوام انا
تضعضعنا و انا و قد ونينا

(۵۳) الا لا يجهلن احد علينا
فنجهل فوق جهل الجاهلينا

(۵۴) بایِ مشیةٍ عمرو بن هندٍ
نکون لقیلکم فیها قطینا

(۵۵) بایِ مشیةٍ عمرو بن هندٍ
تطیع بنا الوشاة و تزدرینا

(۵۶) تهددنا و توعدنا رویدا
متی کنا لامک مقتوینا

(۵۷) فان قناتنا یا عمرو اعیت
علی الاعداء قبلک ان تلینا

(۵۸) اذا عض الثقاف بها اشمأزت
و ولته عشوزنة زبونا

(۵۹) عشوزنة اذا غمزت ارنت
تشج قفا المثقف و الجبینا

(٦٠) فهل حدثت في جشم ابن بكر
بنقص في خطوب الاولينا

(٦١) ورثنا مجد علقمة ابن سيف
اباح لنا حصون المجد دينا

(٦٢) ورثت مهلهلا والخير منه
زهيرا نعم ذخر الذاخرينا

(٦٣) وعتابا وكلثوما جميعا
بهم نلنا تراث الاكرمينا

(٦٤) وذاالبرة الذي حدثت عنه
به نحمي ونحمي الملتجينا

(٦٥) ومنا قبله الساعي كليب
فاي المجد الا قد ولينا

(٦٦) مَتَى نَعْقِدْ قَرِيْنَتَنَا بِحَبْلٍ
تَجُذُّ الحَبْلَ اَوْتَقِصُ القَرِيْنَا

(٦٧) وَنُوجَدُ نَحْنُ اَمْنَعُهُمْ ذِمَارًا
وَاَوْفَاهُمْ اِذَا عَقَدُوا يَمِيْنَا

(٦٨) وَنَحْنُ عَذَاةَ اُوقِدَ فِيْ خَزَازٍ
رَفَدْنَا فَوْقَ رِفْدِ الرَّافِدِيْنَا

(٦٩) وَنَحْنُ الحَابِسُونَ بِذِي اُرَاطٍ
تَسُفُّ الجِلَّةُ الخُورُ الدَّرِيْنَا

(٧٠) وَكُنَّا الاَيْمَنِيْنَ اِذَا الْتَقَيْنَا
وَكَانَ الاَيْسَرِيْنَ بَنُوا بِيْنَا

(٧١) فَصَالُوا صَوْلَةً فِيْمَنْ يَلِيْهِمْ
وَصُلْنَا صَوْلَةً فِيْمَنْ يَلِيْنَا

(۷۲) فَآبُوا بِالنِّهَابِ وَبِالسَّبَايَا
وَاُبْنَا بِالْمُلُوكِ مُصَفَّدِينَا

(۷۳) اِلَيْكُمْ يَا بَنِي بَكْرٍ اِلَيْكُمْ
اَلَمَّا تَعْرِفُوا مِنَّا الْيَقِينَا

(۷۴) اَلَمَّا تَعْلَمُوا مِنَّا وَمِنْكُمْ
كَتَائِبَ يَطَّعِنَّ وَيَرْتَمِينَا

(۷۵) عَلَيْنَا الْبَيْضُ وَالْيَلَبُ الْيَمَانِي
وَاَسْيَافٌ يَقُمْنَ وَيَنْحَنِينَا

(۷۶) عَلَيْنَا كُلُّ سَابِغَةٍ دِلَاصٍ
تَرَى فَوْقَ النِّطَاقِ لَهَا غُضُونَا

(۷۷) اِذَا وُضِعَتْ عَنِ الْاَبْطَالِ يَوْمًا
رَاَيْتَ لَهَا جُلُودَ الْقَوْمِ جُونَا

(٧٨) كَانَّ مُتُونَهُم مُتُونُ غُدرٍ
تُصَفِّقُهَا الرِيَاحُ اِذَا جَرَينَا

(٧٩) وَ تَحمِلُنَا غَدَاةَ الرَّوعِ جُردٌ
عُرِفنَ لَنَا نَقَائِذَ وَافتُلِينَا

(٨٠) وَرَدنَ دَوَارِعاً وَ خَرَجنَ شُعثاً
كَاَمثَالِ الرَّصَائِعِ قَد بَلِينَا

(٨١) وَ رِثنَاهُنَّ عَن آبَاءِ صِدقٍ
وَ نُورِثُهَا اِذَا مِتنَا بَنِينَا

(٨٢) عَلَى آثَارِنَا بِيضٌ حِسَانٌ
مُحَاذِرُ اَن تُقَسِّمَ اَو تَهُونَا

(٨٣) اَخَذنَ عَلَى بُعُولَتِهِنَّ عَهداً
اِذَا لَاقَوا كَتَائِبَ مُعلَمِينَا

(۸۴) لِکَی یسلبن افراسا و بیضا
و اسری فِی الحِبالِ مقرنینا

(۸۵) تَرانا بارزین و کُلّ حیٍّ
قد اتخذوا مخافتنا قرینا

(۸۶) اذا ما رحن یمشین الهوینا
کما اضطربت متون الشاربینا

(۸۷) ظعائن من بنی جشم بن بکر
خلطن بمیسم حسبا و دینا

(۸۸) یقتن جیادنا و یقلن لستم
بعولتنا اذا لم تمنعونا

(۸۹) فما منع الظعائن مثل ضرب
تری منه السوا عدکا لقلینا

(٩٠) كَاَنَّا وَ السُّيُوْفُ مُسَلَّلَاتٌ
وَلَدْنَا النَّاسَ طُرًّا اَجْمَعِيْدَ

(٩١) يُدَهْدُوْنَ الرُّؤْسَ كَمَا يُدَهْدِيْ
حَزَاوِرَةٌ بِاَبْطَحِهَا الْكُرِيْنَا

(٩٢) وَقَدْ عَلِمَ الْقَبَائِلُ مِنْ مَعَدٍّ
اِذَا قُبَبٌ بِاَبْطَحِهَا بُنِيْنَا

(٩٣) بِاَنَّا الْمُطْعِمُوْنَ اِذَا قَدَرْنَا
وَاَنَّا الْمُهْلِكُوْنَ اِذَا ابْتُلِيْنَا

(٩٤) وَاَنَّا الْمَانِعُوْنَ لِمَا اَرَدْنَا
وَاَنَّا النَّازِلُوْنَ بِحَيْثُ شِئْنَا

(٩٥) وَاَنَّا التَّارِكُوْنَ اِذَا سَخِطْنَا
وَاَنَّا الْاٰخِذُوْنَ اِذَا رَضِيْنَا

(٩٦) و انا لعاصمون اذا اطعنا
و انا العازمون اذا عصينا

(٩٧) و نشرب ان وردنا الماء صفوا
و يشرب غيرنا كدرا و طينا

(٩٨) الا ابلغ بني الطماح عنا
و دعميا فكيف وجدتمونا

(٩٩) اذا ما الملك سام الناس خسفا
ابينا ان نعز الذل فينا

(١٠٠) لنا الدنيا و من اضحى عليها
و نبطش حين نبطش قادرينا

(١٠١) نسمى الظالمين و ما ظلمنا
و لكنا نبيد الظالمينا

(١٠٢) مَلَأنَا البَرَّ حَتَّى ضَاقَ عَنَّا
وَنَحنُ البَحرُ نَملَاهُ سَفِينَا

(١٠٣) اِذَا بَلَغَ الفِطَامَ لَنَا صَبِيٌّ
تَخِرُّ لَهُ الجَبَابِرُ سَاجِدِينَا

ষষ্ঠ মু'অল্লকা

অমতরাহ-বিন-শদ্দাদ

(١) اعياك رسم الدار لم يتكلم

حتى تكلم كالاصم الاعجم

(٢) هل غادر الشعراء من متردم

ام هل عرفت الدار بعد توهم

(٣) دار لآنسة غضيض طرفها

طوع العناق لذيذة المتبسم

(٤) يا دار عبلة بالجواء تكلمي

وعمي صباحا دار عبلة واسلمي

(٥) فوقفت فيها ناقتي وكأنها

فدن لأقضي حاجة المتلوم

(٦) وتحل عبلة بالجواء وأهلنا

بالحزن فالصمان فالمتثلم

(٧) جبيت من طلل تقادم عهده

أقوى وأقفر بعد أم الهيثم

(٨) حلت بأرض الزائرين فأصبحت

عسرا على طلابك ابنة مِحزم

(٩) علقتها عرضا وأقتل قومها

زعما لعمر أبيك ليس بمزعم

(١٠) ولقد نزلت فلا تظني غيره

مني بمنزلة المحب المكرم

(١١) كيف المزار وقد تربع أهلها

بعنيزتين وأهلنا بالغيلم

(١٢) إنْ كُنتِ أزمعتِ الفراقَ فإنّما
زُمّت رِكابكم بليلٍ مُظلمِ

(١٣) ما راعني إلّا حمولةُ أهلِها
وسطَ الديارِ تسفّ حبّ الخمخمِ

(١٤) فيها اثنتانِ وأربعون حلوبةً
سودًا كخافيةِ الغراب الأسحمِ

(١٥) إذ تستبيك بذي غروبٍ واضحٍ
عذبٍ مقبّله لذيذِ المطعمِ

(١٦) وكأنّ فارةَ تاجرٍ بقسيمةٍ
سبقت عوارضَها إليك من الفمِ

(١٧) أو روضةً أنفًا تضمّن نبتَها
غيثٌ قليلُ الدمنِ ليس بمعلمِ

(١٨) جادت عليها كل بكر حرة

فتركن كل قرارة كالدرهم

(١٩) سحا و تسكابا فكل عشية

يجري عليها الماء لم تصرم

(٢٠) فخلا الذباب بها فليس ببارح

غردا كفعل الشارب المترنم

(٢١) هزجا يحك ذراعه بذراعه

قدح المكب على الزناد الاجزم

(٢٢) تمسي و تصبح فوق ظهر حشية

و ابيت فوق سراة ادهم ملجم

(٢٣) و حشيتي سرج على عبل الشوى

نهد مراكله نبيل المحزم

(۲۴) هل تبلغنی دارها شدنية
لعنت بمحروم الشراب مصرم

(۲۵) حظارة غب السرى زيافة
تطس الاكام بذات خف ميثم

(۲۶) وكانما تطس الاكام عشية
بقريب بين المنسمين مصلم

(۲۷) تاوى له قلص النعام كما اوت
حزق يمانية لاعجم طمطم

(۲۸) يتبعن قلة راسه وكانه
حدج على نعش لهن مخيم

(۲۹) صعل يعود بذى العشيرة بيضة
كالعبد ذى الفرو الطويل الاصلم

(٣٠) شَرِبَتْ بِماءِ الدحرضينِ فأصبحت
زَوراءَ تَنفِرُ عَنْ حياضِ الديلمِ

(٣١) وكأنما تنأى بجانبِ دفِّها الوحشيِّ
مِنْ هَزِجِ العشيِّ مؤوم

(٣٢) هِرٍّ جَنيبٍ كلما عطفتْ له
غضبى اتقاها باليدينِ وبالفمِ

(٣٣) بَرَكَتْ على جنبِ الرداعِ كأنما
بَرَكَتْ على قصبٍ أجشَّ مهضمِ

(٣٤) وكأنَّ رُبًّا أو كحيلاً معقدا
حشَّ الوقودُ به جوانبَ قمقمِ

(٣٥) يَنباعُ مِنْ ذفرى غضوبٍ جسرةٍ
زيافةٍ مثلَ الفنيقِ المكدمِ

(٣٦) ان تغدِ فِی دونِی القناع فاِننِی
طب باخذِ الفارس المستلئم

(٣٧) اثنِی علی بِما علِمت فاننِی
سهل مخالقتی اذا لم اظلم

(٣٨) و اذا ظلمت فان ظلمِی باسل
مر مذاقته کطعمِ العلقم

(٣٩) و لقد شربت مِن المدامة بعدما
رکد الهواجر بالمشوف المعلم

(٤٠) بزجاجة صفراء ذات اسرة
قرنت بازهر فِی الشمالِ مفدم

(٤١) فاذا شربت فاننی مستهلک
مالی و عرضی وافر لم یکلم

(٣٢) وَ اذَا صَحَوتُ فَلا اُقَصِّرُ عن نَدًى
وَ كَمَا عَلِمتِ شَمَائِلِيْ وَ تَكَرُّمِيْ

(٣٣) وَ حَلِيلِ غَانِيَةٍ تَرَكتُ مُجَدَّلًا
تَمكُو فَرِيصَتُه كَشِدقِ الاعلَمِ

(٣٤) سَبَقَت يَدَى لَه بِعَاجِلِ ضَربَةٍ
وَ رَشَاشِ نَافِذَةٍ كَلَونِ العَندَمِ

(٣٥) هَلَّا سَالتِ الخَيلَ يَا ابنَةَ مَالِكٍ
اِنْ كُنتِ جَاهِلَةً بِمَا لا تَعلَمِي

(٣٦) اِذْ لَا اَزَالُ عَلَى رِحَالَةِ سَابِحٍ
نَهدٍ تَعَاوَرُه الكُمَاةُ مُكَلَّمٌ

(٣٧) طَورًا يُجَرَّدُ لِلطِّعَانِ وَ تَارَةً
يَاوِى اِلَى حَصَدِ القَسِيِّ عَرَمرَمٍ

(٤٨) يُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الْوَقَائِعَ أَنَّنِي
أَغْشَى الْوَغَى وَأَعِفُّ عِنْدَ الْمَغْنَمِ

(٤٩) وَمُدَجَّجٍ كَرِهَ الْكُمَاةُ نِزَالَهُ
لَا مُمْعِنٍ هَرَبًا وَلَا مُسْتَسْلِمِ

(٥٠) جَادَتْ لَهُ كَفِّي بِعَاجِلِ طَعْنَةٍ
بِمُثَقَّفٍ صَدْقِ الْكُعُوبِ مُقَوَّمِ

(٥١) فَشَكَكْتُ بِالرُّمْحِ الْأَصَمِّ ثِيَابَهُ
لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلَى الْقَنَا بِمُحَرَّمِ

(٥٢) فَتَرَكْتُهُ جَزَرَ السِّبَاعِ يَنُشْنَهُ
يَقْضَمْنَ حُسْنَ بَنَانِهِ وَالْمِعْصَمِ

(٥٣) وَمِشَكِّ سَابِغَةٍ هَتَكْتُ فُرُوجَهَا
بِالسَّيْفِ عَنْ حَامِي الْحَقِيقَةِ مُعْلِمِ

(٥٤) ربذ يداه بالقداح اذا شتا
هتاك غايات التجار ملوم

(٥٥) لما رآني قد نزلت اريده
ابدى نواجذه لغير تبسم

(٥٦) عهدي به مد النهار كانما
خضب البنان و راسه بالعظلم

(٥٧) فطعنته بالرمح ثم علوته
بمهند صافي الحديد مخذم

(٥٨) بطل كان ثيابه في سرحة
يحذى نعال السبت ليس بتوأم

(٥٩) ياشاة ما قنص لمن حلت له
حرمت علي و ليتها لم تحرم

(٦٠) فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي
فتجسسي اخبارها لي واعلمي

(٦١) قالت رأيت من الاعادي غرة
والشاة ممكنة لمن هو مرتم

(٦٢) وكأنما التفتت بجيد جداية
رشأ من الغزلان حر أرثم

(٦٣) نبئت عمرا غير شاكر نعمتي
والكفر مخبثة لنفس المنعم

(٦٤) ولقد حفظت وصاة عمي في الوغى
إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم

(٦٥) في حومة الحرب التي لا تشتكي
غمراتها الابطال غير تغمغم

(٦٦) اِذْ يتقون بى الاَسِنة لَمْ اَخِمْ
عنها و لكِنِى تضايق مقدمى

(٦٧) لما رأيت القوم اَقبل جمعهم
يتذامرون كررت غير مذمم

(٦٨) يدعون عنتر و الرماح كانها
اَشطان بِير فِى لبانِ الادهم

(٦٩) مازِلت ارميهم بِثغرة نحرِه
و لبانه حتى تسربل بالدم

(٧٠) فازور مِنْ وقعِ القنا بِلبانه
و شكا اِلى بِعبرة و تحمحم

(٧١) لو كان يدرِى ما المحاورة اشتكى
و لكان لو علِمَ الكلام مكلمى

(٧٢) ولقد شفى نفسي واذهب غيظها
قيل الفوارس ويك عنتر اقدم

(٧٣) والخيل تقتحم الخبار عوابسا
من بين شيظمة واجرد شيظم

(٧٤) ذلل ركابي حيث شئت مشايعي
لبي واحفزه بامر مبرم

(٧٥) ولقد خشيت بان اموت ولم تكن
للحرب دائرة على ابني ضمضم

(٧٦) الشاتمي عرضي ولم اشتمهما
والناذرين اذا لم القهما دمي

(٧٧) ان يفعلا فلقد تركت اباهما
جزر السباع وكل نسر قشعم

সপ্তম মু'আল্লকা

হারিথ বিন হিল্লিযহ

(১) آذنتنا ببينها أسماء
رب ثاو يمل منه الثواء

(২) بعد عهد لها ببرقة
شماء فادنى ديارها الخلصاء

(৩) فالمحياة فالصفاح فاعنا
ق فتاق فعاذب فالوفاء

(৪) فرياض القطا فاودية الشر
ب فالشعبتان فالابلاء

(৫) لا ارى من عهدت فيها فابكى اليوم
دلها و مايحير البكاء

(٦) وَبِعَيْنَيْكَ أَوْقَدَتْ هِنْدُ النَّا
رَ أَصِيلًا تَلْوِي بِهَا الْعَلْيَاءُ

(٧) فَتَنَوَّرْتُ نَارَهَا مِنْ بَعِيدٍ
بِخَزَازَى هَيْهَاتَ مِنْكَ الصِّلَاءُ

(٨) أَوْقَدَتْهَا بَيْنَ الْعَقِيقِ وَشَخْصَيْنِ
بِعُودٍ كَمَا يَلُوحُ الضِّيَاءُ

(٩) غَيْرَ أَنِّي قَدْ أَسْتَعِينُ عَلَى الْهَمِّ
إِذَا خَفَّ بِالثَّوِيِّ النَّجَاءُ

(١٠) بِزَفُوفٍ كَأَنَّهَا هِقْلَةٌ أُمُّ
رِئَالٍ دَوِّيَّةٌ سَقْفَاءُ

(١١) آنَسَتْ نَبْأَةً وَأَفْزَعَهَا الْقَنَّا
صُ عَصْرًا وَقَدْ دَنَا الْإِمْسَاءُ

(١٢) فترى خلفها من الرجع والوقع
منينا كأنه اهباء

(١٣) وطراقا من خلفهن طراق
ساقطات الوت بها الصحراء

(١٤) اتلهى بها الهواجر اذ كل ابن
هم بلية عمياء

(١٥) واتانا من الحوادث والانباء
خطب نعنى به ونساء

(١٦) ان اخواننا الاراقم يغلون
علينا في قيلهم احفاء

(١٧) يخلطون البرى منا بذى الذنب
ولا ينفع الخلى الخلاء

(١٨) زعموا ان كل من ضرب العير
موالٍ لنا وانا الولاء

(١٩) اجمعوا امرهم عشاء فلما
اصبحوا اصبحت لهم ضوضاء

(٢٠) من منادٍ ومن مجيبٍ ومن تصهالِ
خيلٍ خلال ذاك رغاء

(٢١) ايها الناطق المرقش عنا
عند عمرٍو وهل لذاك بقاء

(٢٢) لا تخلنا على غراتك انا
طالما قد وشى بنا الاعداء

(٢٣) فبقينا على الشناءة تنمينا
حصون وعزة قعساء

(٢٤) قبل ما اليوم بيضت بعيون
الناس فيها تغيظ واباء

(٢٥) فكان المنون تردى بنا ار
عن جونا ينجاب عنه العماء

(٢٦) مكفهرا على الحوادث لا ترتوه
للدهر مؤيد صماء

(٢٧) ادمي بمثله جالت الخيل
و تابى لخصمها الاجلاء

(٢٨) ملك مقسط و افضل من يمشي
و من دون ما لديه الثناء

(٢٩) ايما خطة اردتم فادو
ها الينا تشفى بها الاملاء

(٣٠) إنْ نَبشتم مَا بين ملحةَ فالصا
قِبِ فِيها الأَمواتُ والأحياءُ

(٣١) أَو نقشتم فالنقش يجشمه الناس
فِيهِ الاسقام والإبراءُ

(٣٢) او سكتم عنا فكنا كمن اغمض
عينا في جفنها الاقذاءُ

(٣٣) او منعتم ما تسالون فمن
حدثتموه له علينا العلاءُ

(٣٤) هل علمتم ايام ينتهب الناس
غواراً لكل حي عواءُ

(٣٥) إذ رفعنا الجمال من سعف
البحرين سيرا حتى نهاها الحساءُ

(۳۶) ثُمَّ مِلْنَا عَلَى تَمِيْمٍ فَاَحْرَمْنَا
وَفِيْنَا بِنَاتُ مُرٍّ اِمَاءُ

(۳۷) لَا يُقِيْمُ الْعَزِيْزُ بِالْبَلَدِ السَّهْلِ
وَلَا يَنْفَعُ الذَّلِيْلَ النَّجَاءُ

(۳۸) لَيْسَ يُنْجِى الَّذِىْ يُوَائِلُ مِنَّا
رَاْسُ طَوْدٍ وَحَرَّةٌ رَجْلَاءُ

(۳۹) مَلِكٌ اَضْرَعَ الْبَرِيَّةَ لَا يُوْ
جَدُ فِيْهَا لِمَا لَدَيْهِ كِفَاءُ

(۴۰) كَتَكَالِيْفِ قَوْمِنَا اِذْ غَزَا الْمُنْذِرُ
هَلْ نَحْنُ لِابْنِ هِنْدٍ رِعَاءُ

(۴۱) مَا اَصَابُوْا مِنْ تَغْلِبِيٍّ فَمَظْلُو
لٌ عَلَيْهِ اِذَا اُصِيْبَ

(۳۲) إذ أحل العلياء قبة ميسو

ن فادنى ديارها العوصاء

(۳۳) فتاوت له قراضبة من

كل حي كأنهم القاء

(۳۴) فهدا هم بالاسودين و أمر

الله بلغ تشقى به الاشقياء

(۳۵) إذ تمنو نهم غرورا فساقتهم

اليكم امنية اشراء

(۳۶) لم يغرو كم غرورا ولكن

ترفع الال شخصهم والضحاء

(۳۷) أيها الناطق المبلغ عنا

عند عمرو فهل لذاك انتهاء

(٤٨) من لنا عنده من الخيرات آيات
ثلث في كلهن القضاء

(٤٩) آية شارق الشقيقة اذجاءوا
جميعا لكل حي لواء

(٥٠) حول قيس مستلئمين بكبش
قرظي كأنه عبلاء

(٥١) وصتيت من العواتك لاتنهاه
الا مبيضة رعلاء

(٥٢) فرددناهم بطعن كما يخرج
من خربة المزاد الماء

(٥٣) وحملناهم على حزم ثهلان
شلالا ودمي الانساء

(٥٤) وفعلنا بهم كما علم الله
وما ان للحائنين دماء

(٥٥) وجبهنا هم بطعن كما تنهز
في جمة الطوي الدلاء

(٥٦) ثم حجرا اعني ابن ام قطام
وله فارسية خضراء

(٥٧) أسد في اللقاء ورد هموس
وربيع ان شمرت غبراء

(٥٨) وفككنا غل امرء القيس عنه
بعد ما طال حبسه والعناء

(٥٩) ومع الجون جون ال بني أوس
عنود كانها دفواء

(٦٠) ما جزعنا تحت العجاجة اذولوا

شلالا و اذ تلظى الصلاء

(٦١) و اقدناه رب غسان بالمنذر

كرها اذ لا تكال الدماء

(٦٢) و اتيناهم بتسعة املاك

كرام اسلابهم اغلاء

(٦٣) و ولدنا عمرو بن ام اياس

من قريب لما اتانا الحباء

(٦٤) مثلها تخرج النصيحة للقوم

فلاة من دونها افلاء

(٦٥) فاتركوا الطيخ و التعدى و اما

تتعاشوا ففي التعاشي الداء

(٦٦) واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم
فيها العهود و الكفلاء

(٦٧) حذر الجور و التعدي و هل
ينقض ما في المهارق الاهواء

(٦٨) و اعلموا اننا و اياكم فيما
اشترطنا يوم احتلفنا سواء

(٦٩) عننا باطلا و ظلما كما يعتر
عن حجرة الربيض الظباء

(٧٠) أ علينا جناح كندة ان يغـ
ـنم غازيهم و منا الجزاء

(٧١) ام علينا جرى اياد كما نيـ
ـط بجوز المحمل الاعباء

(٧٢) لَيس مِنا المضرِبون ولا قيس

ولَا خندل ولَا حذّاء

(٧٣) أم جنايابنِي عتِيقٍ فمن يغدرِ

فإنّا مِن حربِهِم برَاء

(٧٤) و ثمانونَ مِن تمِيمٍ بِأيدِيهِم

رِماح صدورهن القضاء

(٧٥) تركوهم ملحبين و ابوا

بِنِهابٍ يصم منها الحداء

(٧٦) أمْ علينا جرى حنيفة أمّا

جمعت من محارِب غبراء

(٧٧) أمْ علينا جرّى قضاعة أم

لَيس علينا فيما جنوا أنداء

(٧٨) ثُمَّ جاؤوا يسترجِعون فَلَم تَرجِعِ

لهم شامةٌ ولا زاهراء

(٧٩) لم يحلّوا بَنِي رِزاحٍ بِبرقاءِ

لَقَاءِ لهم عليهم دعاء

(٨٠) ثم فاءوا منها بِقاصِمَةِ الظهرِ

وَلا يبرِدُ الغليلَ الماء

(٨١) ثمَّ خيلٌ مِن بعدِ ذلكَ مع الغَلاقِ

لا رأفةٌ ولا إبقاء

(٨٢) وهو الربُّ والشهيدُ على يومِ

الحيارِينِ والبلاءُ بلاءُ